Contents
মাসিক
আত-তাহরীক
ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১২তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০০৯

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১২তম বর্ষ এপ্রিল ২০০৯ ইং ৭ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

হে মানুষ! ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে

'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই'। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে জীবন ও মরণ দাতা হিসবে, আইন ও বিধানদাতা হিসাবে, রোগ ও আরোগ্যদাতা হিসাবে, রূযী ও শক্তিদাতা হিসাবে, বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানদাতা হিসাবে, বিপদহন্তা ও হেফাযতকারী হিসাবে আল্লাহ ব্যতীত কেউ নেই, কোন শক্তি নেই। কোন উপাস্য নেই। যার তন্দ্রাও নেই, নিদ্রাও নেই। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধারক ও সবকিছুর ব্যবস্থাপক। বিপদে ও সম্পদে আমরা তাঁকেই ডাকি, তাঁর কাছেই আশ্রয় ভিক্ষা করি। তাঁকে রাযী-খুশী করার জন্যই আমরা আমাদের সবকিছুকে বিলিয়ে দেই। পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে আমরা তাঁরই রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় চাই। জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করার মত সাধ্য আমাদের নেই। পুলছিরাতের নীচের জ্বলন্ত অগ্নিগহ্বরে আমি পড়তে চাই না। সেখানকার বাঁকানো আংটায় আমি বিঁধে যেতে চাই না। আমি ঐ উত্তপ্ত হুতাশন পেরিয়ে যেতে চাই বিদ্যুৎ বেগে, আলোর গতিতে। যেন জাহান্নামের অগ্নিদাহের কোন আঁচ আমার গায়ে না লাগে। চোখের পলকে পুলছিরাত পেরিয়ে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে চাই। এজন্য আমি দুনিয়ার এ পরীক্ষাগারে কেবল আল্লাহ্রই বিধান মানতে চাই। তাঁর রাসূলের দেখানো পথে চলতে চাই। কিন্তু ....

কিন্তু আমি পারছি কই! কে আমাকে বাধা দিচ্ছে? হ্যাঁ, বাঁধা আমার ঘরে-বাইরে, চারপাশে সর্বত্র। আল্লাহ্কে পেতে গেলে গায়রুল্লাহকে ত্যাগ করতে হয়। পুণ্য অর্জন করতে গেলে পাপ বর্জন করতে হয়। আল্লাহ্র দাসত্ব করলে শয়তানের গোলামী ছাড়তে হয়। আমি একজন কর্মক্ষম মানুষ। হালাল রূযীর সন্ধানে বেরিয়েছি। কিন্তু সর্বত্র সূদ-ঘুষের পুঁজিবাদী অর্থনীতি জোঁকের মত ধেয়ে আসছে, যা

Contents

আমাকে জাহান্নামের খোরাক বানাবে। আমি স্বাধীনভাবে আল্লাহ্র আইন ও রাসূলের বিধান মেনে চলব। কিন্তু দেশের আইন ও প্রচলিত বিধানসমূহ আমাকে পদে পদে বাধা দিচ্ছে। আমি রাসূলের দেখানো ছহীহ হাদীছের পথে নিরিবিলি ইবাদত করব। কিন্তু বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার ধূম্রজালে আমি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। দুনিয়া পূজারীরা নানাবিধ রঙিন বেশে ও চটকদার কথায় আমাদের ভুলাতে চায়। স্বার্থপরদের অন্যায় দাবী আমাদের বিপর্যস্ত করে ফেলে। হিংসুকেরা প্রতি মুহূর্তে আমাদের লক্ষ্যচ্যুত করতে চায়। ওরা দুনিয়ায় ক্ষতি করে আমাদের ভয় দেখাতে চায়। আখেরাত থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে চায়। কিন্তু জান্নাত পিয়াসী মুমিন কি তাতে সায় দিতে পারে?

হে মুমিন! তুমি দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়া ভুলে জান্নাতের পানে ধাবিত হও। ধর্মীয় ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব শক্তিধররা রব-এর আসন দখল করে বসে আছে, জগদ্দল পাথরের ন্যায় যারা জনগণের ঘাড়ের উপর চেপে আছে, তুমি এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। ছাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে দেড় হাযার বছর পূর্বে শেষনবীর সেই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার ন্যায় তুমি বলে ওঠো 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। 'আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই'। নকল ইলাহদের সঙ্গ ত্যাগ করে তুমি বেরিয়ে যাও তোমার প্রকৃত ইলাহের পানে। যেমন বেরিয়ে গিয়েছিলেন একদিন তোমার পিতা ইবরাহীম জন্মভূমি ছেড়ে এই বলে যে, 'আমি চললাম আমার প্রভুর পানে। সত্বর তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন'।

সেদিন ইবরাহীমের সাথে কেউ ছিল না স্ত্রী সারাহ ও ভাতিজা লূত ব্যতীত। তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল কওমের গালি, অপবাদ ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতন। তবুও তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। তাহ'লে তুমি কেন ভেঙ্গে পড়বে? ইবরাহীমের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুহাম্মাদের ভাগ্যেও জুটেছিল নিজ কওমের দেওয়া অন্যূন ১৫ রকমের অপবাদ ও গালি, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন ও অবশেষে হত্যার পরিকল্পনা ও পরিণতিতে হিজরত। কা'বা চত্বরে সিজদারত নবীর মস্তক দলন, মক্কার অলিতে-গলিতে টিটকারী, মুখে থুথু নিক্ষেপ ও প্রস্তর খণ্ড বর্ষণ, ছাফা পাহাড়ে দণ্ডায়মান নবীর মাথায় পাথর মেরে রক্তের ফোয়ারা নির্গমন, ত্বায়েফের মর্মান্তিক নির্যাতন কোনকিছুই সেদিন নিঃসঙ্গ নবীকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। ওহোদ যুদ্ধে গমনরত নবীকে ভীত করার জন্য পথিমধ্যে হাযারের মধ্যে সাড়ে তিনশ' মুনাফিকের দলত্যাগ ও নানা অপবাদ দান ও অপকৌশল সমূহ নির্ধারণ- কোনকিছুই নবী ও তাঁর নির্ভেজাল সাথীদেরকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। তবে আজ কেন হে পরপারের পথিক! তুমি ভেঙ্গে পড়বে? কেন তুমি দুনিয়ার ফাঁদে পা দিবে? জান্নাত যে তোমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তোমার স্নেহশীল পিতা-মাতার ন্যায় তোমাকেও তো কাল ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে ভূগর্ভে (কবরে) স্থান নিতে হবে। তবে কিসের এত পিছুটান? যালেমদের যুলুমের ভয়? দুনিয়ার লোভ? মনে রেখ মযলূম ইবরাহীম ছিলেন বিশ্বনেতা, যালেম নমরূদ নয়। সম্বলহীন মূসা ছিলেন সকলের শ্রদ্ধেয় নেতা, ধনকুবের ক্বারূণ নয়। অতএব হে মুমিন! যতদিন হায়াত পাও, সাধ্যমত শেষনবীর আদর্শ মেনে চল। ডাইনে-বামে তাকিয়ো না। অন্যের জৌলুসে ভুলো না। গোনাহ থেকে তওবা কর। নেকী বৃদ্ধি কর। ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে। তিনিই তোমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ আমাদের শক্তি দিন- আমীন!! *[স.স.]*

[ফেব্রুয়ারী '০৯ সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধের ৩য় প্যারার শেষ দিকে 'কিন্তু কেঁদেছেন একজন' বাক্যের কেঁদেছেন-এর স্থলে 'শুনেছেন' পড়তে হবে। [স.স.]

Contents

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৭ম কিস্তি)

শিক্ষণীয় বিষয়:

(১) ইবরাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে জনমানব শূন্য ও চাষাবাদহীন এক শুষ্ক মরু উপত্যকায় রেখে আসলেন, কোন সুস্থ বিবেক এ কাজকে সমর্থন করতে পারে না। কিন্তু যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী, তাদের জন্য বিষয়টি মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। আর সেকারণেই হাজেরা গভীর প্রত্যয়ে বলে উঠেছিলেন, إِذَنْ لاَ يُضَيِّعُنِيَ اللهُ 'তাহ'লে আল্লাহ আমাকে ধ্বংস করবেন না'। আল্লাহ যে কেবল বিশ্বাসের বস্তু নয়, বরং তিনি সার্বক্ষণিকভাবে বান্দার তত্ত্বাবধায়ক, ইবরাহীমের উক্ত কর্মনীতির মধ্যে তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। অতি যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদীদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে বহু শিক্ষণীয় বিষয়।

(২) ইবরাহীমের দো'আ আল্লাহ এমন দ্রুত কবুল করেছিলেন যে, দু'একদিনের মধ্যেই সেখানে সৃষ্টি হয় পানির ফোয়ারা, যা যমযম কূয়া নামে পরিচিত হয় এবং যার উৎসধারা বিগত প্রায় সোয়া চার হাযার বছর ধরে আজও সমভাবে বহমান। কিন্তু এই পানির রূপ-রস-গন্ধ কিছুরই কোন পরিবর্তন হয়নি। এ পানির কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এ পানিতে এমন সব উপাদান রয়েছে, যা মানুষের জন্য খাদ্য ও পানীয় উভয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম। পৃথিবীর অন্য কোন পানিতে এ গুণ নেই। দৈনিক লাখ লাখ গ্যালন পানি ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও এ পানির কোন ক্ষয় নেই, লয় নেই, কমতি নেই। এর কারণ অনুসন্ধানে বছরের পর বছর চেষ্টা করেও বৈজ্ঞানিকেরা ব্যর্থ হয়েছেন। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

(৩) তখন থেকে অদ্যাবধি মক্কা মু'আযযমায় চাষাবাদের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সারা পৃথিবী হ'তে তাবৎ ফল-ফলাদি সর্বদা সেখানে আমদানী হয়ে থাকে এবং সর্বদা অধিকহারে মওজূদ থাকে। আধুনিক বিশ্বের কোন শহরই এর সাথে তুলনীয় নয়। নিঃসন্দেহে এটা হ'ল ইবরাহীমের দো'আর অন্যতম ফসল।

(৪) ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আয় বলা হয়েছিল, 'আমি আমার সন্তানকে এখানে রেখে যাচ্ছি যেন তারা এখানে ছালাত কায়েম করে'। আল্লাহ্র রহমতে সেদিন থেকে অদ্যাবধি এখানে ছালাত, ত্বাওয়াফ ও অন্যান্য ইবাদত সর্বদা জারি আছে।

(৫) দো'আয় তিনি বলেছিলেন, 'মানব সমাজের কিছু অংশের হৃদয়কে তুমি এদের প্রতি ঝুঁকিয়ে দাও'। নিঃসন্দেহে সেই অংশটি হ'ল সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজ। ইবরাহীম (আঃ) জানতেন যে, বিশ্বের সমস্ত লোক কখনো মুমিন হবে না। তাছাড়া তাবৎ বিশ্ব যদি কা'বার প্রতি ঝুঁকে পড়ত, তাহ'লে সেখানে বসবাস, স্থান সংকুলান ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংকট দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। তখন থেকে এযাবত সর্বদা একদল শক্তিশালী ও ধর্মপরায়ণ মানুষ মক্কার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। দেড় হাযার বছর পূর্বে খৃষ্টান গবর্ণর আবরাহার সকল প্রচেষ্টা যেমন ব্যর্থ হয়েছিল, ক্বিয়ামত অবধি তা এভাবেই ব্যর্থ হবে ইনশাআল্লাহ।

৪র্থ পরীক্ষা: খাৎনা করণ

ইবরাহীমের প্রতি আদেশ হ'ল খাৎনা করার জন্য। এসময় তাঁর বয়স ছিল অন্যূন ৮০ বছর। হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে নিজেই নিজের খাৎনার কাজ সম্পন্ন করলেন।[৮০] বিনা দ্বিধায় এই কঠিন ও বেদনাদায়ক কাজ সম্পন্ন করার মধ্যে আল্লাহ্র হুকুম দ্রুত পালন করার ও এ ব্যাপারে তাঁর কঠোর নিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায়।

খাৎনার এই প্রথা ইবরাহীমের অনুসারী সকল ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে আজও চালু আছে। বস্তুতঃ খাৎনার মধ্যে যে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীগণ তা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। এর ফলে খাৎনাকারীগণ অসংখ্য অজানা রোগ-ব্যধি হ'তে মুক্ত রয়েছেন এবং সুস্থ জীবন লাভে ধন্য হয়েছেন। এটি মুসলিম এবং অমুসলিমের মধ্যে একটি স্থায়ী পার্থক্যও বটে।

৫ম পরীক্ষা: পুত্র কুরবানী

একমাত্র শিশু পুত্র ও তার মাকে মক্কায় রেখে এলেও ইবরাহীম (আঃ) মাঝে-মধ্যে সেখানে যেতেন ও দেখা-শুনা করতেন। এভাবে ইসমাঈল ১৩/১৪ বছর বয়সে উপনীত হ'লেন এবং পিতার সঙ্গে চলাফেরা করার উপযুক্ত হ'লেন। বলা চলে যে, ইসমাঈল যখন বৃদ্ধ পিতার সহযোগী হ'তে চলেছেন এবং পিতৃহৃদয় পুরোপুরি জুড়ে বসেছেন, ঠিক সেই সময় আল্লাহ ইবরাহীমের মহব্বতের কুরবানী কামনা করলেন। বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র নয়নের পুত্তলী ইসমাঈলের মহব্বত ইবরাহীমকে কাবু করে ফেলল কি-না, আল্লাহ যেন সেটাই যাচাই করতে চাইলেন। ইতিপূর্বে অগ্নিপরীক্ষা দেবার সময় ইবরাহীমের কোন পিছুটান ছিল না। কিন্তু এবার রয়েছে প্রচণ্ড রক্তের টান।

---

৮০. *বুখারী, আবু হুরায়রা হ'তে হা/৩৩৫৬, ৬২৯৭; কুরতুবী হা/৬৫১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*

দ্বিতীয়তঃ অগ্নি পরীক্ষায় বাদশাহ তাকে বাধ্য করেছিল। কিন্তু এবারের পরীক্ষা স্বেচ্ছায় ও স্বহস্তে সম্পন্ন করতে হবে। তাই এ পরীক্ষাটি ছিল পূর্বের কঠিন অগ্নি পরীক্ষার চেয়ে নিঃসন্দেহে কঠিনতর। সূরা ছাফফাত ১০২ আয়াত হ'তে ১০৯ আয়াত পর্যন্ত এ বিষয়ে বর্ণিত ঘটনাটি নিম্নরূপঃ

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ–

'যখন (ইসমাঈল) পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হ'ল, তখন (ইবরাহীম) তাকে বললেন, হে আমার বেটা! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবহ করছি। এখন বল তোমার অভিমত কি? সে বলল, হে পিতা! আপনাকে যা নির্দেশ করা হয়েছে আপনি তা কার্যকর করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন' *(ছাফফাত ৩৭/১০২)*।

কোন কোন রেওয়ায়াতে পাওয়া যায় যে, মক্কা থেকে বের করে প্রায় ৯ মাইল দূরে মিনা প্রান্তরে নিয়ে যাওয়ার পথে বর্তমানে যে তিন স্থানে হাজীগণ শয়তানকে পাথর মেরে থাকেন, ঐ তিন স্থানে ইবলীস তিনবার ইবরাহীম (আঃ)-কে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। আর তিনবারই ইবরাহীম (আঃ) শয়তানের প্রতি ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন।[৮১] সেই স্মৃতিকে জাগরুক রাখার জন্য এবং শয়তানের প্রতারণার বিরুদ্ধে মুমিনকে বাস্তবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ বিষয়টিকে হজ্জ অনুষ্ঠানের ওয়াজিবাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানেই অনতিদূরে পূর্ব দিকে 'মসজিদে খায়েফ' অবস্থিত।

অতঃপর পিতা-পুত্র আল্লাহ নির্দেশিত কুরবানগাহ 'মিনায়' উপস্থিত হ'লেন। সেখানে পৌঁছে পিতা পুত্রকে তাঁর স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন এবং পুত্রের অভিমত চাইলেন। পুত্র তার অভিমত ব্যক্ত করার সময় বললেন, 'ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ছবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন'। ইনশাআল্লাহ না বললে হয়ত তিনি ধৈর্য ধারণের তাওফীক পেতেন না। এরপর তিনি নিজেকে 'ছবরকারী' না বলে 'ছবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত' বলেছেন এবং এর মাধ্যমে নিজের পিতা সহ পূর্বেকার বড় বড় আত্মোৎসর্গকারীদের মধ্যে নিজেকে শামিল করে নিজেকে অহমিকা মুক্ত করেছেন। যদিও তাঁর ন্যায় তরুণের এরূপ স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গের ঘটনা ইতিপূর্বে ছিল বলে জানা যায় না। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَّآ إِبْرَاهِيْمُ، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِيْنُ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ- سَلاَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ -

'অতঃপর (পিতা-পুত্র) উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং পিতা পুত্রকে উপুড় করে শায়িত করল'। 'তখন আমরা তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম'! 'তুমি তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছ। আমরা এভাবেই সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি'। 'নিশ্চয়ই এটি একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা'। 'আর আমরা তার পরিবর্তে একটি মহান যবহ প্রদান করলাম' 'এবং আমরা এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিলাম'। 'ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক' *(ছাফফাত ৩৭/১০৩-১০৯)*। বর্তমানে উক্ত মিনা প্রান্তরেই হাজীগণ কুরবানী করে থাকেন এবং বিশ্ব মুসলিম ঐ সুন্নাত অনুসরণে ১০ই যুলহিজ্জাহ বিশ্বব্যাপী শরী'আত নির্ধারিত পশু কুরবানী করে থাকেন।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ:

(১) ইবরাহীমকে আল্লাহ স্বপ্নাদেশ করেছিলেন, সরাসরি আদেশ করেননি। এর মধ্যে পরীক্ষা ছিল এই যে, স্বপ্নের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হ'তে পারত। যেমন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা মহাপাপ। অধিকন্তু পিতা হয়ে নির্দোষ পুত্রকে নিজ হাতে হত্যা করা আরও বড় মহাপাপ। নিশ্চয়ই এমন অন্যায় কাজের নির্দেশ আল্লাহ দিতে পারেন না। অতএব এটা মনের কল্পনা-নির্ভর স্বপ্ন (أضغاث أحلام) হ'তে পারে। কিন্তু ইবরাহীম ঐসব ব্যাখ্যায় যাননি। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, এটা 'অহি'। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি পরপর তিনদিন একই স্বপ্ন দেখেন। প্রশ্ন হ'তে পারে, আল্লাহ জিব্রীল মারফত সরাসরি নির্দেশ না পাঠিয়ে স্বপ্নের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠালেন কেন? এর জবাব এই যে, তাহ'লে তো পরীক্ষা হ'ত না, কেবল নির্দেশ পালন হ'ত। ইবরাহীমকে তার স্বপ্নের কাল্পনিক ব্যাখ্যার ফাঁদে ফেলার জন্যই তো শয়তান মাঝপথে বন্ধু সেজে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এর দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের সময় অহেতুক প্রশ্ন সমূহ উত্থাপন ও অধিক যুক্তিবাদের আশ্রয় নেওয়া চলবে না। বরং সর্বদা তার প্রকাশ্য অর্থের উপরে সহজ-সরলভাবে আমল করে যেতে হবে।

(২) আল্লাহ্র মহব্বত ও দুনিয়াবী কোন মহব্বত একত্রিত হ'লে সর্বদা আল্লাহ্র মহব্বতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং দুনিয়াবী মহব্বতকে কুরবানী দিতে হবে। ইবরাহীম এখানে সন্তানের গলায় ছুরি চালাননি। বরং দুনিয়াবী

৮১. *ইবনু আব্বাস হ'তে মুসনাদে আহমাদ হা/২৭০৭, ২৭৯৫, সনদ ছহীহ, শো'আয়েব আরনাঊত্ব।*

Contents

মহব্বতের গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন। আর এটাই ছিল পরীক্ষা। যদি কেউ আল্লাহ্‌র মহব্বতের উপরে দুনিয়াবী মহব্বতকে অগ্রাধিকার দেয়, তখন সেটা হয়ে যায় الإشراك في المحبة বা ভালোবাসায় শিরক। ইবরাহীম ও ইসমাঈল দু'জনেই উক্ত শিরক হ'তে মুক্ত ছিলেন।

(৩) পিতা ও পুত্রের বিশ্বাসগত সমন্বয় ব্যতীত কুরবানীর এই গৌরবময় ইতিহাস রচিত হ'ত না। ইসমাঈল যদি পিতার অবাধ্য হ'তেন এবং দৌড়ে পালিয়ে যেতেন, তাহ'লে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করা ইবরাহীমের পক্ষে হয়তবা সম্ভব হ'ত না। তাই এ ঘটনার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সমাজের প্রবীণদের কল্যাণময় নির্দেশনা এবং নবীনদের আনুগত্য ও উদ্দীপনা একত্রিত ও সমন্বিত না হ'লে কখনোই কোন উন্নত সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়।

(৪) এখানে মা হাজেরার অবদানও ছিল অসামান্য। যদি তিনি ঐ বিজন ভূমিতে কচি সন্তানকে তিলে তিলে মানুষ করে না তুলতেন এবং স্রেফ আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করে বুকে অসীম সাহস নিয়ে সেখানে বসবাস না করতেন, তাহ'লে পৃথিবী পিতা-পুত্রের এই মহান দৃশ্য অবলোকন করতে পারত না। এজন্যেই বাংলার বুলবুল কাজী নজরুল ইসলাম গেয়েছেন,

মা হাজেরা হৌক মায়েরা সব
যবীহুল্লাহ হৌক ছেলেরা সব
সবকিছু যাক সত্য রৌক
বিধির বিধান সত্য হৌক।

বলা চলে যে, এই কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ইবরাহীম (আঃ) বিশ্ব নেতৃত্বের সম্মানে ভূষিত হন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيْ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيْنَ-

'যখন ইবরাহীমকে তার পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তাতে উত্তীর্ণ হ'লেন, তখন আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করলাম' *(বাক্বারাহ ২/১২৪)*।

উপরোক্ত আয়াতে পরীক্ষাগুলির সংখ্যা কত ছিল, তা বলা হয়নি। তবে ইবরাহীমের পুরো জীবনটাই যে ছিল পরীক্ষাময়, তা ইতিপূর্বেকার আলোচনায় প্রতিভাত হয়েছে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী:

বাবেল জীবনে ৭টি ও কেন'আনের জীবনে ৫টি বড় বড় পরীক্ষা বর্ণনার পর এবারে আমরা ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবনের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ও শিক্ষণীয় ঘটনাবলী বিবৃত করব।-

(১) ইসহাক জন্মের সুসংবাদ:

পুত্র কুরবানীর ঘটনার পরে ইবরাহীম (আঃ) কেন'আনে ফিরে এলেন। এসময় বন্ধ্যা স্ত্রী সারাহ্-র গর্ভে ভবিষ্যৎ সন্তান ইসহাক জন্মের সুসংবাদ নিয়ে ফেরেশতাদের শুভাগমন ঘটে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, উক্ত ফেরেশতাগণ ছিলেন হযরত জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীল। তারা মানুষের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। এ বিষয়ে কুরআনী বক্তব্য নিম্নরূপ:-

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ-

'আর আমাদের প্রেরিত সংবাদবাহকগণ (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) ইবরাহীমের নিকটে সুসংবাদ নিয়ে এলো এবং বলল, সালাম। তিনিও বললেন, সালাম। অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি একটা ভূণা করা বাছুর এনে (তাদের সম্মুখে) পেশ করলেন' *(হূদ ১১/৬৯)*। 'কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, মেহমানদের হাত সেদিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি সন্দেহে পড়ে গেলেন ও মনে মনে তাদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগলেন (কারণ এটা তখনকার যুগের খুনীদের নীতি ছিল যে, যাকে তারা খুন করতো, তার বাড়ীতে তারা খেত না)। তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না। আমরা লূতের কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তাঁর স্ত্রী (সারা) নিকটেই দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে ফেলল। আমরা তাকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পরে (তার পুত্র) ইয়াকূবেরও। সে বলল, হায় কপাল! আমি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ। এতো ভারী আশ্চর্য কথা! তাঁরা বলল, আপনি আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিষয়ে আশ্চর্য বোধ করছেন? হে গৃহবাসীগণ! আপনাদের উপরে আল্লাহ্‌র রহমত ও প্রভূত বরকত রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রশংসিত ও মহিমাময়' *(হূদ ১১/৭০-৭৩)*। একই ঘটনা আলোচিত হয়েছে সূরা হিজর ৫২-৫৬ ও সূরা যারিয়াত ২৪-৩০ আয়াত সমূহে।

উল্লেখ্য যে, অধিক মেহমানদারীর জন্য ইবরাহীমকে 'আবুয যায়ফান' বা মেহমানদের পিতা বলা হ'ত। এই সময় বিবি সারাহ্‌র বয়স ছিল অন্যূন ৯০ ও ইবরাহীমের ছিল ১০০ বছর। সারাহ নিজেকে বন্ধ্যা মনে করতেন এবং সেকারণেই সেবিকা হাজেরাকে স্বামীর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন ও তাঁর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন সন্তান লাভের জন্য। অথচ সেই ঘরে ইসমাঈল জন্মের পরেও তাকে তার মা সহ মক্কায়

নির্বাসনে রেখে আসতে হয় আল্লাহ্‌র হুকুমে। ফলে সংসার ছিল আগের মতই নিরানন্দময়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কি অপূর্ব লীলা! তিনি শুষ্ক নদীতে বান ডাকাতে পারেন। তাই নিরাশ সংসারে তিনি আশার বন্যা ছুটিয়ে দিলেন। যথাসময়ে ইসহাকের জন্ম হ'ল। যিনি পরে নবী হ'লেন এবং তাঁরই পুত্র ইয়াকূবের বংশধারায় ঈসা পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে হাযার হাযার নবী প্রেরিত হ'লেন। ফলে হতাশ ও বন্ধ্যা নারী সারাহ এখন কেবল ইসহাকের মা হ'লেন না। বরং তিনি হ'লেন হাযার হাযার নবীর মা বা 'উম্মুল আম্বিয়া'। ওদিকে মক্কায় ইসমাঈলের বয়স তখন ১৩/১৪ বৎসর। যাকে বলা হয় 'আবুল আরব' বা আরব জাতির পিতা।

(২) মৃতকে জীবিত করার দৃশ্য প্রত্যক্ষকরণ:

বন্ধ্যা স্ত্রী সারাহ্‌র বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের মাধ্যমে আল্লাহ যেভাবে তাদের ঈমান বর্ধিত ও মযবূত করেছিলেন। সম্ভবত: তাতে উৎসাহিত হয়ে ইবরাহীম (আঃ) একদিন আল্লাহ্‌র কাছে দাবী করে বসলেন, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন, তা আমাকে একটু দেখান, যাতে হৃদয়ে প্রশান্তি আসে। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـــي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَـــكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

'আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখাও কিভাবে তুমি (ক্বিয়ামতের দিন) মৃতকে জীবিত করবে। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? (ইবরাহীম) বলল, অবশ্যই করি। কিন্তু দেখতে চাই কেবল এজন্য, যাতে হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহ'লে চারটি পাখি ধরে নাও এবং সেগুলিকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। অতঃপর সেগুলোকে (যবেহ করে) সেগুলির দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপরে রেখে আস। তারপর সেগুলিকে ডাক দাও। (দেখবে) তোমার দিকে দৌড়ে চলে আসবে (উড়তে উড়তে নয়। কেননা তাতে অন্যান্য পাখির সাথে মিশে গিয়ে তোমার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটতে পারে যে, সেই চারটি পাখি কোন্ কোন্টি)। জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত ও জ্ঞানময়' *(বাক্বারাহ ২/২৬০)*।

উপরোক্ত ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ মুশরিক ও নাস্তিক সমাজকে দেখিয়ে দিলেন যে, কিভাবে মাটিতে মিশে যাওয়া মৃত মানুষকে তিনি ক্বিয়ামতের দিন পুনর্জীবন দান করবেন।

(৩) বায়তুল্লাহ নির্মাণ:

বায়তুল্লাহ প্রথমে ফেরেশতাগণ নির্মাণ করেন। অতঃপর হযরত আদম (আঃ) পুনর্নির্মাণ করেন জিব্রীলের ইঙ্গিত মতে। তারপর নূহের তূফানের সময় বায়তুল্লাহ্‌র প্রাচীর বিনষ্ট হ'লেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে ইবরাহীম তা পুনর্নির্মাণ করেন। এই নির্মাণকালে ইবরাহীম (আঃ) কেন'আন থেকে মক্কায় এসে বসবাস করেন। ঐ সময় মক্কায় বসতি গড়ে উঠেছিল এবং ইসমাঈল তখন বড় হয়েছেন এবং বাপ-বেটা মিলেই কা'বা গৃহ নির্মাণ করেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তখন থেকে অদ্যাবধি কা'বা গৃহে অবিরত ধারায় হজ্জ ও তাওয়াফ চালু আছে এবং হরম ও তার অধিবাসীগণ পূর্ণ শান্তি, নিরাপত্তা ও মর্যাদা সহকারে সেখানে বসবাস করে আসছেন। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা সমূহ নিম্নরূপ:

আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِيْ شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ-

'আর যখন আমরা ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহ্‌র স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখো তাওয়াফকারীদের জন্য, ছালাতে দণ্ডায়মানদের জন্য ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য' *(হজ্জ ২২/২৬)*। আল্লাহ বলেন,

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ- لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ-

'আর তুমি মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা জারি করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং (দীর্ঘ সফরের কারণে) সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ'তে। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং (কুরবানীর) নির্দিষ্ট দিনগুলিতে *(১০, ১১, ১২ই যিলহাজ্জ)* তাঁর দেওয়া চতুষ্পদ পশু সমূহ যবেহ করার সময় তাদের উপরে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং আহার করাও অভাবী ও দুস্থদেরকে' *(হজ্জ ২২/২৭-২৮)*।

উপরোক্ত আয়াতে কয়েকটি বিষয় জানা যায়। যেমন- (১) বায়তুল্লাহ ও তার সন্নিকটে কোনরূপ শিরক করা চলবে না (২) এটি স্রেফ তাওয়াফকারী ও আল্লাহ্‌র ইবাদতকারীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে (৩) এখানে কেবল মুমিন সম্প্রদায়কে হজ্জের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) মাক্বামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে এবং কোন কোন বর্ণনা মতে আবু কুবায়েস পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে দুই কানে আঙ্গুল ভরে সর্বশক্তি দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে চারদিকে ফিরে বারবার হজ্জের উক্ত ঘোষণা জারি করেন। উল্লেখ্য যে, 'পৃথিবীতে প্রথম স্থাপিত পাহাড় হ'ল আবু কুবায়েস, (أبو قبيس), যা কা'বা গৃহের সন্নিকটে অবস্থিত'।[৮২]

ইমাম বাগাভী হযরত ইবনু আব্বাসের সূত্রে বলেন যে, ইবরাহীমের উক্ত ঘোষণা আল্লাহ পাক সাথে সাথে বিশ্বের সকল প্রান্তে মানুষের কানে কানে পৌঁছে দেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইবরাহীমী আহ্বানের জওয়াবই হচ্ছে হাজীদের 'লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা লাব্বায়েক' (হাযির, হে প্রভু আমি হাযির) বলার আসল ভিত্তি। সেদিন থেকে এযাবত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে মানুষ চলেছে কা'বার পথে কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ গাড়ীতে, কেউ বিমানে, কেউ জাহাযে ও কেউ অন্য পরিবহনে করে। আবরাহার মত অনেকে চেষ্টা করেও এ স্রোত কখনো ঠেকাতে পারেনি। পারবেও না কোনদিন ইনশাআল্লাহ। দিন-রাত, শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে সর্বদা চলছে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার সাঈ। আর হজ্জের পরে চলছে কুরবানী। এভাবে ইবরাহীম ও ইসমাঈলের স্মৃতি চির অম্লান হয়ে আছে মানব ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে। এক কালের চাষাবাদহীন বিজন পাহাড়ী উপত্যকা ইবরাহীমের দো'আর বরকতে হয়ে উঠলো বিশ্বের শান্তি কামী মানুষের সম্মিলন স্থল হিসাবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ -

'যখন আমরা কা'বা গৃহকে লোকদের জন্য সম্মিলনস্থল ও শান্তিধামে পরিণত করলাম (আর বললাম,) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানটিকে ছালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর। অতঃপর আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই'তেকাফকারী ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর' *(বাক্বারাহ ২/১২৫)*।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيْلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ-

'(স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম বলল, পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে তুমি শান্তির নগরীতে পরিণত কর এবং এর অধিবাসীদেরকে তুমি ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর- যারা তাদের মধ্যে আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে। (আল্লাহ) বললেন, যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরকেও কিছু ভোগের সুযোগ দেব। অতঃপর তাদেরকে আমি যবরদস্তি জাহান্নামের আযাবে ঠেলে দেব। কতই না মন্দ ঠিকানা সেটা' *(বাক্বারাহ ২/১২৬)*।

ইবরাহীমের উপরোক্ত প্রার্থনা অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ- رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ-

'যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা! এ শহরকে তুমি শান্তিময় করে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ' *(ইবরাহীম ১৪/৩৫)*। 'হে আমার পালনকর্তা! এরা (মূর্তিগুলো) অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্যতা করে, নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইবরাহীম ১৪/৩৬)*।

অতঃপর কা'বা গৃহ নির্মাণ শেষে পিতা-পুত্র মিলে যে প্রার্থনা করেন, তা যেমন ছিল অন্তরভেদী, তেমনি ছিল সুদূরপ্রসারী ফলদায়ক। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ-

'স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা গৃহের ভিত্তি নির্মাণ করল এবং দো'আ করল- 'প্রভু হে! তুমি আমাদের (এই খিদমত) কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ'। 'হে প্রভু! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহে পরিণত কর এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য থেকেও তোমার প্রতি একটা অনুগত দল সৃষ্টি কর। তুমি আমাদেরকে হজ্জের নীতি-নিয়ম শিখিয়ে দাও এবং আমাদের তওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও দয়াবান'। 'হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এদের মধ্য থেকেই এদের নিকটে একজন রাসূল প্রেরণ

৮২. *মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, সৃষ্টিতত্ত্ব পৃঃ ৩৩১*।

কর, যিনি তাদের নিকটে এসে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী ও দূরদৃষ্টিময়' *(বাক্বারাহ ২/১২৭-১২৯)*।

ইবরাহীম ও ইসমাঈলের উপরোক্ত দো'আ আল্লাহ কবুল করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে তাদের বংশে চিরকাল একদল মুত্তাকী পরহেযগার মানুষের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তাঁদের পরের সকল নবী তাঁদের বংশধর ছিলেন। কা'বার খাদেম হিসাবেও চিরকাল তাদের বংশের একদল দ্বীনদার লোক সর্বদা নিয়োজিত ছিল। কা'বার খেদমতের কারণেই তাদের সম্মান ও মর্যাদা সারা আরবে এমনকি আরবের বাইরেও বিস্তার লাভ করেছিল। আজও সঊদী বাদশাহদের লক্বব হ'ল 'খাদেমুল হারামায়েন আশ-শারীফায়েন' দুই পবিত্র হরমের সেবক। কেননা বাদশাহীতে নয়, হারামায়েন-এর সেবক হওয়াতেই গৌরব বেশী।

ইবরাহীমের দো'আর ফসল হিসাবেই মক্কায় আগমন করেন বিশ্বনবী ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তিনি বলতেন, أَنَا دَعْوَةُ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَبُشْرَى عِيْسَى– 'আমি আমার পিতা ইবরাহীমের দো'আর ফসল ও ঈসার সুসংবাদ'।[৮৩]

এই মহানগরীটি সেই ইবরাহীমী যুগ থেকেই নিরাপদ ও কল্যাণময় নগরী হিসাবে অদ্যাবধি তার মর্যাদা বজায় রেখেছে। জাহেলী আরবরাও সর্বদা একে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখত। এমনকি কোন হত্যাকারী এখানে এসে আশ্রয় নিলেও তারা তার প্রতিশোধ নিত না। হরমের সাথে সাথে এখানকার অধিবাসীরাও সর্বত্র সমাদৃত হ'তেন এবং আজও হয়ে থাকেন।

পরীক্ষা সমূহের মূল্যায়ণ:

ইবরাহীমের পরীক্ষা সমূহ তাঁর যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য ছিল না বা তাঁর কোন অপরাধের সাজা হিসাবে ছিল না। বরং এর উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে লালন করে পূর্ণত্বের মহান স্তরে পৌছে দেওয়া এবং তাঁকে আগামী দিনে বিশ্বনেতার মর্যাদায় সমাসীন করা। আল্লাহ্র সুন্দর গুণাবলীর মধ্যে رَبُّهُ ('তার পালনকর্তা') গুণটিকে খাছ করে বলার মধ্যে স্বীয় বন্ধুর প্রতি স্নেহ ও তাকে বিশেষ অনুগ্রহে লালন করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

এক্ষণে তাঁর পরীক্ষার সংখ্যা কত ছিল সে বিষয়ে কুরআন নির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করেনি। কেবল বলা হয়েছে, بِكَلِمَاتٍ 'অনেকগুলি বাণী দ্বারা' *(বাক্বারাহ ২/১২৪)*। অর্থাৎ শরী'আতের বহুবিধ আদেশ ও নিষেধ সমূহ দ্বারা। 'কালেমাত' শব্দটি বিবি মারিয়ামের জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا 'মারিয়াম তার পালনকর্তার বাণী সমূহকে সত্যে পরিণত করেছিল' *(তাহরীম ৬৬/১২)*।

ইবরাহীমের জীবনে পরীক্ষার সংখ্যা কত ছিল এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইসলামের ৩০টি অংশ রয়েছে। যার ১০টি সূরা তওবায় *(১১২ আয়াতে)*, ১০টি সূরা মুমিনূনে *(১-৯ আয়াতে)* ও সূরা মা'আরিজে *(২২-৩৪ আয়াতে)* এবং বাকী ১০টি সূরা আহযাবে *(৩৫ আয়াতে)* বর্ণিত হয়েছে। যার সব ক'টি ইবরাহীম (আঃ) পূর্ণ করেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে সনদ দিয়ে বলেন, وَإِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ وَفَّى 'এবং ইবরাহীমের ছহীফায়, যিনি (আনুগত্যের অঙ্গীকার) পূর্ণ করেছিলেন' *(নাজম ৫৩/৩৭)*।[৮৪] তবে ইবনু জারীর ও ইবনু কাছীর উভয়ে বলেন, ইবরাহীমের জীবনে যত সংখ্যক পরীক্ষাই আসুক না কেন আল্লাহ বর্ণিত 'কালেমাত' বহু বচনের শব্দটি সবকিছুকে শামিল করে' *(ইবনু কাছীর)*।

বস্তুতঃ পরীক্ষা সমূহের সংখ্যা বর্ণনা করা কিংবা ইবরাহীমের সুক্ষ্মদর্শিতা ও জ্ঞানের গভীরতা যাচাই করা এখানে মুখ্য বিষয় নয়, বরং আল্লাহ্র প্রতি তাঁর আনুগত্যশীলতা ও নিখাদ আত্মসমর্পণ এবং কার্যক্ষেত্রে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা যাচাই করাই ছিল মুখ্য বিষয়।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

(১) ইবরাহীমী জীবন থেকে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হ'ল সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ। যাকে বলা হয় 'ইসলাম'। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ،

'স্মরণ কর যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন, তুমি আত্মসমর্পণ কর। তখন সে বলল, আমি আত্মসমর্পণ করলাম বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালকের নিকট'। 'এবং একই বিষয়ে সন্তানদেরকে অছিয়ত করে যান ইবরাহীম ও ইয়াকূব' *(বাক্বারাহ ২/১৩১-৩২)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا–

'ইবরাহীম ইহুদী বা নাছারা ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠরূপে 'মুসলিম' বা আত্মসমর্পিত' *(আলে ইমরান ৩/৬৭)*।

---

৮৩. *আহমাদ ও ছহীহ ইবনে হিব্বান, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫৪৫।*

৮৪. *হাকেম ২/৫৫২ সনদ ছহীহ; তাফসীর ইবনে কাছীর, বাক্বারাহ ১১৪-এর টীকা দ্রষ্টব্য।*

অতএব ইহুদী, নাছারা ইত্যাদি দলীয় রং দিয়ে তাঁকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা বাতুলতা মাত্র। বরং তিনি ছিলেন নিখাদ আল্লাহ প্রেমিক। আর সেকারণ সকল আল্লাহভীরু মানুষের তিনি নেতা ছিলেন।

(২) আল্লাহ্র কাছে বড় হ'তে গেলে তাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই বড় বড় পরীক্ষায় ফেলা হয়। আর তাতে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যেই থাকে ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা।

(৩) পরীক্ষা এলে সাহসিকতার সাথে মুকাবিলা করতে হয়। শয়তানী প্ররোচনায় পিছিয়ে গেলেই ব্যর্থ হ'তে হয়। যেমন পুত্র যবহের পূর্বে শয়তানী ধোঁকার বিরুদ্ধে ইবরাহীম (আঃ) কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন ও পরে সফলকাম হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২৫টি সূরায় ২০৪টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যথাক্রমে সূরা বাক্বারাহ ১২৪-১৩৩=১০; ১৩৫, ১৩৬, ১৪০, ২৫৮, ২৬০; আলে ইমরান ৩৩, ৩৪, ৬৫-৬৮=৪; ৮৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭; নিসা ৫৪, ১২৫, ১৬৩; আন'আম ৭৪-৮৩=১০; ১৬১; তওবাহ ৭০, ১১৪; হূদ ৬৯-৭৬=৮; ইউসুফ ৬, ৩৮; ইবরাহীম ৩৫-৪১=৭; হিজর ৫১-৬০=১০; নাহ্ল ১২০-১২৩=৪; মারিয়াম ৪১-৫০=১০; ৫৮; আম্বিয়া ৫১-৭৩=২৩; হজ্জ ২৬, ৪৩, ৭৮; শো'আরা ৬৯-৮৯=২১; আনকাবূত ১৬-২৭=১২; ৩১; আহযাব ৭; ছাফফাত ৮৩-১১৩=৩১; ছোয়াদ ৪৫-৪৭=৩; শূরা ১৩; যুখরুফ ২৬, ২৭; যারিয়াত ২৪-৩৪=১১; নাজম ৩৭; হাদীদ ২৬, ২৭; মুমতাহানা ৪-৬=৩; আ'লা ১৯, সর্বমোট = ২০৪টি ॥

উপসংহার:

ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রায় দু'শো বছরের পুরা জীবনটাই ছিল পরীক্ষার জীবন। সুখে-দুখে, আনন্দে-বিষাদে সর্বাবস্থায় তিনি ছিলেন আল্লাহ্র উপরে একান্ত নির্ভরশীল। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা তাঁকে তাঁর বিশ্বাস থেকে এক চুল টলাতে পারেনি। অবশেষে জন্মভূমি ত্যাগ করে হিজরত করে আসতেও তিনি পিছপা হননি। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় বৃদ্ধ বয়সের নয়নের মণি একমাত্র শিশু পুত্রকে তার মা সহ মক্কার বিজনভূমিতে নির্বাসনে দিয়ে আসতেও তাঁর হৃদয় টলেনি। অবশেষে ঐ সন্তানকে যবেহ করার মত কঠিনতম উদ্যোগ নিতেও তাঁর হাত কেঁপে ওঠেনি। এভাবে জীবনভর অগণিত পরীক্ষার চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পূর্ণ-পরিণত ইবরাহীম পেলেন 'বিশ্বনেতা' হবার মত বিরল দুনিয়াবী পুরষ্কারের মহান এলাহী ঘোষণা। হ'লেন ভবিষ্যৎ নবীগণের পিতা 'আবুল আম্বিয়া' এবং মিল্লাতে ইসলামিয়াহ্র নেতা হবার মত দুর্লভ সম্মান। আজও যদি পৃথিবীর দিকে দিকে ইবরাহীমী ঈমানের জ্যোতি বিকীরিত হয়, আবার মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে সে ঈমান ফিরে আসে, তবে বর্তমান অশান্ত পৃথিবীর নমরূদী হুতাশন আবারও পুষ্পকাননে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। ইকবাল তাই গেয়েছেন,

اگر ہو پھر ابراہیم کا ایماں پیدا
آگ کرسکتي هے پھر انداز گلستاں پیدا

'বিশ্বে যদি সৃষ্টি হয় ফের ইবরাহিমী ঈমান
হুতাশনে তবে সৃষ্টি হবে ফের পুষ্পের কানন'॥

১১. হযরত ইসমাঈল (আঃ)

আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً- وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً-

'এই কিতাবে আপনি ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন। তিনি ছিলেন ওয়াদা রক্ষায় সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল ও নবী'। 'তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে ছালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি স্বীয় পালনকর্তার নিকট পসন্দনীয় ছিলেন' *(মারিয়াম ১৯/৫৪-৫৫)*।

হযরত ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মা হাজেরার গর্ভজাত একমাত্র সন্তান। ঐ সময়ে ইবরাহীমের বয়স ছিল ৮৬ বছর।[৮৫] শিশু বয়সে তাঁকে ও তাঁর মাকে পিতা ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে মক্কার বিজন ভূমিতে রেখে আসেন। সেখানে ইবরাহীমের দো'আর বরকতে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে যমযম কূপের সৃষ্টি হয়। অতঃপর ইয়ামনের ব্যবসায়ী কাফেলা বনু জুরহুম গোত্র কর্তৃক মা হাজেরার আবেদনক্রমে সেখানে আবাদী শুরু হয়। ১৪ বছর বয়সে আল্লাহ্র হুকুমে মক্কার অনতিদূরে মিনা প্রান্তরে সংঘটিত হয় বিশ্ব ইতিহাসের বিস্ময়কর ত্যাগ ও কুরবানীর ঘটনা। পিতা ইবরাহীম কর্তৃক পুত্র ইসমাঈলকে স্বহস্তে কুরবানীর উক্ত ঘটনায় শতবর্ষীয় পিতা ইবরাহীমের ভূমিকা যাই-ই থাকুক না কেন চৌদ্দ বছরের তরুণ ইসমাঈলের ঈমান ও আত্মত্যাগের তুলনা ছিলেন তিনি নিজেই। তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ না করলে পিতার পক্ষে পুত্র কুরবানীর ঘটনা সম্ভব হ'ত কি-না সন্দেহ। তাই ঐ সময় নবী না হ'লেও নবীপুত্র ইসমাঈলের আল্লাহভক্তি ও দৃঢ় ঈমানের পরিচয় ফুটে উঠেছিল তার কথায় ও কর্মে। এরপর পিতার সহযোগী হিসাবে তিনি কা'বা গৃহ নির্মাণে শরীক হন এবং কা'বা নির্মাণ শেষে পিতা-পুত্র মিলে যে প্রার্থনা করেন,

৮৫. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৭৯।*

Contents

আল্লাহ পাক তা নিজ যবানীতে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন *(বাক্বারাহ ২/১২৭-১২৯)*।

এভাবে ইসমাঈল স্বীয় পিতার ন্যায় বিশ্বের তাবৎ মুমিন হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। আল্লাহ তাঁর প্রশংসায় সূরা মারিয়াম ৫৪ আয়াতে বলেন, তিনি ছিলেন ওয়াদা রক্ষায় সত্যাশ্রয়ী' যা তিনি যবহের পূর্বে পিতাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَآء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، 'হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা কার্যকর করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ছবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন' *(ছাফফাত ৩৭/১০২)*।

অতঃপর কা'বা নির্মাণকালে পিতা-পুত্রের দো'আর *(বাক্বারাহ ১২৭-২৯)* বরকতে প্রথমতঃ কা'বা গৃহে যেমন হাযার হাযার বছর ধরে চলছে তাওয়াফ ও ছালাত এবং হজ্জ ও ওমরাহ্‌র ইবাদত, তেমনি চলছে ঈমানদার মানুষের ঢল। দ্বিতীয়তঃ সেখানে সারা পৃথিবী থেকে সর্বদা আমদানী হচ্ছে ফল-ফলাদীর বিপুল সম্ভার। তাঁদের দো'আর তৃতীয় অংশ মক্কার জনপদে নবী প্রেরণের বিষয়টি বাস্তবায়িত হয় তাঁদের মৃত্যুর আড়াই হাযার বছর পরে ইসমাঈলের বংশে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে। ইসমাঈল (আঃ) মক্কায় আবাদকারী ইয়ামনের বনু জুরহুম গোত্রে বিবাহ করেন। তাদেরই একটি শাখা গোত্র কুরায়েশ বংশ কা'বা গৃহ তত্ত্বাবধানের মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়। এই মহান বংশেই শেষনবীর আগমন ঘটে।

পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের দৃষ্টান্তঃ

তিনি পিতার কেমন শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত ছিলেন, তা নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়। হাজেরার মৃত্যুর পর ইবরাহীম (আঃ) যখন ইসমাঈলকে দেখতে যান, তখন তার স্ত্রীকে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আমরা খুব অভাবে ও কষ্টের মধ্যে আছি'। জবাবে তিনি বলেন, তোমার স্বামী এলে তাকে আমার সালাম দিয়ে বলো যে, তিনি যেন দরজার চৌকাঠ পাল্টে ফেলেন'। পরে ইসমাঈল বাড়ী ফিরলে ঘটনা শুনে বলেন, উনি আমার আব্বা এবং তিনি তোমাকে তালাক দিতে বলেছেন। ফলে ইসমাঈল স্ত্রীকে তালাক দেন ও অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন। পরে একদিন পিতা এসে একই প্রশ্ন করলে স্ত্রী বলেন, আমরা ভাল ও স্বচ্ছলতার মধ্যে আছি এবং তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন। ইবরাহীম তাদের সংসারে বরকতের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করলেন। অতঃপর তাকে বলেন, তোমার স্বামী ফিরলে তাকে বলো যেন দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখেন ও মযবূত করেন'। ইসমাঈল ফিরে এলে ঘটনা শুনে তার ব্যাখ্যা দেন ও বলেন, উনি আমার পিতা। তোমাকে স্ত্রীত্বে বহাল রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এই ঘটনার কিছু দিন পর ইবরাহীম পুনরায় আসেন। অতঃপর পিতা-পুত্র মিলে কা'বা গৃহ নির্মাণ করেন।[৮৬]

প্রথম বিশুদ্ধ আরবী ভাষীঃ

ইসমাঈল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَوَّلُ مَنْ فَتَقَ لِسَانَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ الْبَيِّنَةِ إِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةٍ.

'সর্বপ্রথম 'স্পষ্ট আরবী' ভাষা ব্যক্ত করেন ইসমাঈল। যখন তিনি ছিলেন মাত্র ১৪ বছর বয়সের তরুণ'।[৮৭] এখানে 'স্পষ্ট আরবী' অর্থ 'বিশুদ্ধ আরবী ভাষা' (العربية الفصحي) এটাই ছিল কুরায়শী ভাষা (لغة قريش), যে ভাষায় পরে কুরআন নাযিল হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সকল ভাষাই আল্লাহ কর্তৃক ইলহামের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। ইসমাঈল ছিলেন বিশুদ্ধ কুরায়শী আরবী ভাষার প্রথম ইলহাম প্রাপ্ত মনীষী। এটি ইসমাঈলের জন্য একটি গৌরবময় বৈশিষ্ট্য। এজন্য তিনি ছিলেন 'আবুল আরব' (أبوالعرب) বা আরবদের পিতা।

অন্যান্য নবীগণের ন্যায় যদি ইসমাঈল ৪০ বছর বয়সে নবুঅত পেয়ে থাকেন, তাহ'লে বলা চলে যে, ইসমাঈলের নবুঅতী মিশন আমৃত্যু মক্কা কেন্দ্রিক ছিল। তিনি বনু জুরহুম গোত্রে তাওহীদের দাওয়াত দেন। ইস্রাঈলী বর্ণনানুসারে তিনি ১৩৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন ও মা হাজেরার পাশে কবরস্থ হন'।[৮৮] কা'বা চত্বরে রুকনে ইয়ামানীর মধ্যে তাঁর কবর হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে। তবে মক্কাতেই যে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, এটা নিশ্চিতভাবে ধারণা করা যায়।

ইসমাঈলের বড় মহত্ত্ব এই যে, তিনি ছিলেন 'যবীহুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাহে স্বেচ্ছায় জীবন উৎসর্গকারী এবং তিনি হ'লেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মহান পূর্বপুরুষ। আল্লাহ তাঁর উপরে শান্তি বর্ষণ করুন। তাঁর সম্পর্কে ইবরাহীমের জীবনীতে আলোচিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ৯টি সূরায় ২৫টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যথাক্রমে সূরা বাক্বারাহ ১২৫, ১২৭-১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০=৮; আলে ইমরান ৮৪; নিসা ১৬৩; আন'আম ৮৬; ইবরাহীম ৩৯; মারিয়াম ৫৪-৫৫; আম্বিয়া ৮৫-৮৬; ছাফফাত ১০১-১০৮=৮; ছোয়াদ ৪৮।

---

৮৬. *বুখারী ইবনু আব্বাস হ'তে হা/৩৩৬৪ 'নবীগণের কাহিনী' অধ্যায়।*
৮৭. *ত্বাবারানী, আওয়ায়েল; ছহীহুল জামে' হা/৪৩৪৬; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৮০।*
৮৮. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৮০।*

১২. হযরত ইসহাক্ব (আঃ)

হযরত ইসহাক্ব ছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী সারাহ-এর গর্ভজাত একমাত্র পুত্র। তিনি ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর চৌদ্দ বছরের ছোট। এই সময় সারাহ্র বয়স ছিল ৯০ এবং ইবরাহীমের বয়স ছিল ১০০। অতি বার্ধ্যক্যের হতাশ বয়সে বন্ধ্যা নারী সারাহ্-কে ইসহাক্ব জন্মের সুসংবাদ নিয়ে ফেরেশতা আগমনের ঘটনা আমরা ইতিপূর্বে বিবৃত করেছি। পবিত্র কুরআনে আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে সূরা হূদ ৭১-৭৩ আয়াতে, হিজর ৫১-৫৬ আয়াতে এবং যারিয়াত ২৪-৩০ আয়াতে- যা আমরা ইবরাহীমের জীবনীতে বর্ণনা করেছি। আল্লাহ ইসমাঈলকে দিয়ে যেমন মক্কার জনপদকে তাওহীদের আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন, তেমনি ইসহাক্বকে নবুঅত দান করে তার মাধ্যমে শাম-এর বিস্তীর্ণ এলাকা আবাদ করেছিলেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় পুত্র ইসহাক্বকে বিয়ে দিয়েছিলেন রাফক্বা বিনতে বাতওয়াঈল (رفقا بنت بتوائيل)-এর সাথে। কিন্তু তিনিও বন্ধ্যা ছিলেন। পরে ইবরাহীমের খাছ দো'আর বরকতে তিনি সন্তান লাভ করেন এবং তাঁর গর্ভে ঈছ ও ইয়াকূব নামে পরপর দু'টি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে।[৮৯] তার মধ্যে ইয়াকূব নবী হন। পরে ইয়াকূবের বংশধর হিসাবে বনু ইস্রাঈলের হাযার হাযার নবী পৃথিবীকে তাওহীদের আলোকে আলোকিত করেন। কিন্তু ইহুদী নেতাদের হঠকারিতার কারণে তারা আল্লাহ্র গযবে পতিত হয় এবং অভিশপ্ত জাতি হিসাবে নিন্দিত হয়। আজও তা অব্যাহত রয়েছে।

ইসহাক্ব (আঃ) ১৮০ বছর বয়স পান। তিনি কেন'আনে মৃত্যুবরণ করেন এবং পুত্র ঈছ ও ইয়াকূবের মাধ্যমে হেবরনে পিতা ইবরাহীমের কবরের পাশে সমাহিত হন। স্থানটি এখন 'আল-খালীল' নামে পরিচিত'।[৯০] উল্লেখ্য যে, হযরত ইসহাক্ব (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১৪টি সূরায় ৩৪টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যথাক্রমে সূরা বাক্বারাহ ১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০; আলে ইমরান ৮৪; নিসা ১৬৩; আন'আম ৮৪; হূদ ৭১-৭৩; ইউসুফ ৬; ইবরাহীম ৩৯; হিজর ৫১-৫৬=৭; মারিয়াম ৪৯-৫০; আম্বিয়া ৭২-৭৩; আনকাবূত ২৭; ছাফফাত ১১৩; ছোয়াদ ৪৫-৪৭; যারিয়াত ২৪-৩০=৭।

[চলবে]

৮৯. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৮১।*
৯০. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৮৪।*

আরবী ক্বায়েদা

'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত, মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** রচিত তাজবীদের নিয়ম অনুযায়ী প্রণীত প্রাথমিক আরবী শিক্ষার অনন্য বই 'আরবী ক্বায়েদা' পাওয়া যাচ্ছে। প্রচলিত ক্বায়েদা সমূহ থেকে ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতিতে রচিত এই বইটি কচি-সোনামণিদের বিশুদ্ধভাবে দ্রুত আরবী শিক্ষা ও কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষায় নির্ভরযোগ্য সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। বিশেষ করে কুরআন শিক্ষার শুরুতেই তাজবীদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সাথে পরিচিতি লাভের ফলে ছোট-বড় সবাই ছহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতে সক্ষম হবে ইনশআল্লাহ।

আরবী ক্বায়েদার বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

১. শুরুতেই অর্থসহ সূরায়ে ফাতিহা মুখস্থকরণ, ২. কুরআন পাঠের আদব, ৩. কুরআন পাঠের ফযীলত, ৪. আরবী বর্ণমালা (বাংলা উচ্চারণসহ)। অতঃপর অনুশীলনী। ৫. বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের হুকুম। ৬. তাজবীদ অংশ। এখানে উদাহরণসহ তাজবীদের ১৭টি নিয়ম মাত্র দু'পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করা হয়েছে। এরপর ২৯ লাইনে তাজবীদের ছন্দ কবিতা দেওয়া আছে। যা বাচ্চা-বুড়া সকলে সুর করে সহজে মুখস্থ করতে পারবে।

এরপর আরবী হরফ সমূহ ব্যবহারের ১৩টি ক্বায়েদা বা পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণিত হয়েছে। একই সাথে লিখনপদ্ধতি দেওয়া হয়েছে। শেষে আসমাউল হুসনা বা আল্লাহর ৯৯টি নাম ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে প্রদত্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রচলিত ক্বায়েদায় যে ৯৯টি নাম দেওয়া আছে, তা মিশকাত শরীফে বর্ণিত একটি যঈফ হাদীছের ভিত্তিতে দেওয়া আছে। এরপর কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর নাম। আমাদের নবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ঈমানে মুজমাল ও মুফাছছাল, চারটি কালেমা ও সবশেষে আমপারার ১০টি সূরা অর্থসহ দেওয়া হয়েছে। গ্লোসি আর্ট পেপারে কভার পেজ ও ২৪ পৃষ্ঠায় হোয়াইট প্রিন্টে ছাপা সমাপ্ত। উক্ত ক্বায়েদার খুচরা মূল্য ১৫ টাকা মাত্র।

যোগাযোগ

মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল- ০১৫৫৮৩৪০৩৯০; ০১৭১৬০৩৪৬২৫।

প্রবৃত্তি

*রফীক আহমাদ**

একটি ছোট্ট প্রচলিত বাক্য আছে, 'মানুষ প্রবৃত্তির দাস'। কথাটি আসলে কিন্তু তা নয়। মানুষ কখনও প্রবৃত্তির দাস হ'তে পারে না, বরং প্রবৃত্তিই মানুষের দাস। যেহেতু পৃথিবীর বুকে একমাত্র মানুষই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন প্রাণী, কাজেই তাকে মানবতাবিরোধী বা নেতিবাচক যেকোন সিদ্ধান্ত হ'তে বিরত থাকতে হবে। এটাই সঠিক ও সত্য। কিন্তু অনিবার্য কারণে মানবজাতির স্বচ্ছতায় এক অনাকাংখিত ও অশুভ সন্দেহের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে মানুষ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের বিকাশকে প্রবৃত্তির প্রবাহে বিসর্জন দিতে শুরু করে। অবশ্য জ্ঞানসমৃদ্ধ ধর্মপ্রবণ মানুষ প্রবৃত্তিকে কোনই গুরুত্ব দেয় না, তারা পরকাল নিয়ে অকৃত্রিমভাবে কাজ করে। এখানে সন্দেহ সৃষ্টিকারী শয়তানের কোন ঠাঁই নেই। এমনকি শয়তানের সাথে সম্পর্ককারীর আশ্রয় নেই। এই দল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট দল। এদের বিপরীতে যাদের অবস্থান তারা পরকালে বিশ্বাসী নয়, অবশ্য তাদের কেউ কেউ কৃত্রিমভাবে বিশ্বাসের ভূমিকায় কাজ করে। আসলে তারা পার্থিব জগতের মোহে আচ্ছন্ন এবং পরকালের সুখ-সমৃদ্ধি সম্পর্কে অন্ধ ও অজ্ঞ। এরা প্রবৃত্তির তাড়নায় বশীভূত হয়ে এক আলাদা ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজ সিদ্ধান্তে কাজ করে।

এ পার্থিব জগতে দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্তির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ মানবাত্মার গভীরের চিন্তা হ'তে উৎসারিত বল্গাহীন ইচ্ছা, অভিপ্রায়, অভিলাষ, অভিরুচি, খেয়াল-খুশী ইত্যাদির সমন্বয়ে প্রবৃত্তির জন্ম হয়। সুতরাং প্রবৃত্তি মানব জীবনের একটি শক্তিশালী অবলম্বন এবং এখান হ'তেই সত্য-মিথ্যা ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, সুচিন্তা-কুচিন্তা ইত্যাদির উদ্ভব ঘটে। এমনকি এখান হ'তেই আস্তিক ও নাস্তিকের অবস্থান শুরু হয়।

মানুষ প্রবৃত্তির অনুসারী না হয়ে আল্লাহ্র বিধানের অনুসরণ করবে এটাই আবশ্যক। কেননা মানুষ যা ইচ্ছা করে সেটাই বাস্তবায়িত হয় না, বরং আল্লাহ্র ইচ্ছায়ই সবকিছু বাস্তবে রূপায়িত হয়। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, وَمَا تَشَاؤُوْنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْماً حَكِيْمًا– 'আল্লাহ্র অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়' *(দাহ্র ৭৬/৩০)*।

* *শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَمَا تَشَاؤُوْنَ إِلاَّ أَنْ يَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ– 'তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না' *(তাকভীর ৮১/২৯)*।

উপরোক্ত আয়াত দু'টি দ্বারা মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি তাঁর সর্বাধিক প্রিয় মানব জাতির কল্যাণে অসংখ্য উপদেশ ও সৎ পথের সন্ধান দিয়েছেন। প্রবৃত্তি বা খেয়ালখুশীকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখে আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী তথা তাঁর বিধান অনুযায়ী চলার আদেশ, উপদেশ প্রদান করেছেন। অতঃপর সমস্ত বিষয়কে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করার ব্যবস্থা স্বরূপ যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন বিশ্বের সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। তাঁর মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্মের আদর্শ ও উহার বাস্তব রূপায়ণ সারা বিশ্বে সমাদৃত।

প্রবৃত্তির বিষয়েও তাঁকে সুস্পষ্ট ভাষায় অবহিত করা হয়েছে বিশ্বের অভিভাবক রূপে। মহান আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির পক্ষে স্পর্শকাতর বিষয়গুলো মহানবী (ছাঃ)-কে বিশেষভাবে জানিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ– 'আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরী'আতের উপর। অতএব আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞানদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না' *(জাছিয়া ৪৫/১৮)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً–

'আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন

না' *(কাহফ ১৮/২৮)*।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ 'আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়ছালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না' *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*।

অন্য আয়াতে এসেছে,

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيْدُ اللّهُ أَنْ يُصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيْراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُوْنَ-

'আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফায়ছালা করুন, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহের কিছু শাস্তি দিতে চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান' *(মায়েদাহ ৫/৪৯)*।

প্রবৃত্তি প্রত্যেক মানুষেরই জানা শোনা বোঝা অতিপরিচিত একটি বিষয়। প্রত্যেকেই এর অধিকারী। তবে আত্মনির্ভরশীল ও বিশ্বাসীদের জন্য উহা যে কল্যাণ বহন করে পরনির্ভরশীলদের জন্য তা সম্ভব হয় না। তাই মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বাধিক প্রিয় মানব ও মহানবী (ছাঃ)-কে প্রবৃত্তির যথাযথ ব্যবহার নির্দেশিকা স্বরূপ উপরোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। যেহেতু মহানবী (ছাঃ) সমগ্র মানব জাতির অভিভাবক, নেতা ও শিক্ষক। তাঁর কার্যাবলীর অনুসরণই আমাদের কর্তব্য। সুতরাং নবী (ছাঃ)-এর উদ্দেশ্যে অর্পিত আদেশ-উপদেশ ও সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে অর্পিত আদেশ-উপদেশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এক ও অভিন্ন। সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিম্নে কতিপয় আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হ'ল। মহান আল্লাহ বলেন,

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيْراً-

'তোমাদের খেয়ালখুশী বা আহলে কিতাবদের খেয়ালখুশী অনুসারে কাজ হবে না। যে কেউ মন্দ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে, আর আল্লাহ ছাড়া সে তার জন্য কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না' *(নিসা ৪/১২৩)*।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'ওরা অবিশ্বাস করে ও নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। প্রত্যেক ঘটনার গতি তার নির্ধারিত পরিণতির দিকে' *(ক্বামার ৫৪/১২৩)*।

অন্যত্র আরো বর্ণিত হয়েছে, بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِيْ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِيْنَ- 'সীমালংঘণকারীরা অজ্ঞানতাবশত তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে থাকে। অতএব আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন কে তাকে সৎপথ দেখাবে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(রূম ৩০/২৯)*।

অন্যত্র প্রত্যাদেশ হয়েছে, أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوْا أَهْوَاءَهُمْ- 'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত নিদর্শন অনুসরণ করে, সে কি তার সমান, যার কাছে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করা হয়েছে এবং যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৪)*।

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ আরও বলেন, وَاللّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيْلُوْا مَيْلاً عَظِيْمًا- 'আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হ'তে চান এবং যারা কামনা-বাসনার অনুসারী, তারা চায় যে, তোমরা পথ থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত হয়ে পড়' *(নিসা ৪/২৭)*।

প্রবৃত্তি হ'ল সর্বজন পরিচিত একটি বস্তু বা উপাদান। এই উপাদান অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুদূর প্রসারী। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য যেমন পৃথক পৃথক কর্মের বিধান আছে, তদ্রূপ প্রবৃত্তির জন্যও সীমাবদ্ধ বিধান আছে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়মিত কাজগুলো প্রায় অধিকাংশ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে অধিকাংশই মিথ্যা, অনিয়ম, অরাজকতা, স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদির আশ্রয় নেয়া হয়। অথচ প্রবৃত্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মহান স্রষ্টার নির্দেশাবলী রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে মানব জাতিকে তাদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী চলতে নিষেধ করেছেন। কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল পাবে বলেও সতর্ক করে দিয়েছেন। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তাঁর বিধান সমূহের অনুসরণ করে তারা তাঁর প্রিয়পাত্র ও পুরস্কার প্রাপ্ত। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র বিধান

ও নিদর্শনাবলীকে অবিশ্বাস করে, সীমালংঘনে প্রবৃত্ত হয়, নিজের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, অন্যদেরকে সৎপথ হ'তে বিচ্যুত করতে চায়, তারা নিঃসন্দেহে শাস্তিযোগ্য অপরাধী। তাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে প্রবৃত্তি সম্পর্কে এসব কথা বিবৃত হয়েছে।

প্রবৃত্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ-

'এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করবে। তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহ্কে নিজের মনের (প্রবৃত্তির) কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক' *(বাক্বারাহ ২/২০৪)*।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

لاَ تَغْلُواْ فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيْراً وَضَلُّواْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ-

'তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে' *(মায়েদাহ ৫/৭৭)*।

অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيْدٍ، كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيْهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ-

'কতক মানুষ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে। শয়তান সম্পর্কে লিখে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথী হবে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং জাহান্নামের আযাবের দিকে পরিচালিত করবে' *(হজ্জ ২২/৩-৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ- 'আল্লাহ্র হেদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না' *(কাছাছ ২৮/৫০)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, وَإِنَّ كَثِيْراً لَّيُضِلُّوْنَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ، 'অনেকে অজ্ঞানতাবশত নিজেদের খেয়ালখুশীর দ্বারা অন্যকে বিপথগামী করে। আপনার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে ভাল করেই জানেন' *(আন'আম ৬/১১৯)*।

মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী, তার বুদ্ধির বিকাশ সঠিক হয় সুপ্রবৃত্তির মাধ্যমে। সুপ্রবৃত্তির গভীর সাধনা হ'তেই অসীম ক্ষমতাধর আল্লাহ তা'আলার প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপন সম্ভব হয়। আবার কুপ্রবৃত্তির দুরভিসন্ধি হ'তেই সন্দেহাত্মক খেয়াল-খুশীর জন্ম নেয় এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহদ্রোহীতায় রূপ নেয়। যারা নিজেকে ভাল, বুদ্ধিমান বা জ্ঞানী মনে করে তারা সুপ্রবৃত্তির দ্বারা নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী সঠিক কাজ করে। আর যারা অন্যকে ভাল বুদ্ধিমান মনে করে কিংবা অন্যের কাজ কর্মে আকৃষ্ট হয় তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। অনেকে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ বা আল্লাহ্র বিধান সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং মিথ্যাবাদী প্রতারক শয়তান বা তার অনুচরদের অনুসরণ করে। অথচ শয়তান সম্বন্ধে বারবার সাবধান করা হয়েছে। আবার এমনও কিছু লোক আছে, যারা পরকালের ভয়াবহ পরিণতির চিন্তা ছাড়াই নিজের খেয়াল-খুশী দ্বারা অন্যদের পথভ্রষ্ট করে। আসলে এরা সীমালংঘনকারী।

বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় ছোট-খাট বিষয় ছাড়াও আল্লাহ্র প্রতি অবিশ্বাস, সীমালংঘন, খেয়াল-খুশী ইত্যাদির মত বড় বড় প্রবণতার উৎসও হ'ল প্রবৃত্তি। শুধু তাই নয়, প্রবৃত্তির কারণে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার শরীক সাব্যস্ত করতেও মানুষ দ্বিধাবোধ করে না। এটা সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক সংবাদ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

أَلا إِنَّ لِلّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَات وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ-

'আসমান সমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্র। আর এরা যারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে শরীকদের উপাসনার পেছনে পড়ে আছে, তা আসলে কিছুই নয়। এরা নিজেরই কল্পনা বা খেয়াল-খুশীর পেছনে পড়ে রয়েছে এবং এছাড়া আর কিছু নয় যে, এরা বুদ্ধি খাটাচ্ছে' *(ইউসুফ ১০/৬৬)*।

শিরক-এর প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে বলেন, وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَالَّذِيْنَ

لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ– 'যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রতিপালকের সমকক্ষ দাড় করায় আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না' *(আন'আম ৬/১৫০)*।

প্রবৃত্তির অনুগত খেয়াল-খুশীর বাড়াবাড়ি কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেন,

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ– وَقَالُوْا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّوْنَ–

'আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব আল্লাহ্‌র পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা কর না? তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ, আমরা মরি ও বাঁচি, মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে' *(জাছিয়া ৪৫/২৩-২৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلاً– 'আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবু কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩)*।

প্রবৃত্তির কারণেই মানুষের অন্তরে যত সব উদ্ভট ও মিথ্যা কল্পনার উদ্ভব হয়ে থাকে। অতঃপর শয়তান বা তার অনুচরের মনোমুগ্ধকর আমন্ত্রণে শিরকী চিন্তা-ভাবনা করে এবং কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করে। এতদ্ব্যতীত বহু মনগড়া বস্তুর প্রতি অনড়ভাবে অবস্থানও করে। এ সম্পর্কিত প্রত্যাদেশ হ'ল, 'আল্লাহ যে সব শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক অংশ আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারণ করে অতঃপর নিজ ধারণা অনুসারে বলে, এটা আল্লাহ্‌র এবং এটা আমাদের অংশীদারদের। অতঃপর যে অংশ তাদের অংশীদারদের, তা তো আল্লাহ্‌র দিকে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহ্‌র তা তাদের উপাস্যদের দিকে পৌঁছে যায়। তাদের বিচার কতই না মন্দ। এমনিভাবে অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যদের সন্তান হত্যাকে সুশোভিত করে দিয়েছে যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্মমতকে তাদের কাছে বিভ্রান্ত করে দেয়। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব আপনি তাদেরকে এবং তাদের মনগড়া বুলিকে পরিত্যাগ করুন' *(আন'আম ৬/১৩৬-৩৭)*।

মহান আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা, অন্যকে অধিক সাহায্যকারী, রিযকদাতা, জ্ঞানদাতা, রোগমুক্তি দাতা ইত্যাদি ভাবার নামই শিরক। শিরক অমার্জনীয় অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর শরীক সাব্যস্তকারীকে কখনও ক্ষমা করবেন না। শিরক ছাড়া যে কোন পাপীকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيْماً–

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে তাকে। তিনি ক্ষমা করেন এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন' *(নিসা ৪/৪৮)*। একই সূরার **১১৬** আয়াতে তিনি বলেন,

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْداً–

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়' *(নিসা ৪/১১৬)*।

উল্লেখ্য যে, প্রবৃত্তি হ'তেই শিরক বিস্তার লাভ করেছে। এটা একটি জঘন্য পাপ, তাই মহানবী (ছাঃ)-কে শিরকের বিষাক্ত ছোবল হ'তে আত্মরক্ষার পরামর্শ দিয়ে উপরোক্ত অহীগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য তিনি শুধু দু'একটি বিষয়ের পণ্ডিত ছিলেন না; বরং শ্রেষ্ঠ মানবের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় সকল পণ্ডিত্য ও জ্ঞানভাণ্ডার তাঁকে উপহার দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সুশিক্ষা প্রদানের জন্য, তাঁর প্রিয় ফেরেশতা জিবরীল (আঃ)-কে প্রশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। দীর্ঘ তেইশ বৎসর যাবৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী জিবরীল (আমীন) মহানবী (ছাঃ)-কে যাবতীয় বিষয় শিক্ষা প্রদান করেন। ফলে মানব জীবনের করণীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি হ'তে শুরু করে বর্জনীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় পর্যন্ত শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য এখানে শুধু প্রবৃত্তির আলোচনাই মুখ্য। উহা

Contents

একটি ঘৃণ্য ও বর্জনীয় বিষয়ে। সুতরাং এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে বারবার সতর্ক করা হয়েছে। প্রথমেই তাঁর প্রশংসা, সততা ও যোগ্যতার সর্বোচ্চ ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى– 'নক্ষত্রের কসম! যখন অস্তমিত হয়। তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হয়নি এবং বিপথগামীও হননি এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না' *(নাজম ৫৩/১-৩)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ– 'এমনিভাবেই আমি এ কুরআনকে আরবী ভাষায় নির্দেশরূপে অবতরণ করেছি। যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান পৌঁছার পর, তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনার না কোন সাহায্যকারী আছে এবং না কোন রক্ষাকারী' *(রা'দ ১৩/৩৭)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

قُلْ إِنِّيْ نُهِيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ–

'আপনি বলে দিন, আমাকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের ইবাদত কর। আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের খুশীমত চলব না। কেননা তাহ'লে আমি পথভ্রান্ত হয়ে যাব এবং সুপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হব না' *(আ'আম ৬/৫৬)*।

প্রবৃত্তির তাড়নায় ভ্রান্ত খেয়াল-খুশীর অনুসরণ ও তার পরিণতির ভয়াবহতা জানিয়ে মহানবী (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করা হয় যে,

قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِيْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيْرٍ–

'যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহ্‌র কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই' *(বাক্বারাহ ২/১২০)*।

অন্যত্র আরো বলা হয়েছে وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِيْنَ– 'জ্ঞান আসার পরও যদি আপনি তাদের হীন প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন' *(বাক্বারাহ ২/১৪৫)*।

মানব সম্প্রদায়কে হীন প্রবৃত্তির সংস্পর্শের খেয়াল-খুশী হ'তে বিরত থাকার বা গভীরভাবে তলিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। হীন প্রবৃত্তির অনুসরণ একটি ধ্বংসাত্মক পথ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এর প্রতিফল ইহজগতেও হ'তে পারত, তবে পরজগতে হবেই। রিপুর তাড়নায় সংঘটিত ইহজগতের বহু ঘটনার মধ্যে একটি জ্বলন্ত উদাহরণ তুলে ধরা হ'ল। কথিত আছে প্রাচীনকালে জনৈক বুযুর্গানে দ্বীন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে তিনি যে প্রার্থনা করতেন আল্লাহ তা কবূল করতেন। এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রেক্ষিতে একদিন তিনি পার্থিব জগতের লোভ-লালসার পক্ষে প্রার্থনা করেন যা ছিল আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ। এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র যে ভয়াবহ গযব নাযিল হয়েছিল, পবিত্র কুরআনের ভাষায় তা হ'ল,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِيْنَ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ–

'আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সে লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নির্দেশনা সমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান। ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শন সমূহের দৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হ'ল কুকুরের মত, যদি তাকে তাড়া কর, তবুও হাঁপাবে, আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হ'ল সে সব লোকের উদাহরণ, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শন (আয়াতসমূহকে) সমূহকে। অতএব আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনী যাতে তারা চিন্তা করে' *(আ'রাফ ৭/১৭৫-৭৬)*।

বর্ণিত আয়াতের ব্যক্তি ছিলেন আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাদের অন্যতম। তার অনন্য ধর্মাদর্শ ছিল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উপযোগী। ফলে তার সকল আশা-প্রত্যাশা, প্রার্থনা ইত্যাদি আল্লাহ্‌র দরবারে সাদরে গৃহীত হ'ত। তার এই সাফল্যের নমুনা সে নিজেও যেমন জানত তার পারিপার্শ্বিক অন্যেরাও তেমনি বিশ্বাস করত। তার এই

Contents

সাফল্যের চরম মুহূর্তে অত্র এলাকাবাসী এক বিপদের সম্মুখীন হয় এবং আল্লাহ্র সেই বান্দার নিকট একটা অন্যায় আবদার পেশ করে। অর্থাৎ তাদের প্রস্তাবিত আবদারের পক্ষে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করে। প্রথমতঃ সে বান্দা আল্লাহ্র ভয়ে এলাকাবাসীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু কিছু পরই পার্থিব জগতের স্বার্থে এবং রিপুর তাড়নায় তাদের প্রস্তাবে রাযী হয়ে যায় এবং অন্যায়ের পক্ষে আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করে। তার সেই গর্হিত কাজের জন্য মহান আল্লাহ তার জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করেন উপরোক্ত আয়াতে তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন বান্দা রিপুর তাড়নায় চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেল। তাহ'লে প্রবৃত্তি বা রিপু সামান্য নয়, এটা এক অসামান্য প্রতিবন্ধকতা। অনুরূপ আরও একটি উদাহরণ ছহীহ হাদীছ হ'তে লিপিবদ্ধ করা হ'ল।

আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসামাকে বলা হ'ল, আপনি কেন এ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলছেন না? তিনি বললেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে বলেছি তবে এতটুকু বলিনি যাতে ফিতনা সৃষ্টির প্রথম উদ্যোক্তা আমি হই। কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির আমীর নির্বাচিত হয়েছে এমন ব্যক্তিকেও আমি আপনি ভাল একথা বলতে রাযী নই। কেননা আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং গাধা চক্রাকারে ঘুরে যেমন গম পিষে তেমনিভাবে তাকে জাহান্নামে পিষ্ঠ করা হবে (শাস্তি দেওয়া হবে)। অতঃপর (তার ভীষণ শাস্তি দেখে) জাহান্নামবাসীরা তার চতুস্পার্শ্বে জড়ো হয়ে জিজ্ঞেস করবে, হে অমুক! তুমি কি আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করতে না? (তারপর তোমার এ অবস্থা কেন?) সে বলবে, আমিতো ভাল কাজের আদেশ করেছিলাম কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর মন্দ কাজের নিষেধ করতাম কিন্তু আমি নিজেই মন্দ কাজ করতাম (বুখারী)।

আলোচ্য হাদীছের শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে একজন জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। কিন্তু তার স্বেচ্ছাচারিতা বা পরকালীন শাস্তির প্রতি অবিশ্বাসের প্রবৃত্তি তাকে নিশ্চিত জাহান্নামবাসী করেছে। সুতরাং পবিত্র কুরআনের নির্ভেজাল আধ্যাত্মিক উপদেশ হ'তে শিক্ষা গ্রহণ করে প্রবৃত্তির দ্বারা সৃষ্ট সন্দেহাত্মক সিদ্ধান্ত বর্জন করায় ব্রতী হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর সান্নিধ্য লাভের উপযোগী শিক্ষণীয় বিষয় সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে এবং শাস্তিযোগ্য যেকোন প্রবণতা বা খেয়াল-খুশী হ'তে আত্মরক্ষার তাওফীক দান করুন- আমীন!

অহিভিত্তিক আমলের পথে অন্তরায়

*যহূর বিন ওছমান**

বাংলাদেশের মাটিতে অসংখ্য ইসলামী দল দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে চলেছে। কিন্তু মহান আল্লাহ্র নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপদেশ অনুযায়ী সঠিক দ্বীন অনেকের মাঝেই খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ–

'হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, আপনি তা পৌঁছে দিন। যদি তা না করেন তাহ'লে আপনি তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না' *(মায়েদাহ ৬৭)*।

প্রশ্ন হচ্ছে- আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে কী নাযিল হয়েছে? আর আমরা কিসের তাবলীগ করছি? যে বিষয়ে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে তা কি কুরআন-হাদীছ সম্মত হচ্ছে? যদি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সম্মত হয় তবে গ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথায় তা হবে প্রত্যাখ্যাত। সর্বাবস্থায় কুরআন-হাদীছের কষ্টি পাথরে দাওয়াত ও তাবলীগের বিষয়কে যাচাই করে নিতে হবে। আর এই মানসিকতা সম্পন্ন যারা হবেন তারাই হবেন খাঁটি মুসলমান। কারণ মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ.

'হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক বা পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন সংবাদ সহ আগমন করে তখন তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখো। যাতে অজ্ঞতাবশতঃ কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও' *(হুজুরাত ৬)*। প্রথমোক্ত আয়াতে রাসূলকে সম্বোধন করে এবং দ্বিতীয় আয়াতে মুমেনদেরকে সম্বোধন করে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার এই সতর্কবানীর মর্মার্থ হচ্ছে- সর্বাবস্থায় তোমরা অহি-র বিধান নিঃসঙ্কোচে জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দিবে। সাবধান! দাওয়াত প্রদানে যেন তোমরা গাফেলতী না করো এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য বা দলীল বিহীন কোন বিষয়ে যেন দাওয়াত না দাও। সুতরাং দাওয়াত অবশ্যই অহি-র বিধানের আলোকে হ'তে হবে। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পন্থায় হ'তে হবে। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ–

** শিক্ষক, আউলিয়াপুকুর ফাযিল মাদরাসা, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।*

'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা' *(হাশর ৭)*।

উক্ত আয়াতের আলোকে রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে যা দিয়েছেন তা হ'ল পবিত্র কুরআন এবং কুরআন-এর সঠিক ব্যাখ্যা তথা ছহীহ হাদীছ। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিশ্ববাসীকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ–

'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা ঐ দু'টি বস্তুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না, তা হ'ল আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত'।[১]

সুধী পাঠক! আলোচ্য হাদীছ থেকে জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান মান্য করার জন্য। অথচ একশ্রেণীর মুসলিম ও তাদের নেতা-কর্মীরা চারটি বস্তুকে শরী'আতের মূল উৎস বলে মান্য করে। যেমন কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও ক্বিয়াস। কুরআন ও হাদীছের সাথে ইজমা ও কিয়াসকে এরা মনগড়াভাবে সংযোজন করে থাকে। যা করার এখতিয়ার কোন মানুষের নেই।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا–

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ বা ভিন্ন কোন আমল করার ক্ষমতা নেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করবে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হ'ল' *(আহযাব ৩৬)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ–

'যারা রাসূলের কোন কথার বিরোধিতা করে তারা যেন এ বিষয়ে সতর্ক হয় যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে' *(নূর ৬৩)*।

মহান আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এরূপ কঠোর হুঁশিয়ার বাণী থাকা সত্ত্বেও মুসলিম সমাজের পক্ষ হ'তে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কায়দায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছ আমলের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। যার কিছু নমুনা নিম্নে উপস্থাপন করা হ'ল।-

(১) **পরিবার:** কোন মুমিন যদি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে খাঁটি অন্তরে বিশ্বাস করেন এবং তা পালনে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহ'লে সর্বপ্রথম তার পরিবার-পরিজন থেকেই বাধা আসে। এমনকি নিজের প্রাণপ্রিয় স্ত্রী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন সবাই তার আমল-আখলাক, আক্বীদা-বিশ্বাসকে ঘৃণা করতে শুরু করে। প্রতি মুহূর্তে তাকে নানা রকম প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলে। এসব নতুন নতুন হাদীছ আগে শুনিনি, এগুলো ওহাবী ও লা মাযহাবীদের আমল। আমাদের বাপ-দাদারা কি ভুল করে গেছেন? ইত্যাদি প্রশ্নবানে তাকে জর্জরিত করে তুলে। অপরদিকে পিতা-মাতা ও মুরুব্বীদের আক্বীদা যদি কট্টর মাযহাবপন্থী হয় তাহ'লে তাকে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলতেও দ্বিধাবোধ করে না। এমনকি তাকে সংসার ছাড়া করতেও চেষ্টার ত্রুটি হয় না অনেক পরিবারে।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ আমলকারীর পরিবার-পরিজন যদি নামধারী আহলেহাদীছ হয় তবুও অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়। যেমন ওরা নবীর হাদীছ মানে না, কিসের আবার ছহীহ হাদীছ? হাদীছ আবার যঈফ হয় নাকি? হাদীছ তো হাদীছই, যঈফ হাদীছ আবার হাদীছের কিতাবে লেখা হ'ল কেন? কেউ যঈফ বললেও অনেকেই আবার ছহীহ বলেছে ইত্যাদি যুক্তি পেশ করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারীকে কোনঠাসা করতে চায়। আমাদের আগের বড় বড় আলেম-ওলামারা কি হাদীছ বুঝতেন না? তারা কি না বুঝেই দো'আ করেছেন? এমনকি মসজিদের ভিতর হৈ চৈ গণ্ডগোল বাঁধানোর প্রাণপন চেষ্টা চালাতে বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি করে না। তাদের দৃষ্টিতে ছহীহ হাদীছের কথা বলাটাই মনে হয় মহা অন্যায় কাজ। সব পাপের ক্ষমা আছে কিন্তু ছহীহ হাদীছের কথা বলার মনে হয় কোন ক্ষমা নেই।

অবশেষে কোন কৌশলেই সফল না হ'লে সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদের অপবাদ দিয়ে জেল-জরিমানার কূটকৌশল করতেও এরা কুণ্ঠাবোধ করে না। এ যদি হয় একশ্রেণীর আহলেহাদীছ নামধারীদের কাণ্ড তাহ'লে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ প্রচার করা কি কষ্টসাধ্য নয়? মূলতঃ তারা আহলেহাদীছ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও আক্বীদা ও আমলে মাযহাবীদের চেয়েও জঘন্য। কারণ তাক্বলীদপন্থী আলেমদের আক্বীদা ও আমল ভিন্ন হ'লেও তারা সরাসরি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পরিপন্থী কথাবার্তা বলতে, বাহাছ-মুনাযারা করতে ভীষণ লজ্জাবোধ করে, ভয় পায়। কিন্তু নামধারী আহলেহাদীছ আলেমদের বেলায় তার

১. *মুওয়াত্ত্বা মালেক, 'তাক্বদীর' অধ্যায়; আলবানী মিশকাত হা/১৮৬, সনদ হাসান।*

ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। তাদের চক্ষুলজ্জা বলে কিছু আছে বলে মনে হয় না। তাদের দাবী আমরাও তো আহলেহাদীছ? আল্লাহ তাদের অন্তরে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সঠিকভাবেক বুঝে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

(২) **সমাজঃ** সমাজ হচ্ছে মুসলমানদের দ্বীন পালন ও প্রচারের অন্যতম ক্ষেত্র। কারণ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। একই সমাজে যদি বিভিন্ন আক্বীদা ও আমলের লোক এক সাথে বাস করে তাহ'লে সমস্যা সৃষ্টি হবেই। আর সে সমস্যা থেকে শয়তানের চোরাগলিতে ফেতনার পর ফেতনা উদ্ভব হ'তে থাকে। পরিণাম এক সময় এমনরূপ ধারণ করে যে, সে সমাজে বসবাস করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইসলামের নামে ভ্রান্ত আক্বীদার প্রচার ও প্রসার চালিয়ে গেলেও, কোন বাধা আসে না। কিন্তু যখনই কোন ছহীহ আক্বীদা ও আমলের কথা বলা হয়, তখনই সমাজের একশ্রেণীর মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আমল এবং প্রচার বন্ধ করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এমনকি মসজিদ দখল এবং ছহীহ আমলকারীকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার মত অপৃতিকর ঘটনাও অনেক ক্ষেত্রে ঘটে।

(৩) **একশ্রেণীর আলেমঃ** পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী প্রচার ও প্রসারে সবচাইতে বড় বাধা হচ্ছে একশ্রেণীর আলেম সমাজ। কারণ ঐসব আলেমদের পিছনে রয়েছে দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ, যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন জ্ঞান রাখে না, তারা তাদের স্মরণীয়, বরণীয় ইমাম, আলেম, পীর মাশায়েখদের কথামত ধর্মীয় বিধান পালন করে থাকে। এমনকি তারা ঐ সকল আলেম ও পীর-মাশায়েখদের অন্ধ অনুসরণ করতে করতে তাদেরকে আল্লাহ্র আসনে পর্যন্ত বসিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ–

'তারা তাদের আলেম ও দরবেশগণকে আল্লাহ্র আসনে বসিয়েছে এবং মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-কেও' *(তওবাহ ৩১)*।

চৌদ্দশত বছর পূর্বে ইহুদী ও খৃষ্টানরা যেমন তাদের পীর, আলেম ও দরবেশদেরকে আল্লাহ্র আসনে বসিয়ে তাদের দলীল বিহীন ফৎওয়া-ফারায়েয পালন করত, ঠিক তদরূপ বর্তমান যুগের অন্ধ তাক্বলীদপন্থী সাধারণ মুসলমানরাও তাদের আলেমদের অন্ধ অনুসরণ করে চলেছে। তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে বিন্দুমাত্র ফিরে তাকায় না। বরং যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কথা বলে, তাদের দিকে মারমুখী হয়ে এগিয়ে যায়।

পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে সকল নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীরা সাধারণ মানুষকে উল্টাপাল্টা বুঝ দিয়ে দ্বীনের সঠিক পথ থেকে দূরে রেখেছিল। তারা তাদের অনুসারীদেরকে সঠিক দ্বীন বুঝতে দিত না। কারণ সঠিক জ্ঞান অর্জন করলে তাদেরকে ধোঁকা দেওয়া কষ্টের ব্যাপার হবে বলেই তারা এ কাজ করত।

এজন্য মহান আল্লাহ ঈমানদারগণকে লক্ষ্য করে জানিয়ে দিলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّ كَثِيْراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ–

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মাঝে অনেক আলেম, পীর ও দরবেশ রয়েছে, যারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে এবং আল্লাহ্র কথা বলে মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়' *(তওবাহ ৩৪)*।

উক্ত আয়াতটি প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষের ধন-সম্পদ একশ্রেণীর আলেম অবৈধ উপায়ে ভক্ষণ করবে এবং সাধারণ মানুষকে আল্লাহ্র দ্বীনের কথা বলেই আল্লাহ্র পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে অত্যন্ত কৌশলে। সাধারণ মানুষ বুঝতেও পারবে না যে, তারা সঠিক ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কারণ তাদের ধারণা যে, আমাদের ওলীগণ কি ভুল পথের অনুসারী হ'তে পারেন?

আমরা পূর্বে জেনেছি যে, সাধারণ মানুষ তাদের অনুসরণীয় আলেম ও দরবেশগণকে এতটাই ভালবাসবে যে, তারা তাদেরকে আল্লাহ্র আসনে বসিয়ে ছাড়বে, তারা যা-ই বলবে, তা-ই বিনা দলীলে মেনে নিবে। তাদের কথাগুলোকে যাচাই-বাছাই করা অন্যায় বা পাপের কাজ মনে করবে এবং তাদের নযর-নেওয়াজ দেওয়া পূণ্যের কাজ মনে করবে।

অতএব উক্ত পীর-আলেম ও দরবেশগণ তাদের বিনা পুঁজির ব্যবসার পথ বন্ধ হউক এটা কখনো চাইবে না। ফলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আওয়াজ যেখানেই শুনতে পাবে সেখানেই তারা পাহাড়সম শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়াবে এটাই স্বাভাবিক। যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণের উপরে এভাবেই আক্রমণ চালানো হয়েছিল। এ সম্পর্কে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। অসংখ্য ফিক্বহের কিতাব রচনা করে তারা তাদের ভক্তদেরকে নিজেদের অনুসারী করে রেখেছে। তাদের দাবী যে, তাদের লক্ষ কোটি অনুসারী ও বড় বড় কিতাবগুলো কি এমনিতেই বিখ্যাত হয়েছে? পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আমাদের মান্য করে কেন?

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কথা তাদের সামনে পেশ করা হ'লেই তারা নানা রকম যুক্তিতর্ক পেশ করে সত্য

পাশ কেটে যায়। কখনও বলে ঐসব আয়াত ও হাদীছ মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। কখনও ঐগুলোর উল্টা ব্যাখ্যা দিয়ে এড়িয়ে যায়। আমি অনেক বড় আলেমকে যুক্তি পেশ করতে দেখেছি যে, তারা ছহীহ হাদীছকে অপমান ও লাঞ্ছিত করার জন্য বলে, কয়েকটি যঈফ হাদীছ কোন বিষয়ের প্রতি রায় দিলে বিষয়টি শক্তিশালী হয়। একটি যঈফ হাদীছ অন্য একটি যঈফ হাদীছকে সমর্থন দিলে নাকি উক্ত যঈফ হাদীছটি ছহীহ হয়। এই যদি হয় যুক্তি তাহ'লে পৃথিবীতে যত যঈফ ও জাল হাদীছ আছে তা দিয়ে সমস্ত ছহীহ হাদীছ-এর ফায়ছালাকে উল্টানো কোন ব্যাপার নয়। ঐসব আলেম কি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বন্ধু, নাকি শত্রু? অথচ তারা নবী-রাসূলগণের উত্তরসূরী বলে দাবী করে। যারা রাসূলের একটি ছহীহ হাদীছকে পাশ কাটানোর জন্য শত শত মনগড়া যুক্তি ও রায় পেশ করতে দ্বিধা করে না, তারা কি করে নবী-রাসূলের ওয়ারিছ হ'তে পারে?

দ্বীন ইসলামকে ঘোলাটে করার লক্ষ্যে যারা যঈফ ও জাল হাদীছ তৈরি করেছিল, তাদের চেয়ে দ্বীনের বড় দুশমন কি এ যুগের ঐসব পীর, আলেম ও দরবেশগণ নয়, যারা এসব লালন করে চলেছে? সাধারণ মানুষকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত দিলেই তারা তা ভালবেসে গ্রহণ করে কিন্তু যখনই তারা ঐসব আলেম, পীরের সংস্পর্শে যায় তখন তারা তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে সঠিক রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, এতে তাদের স্বার্থ কি? তারা কি কুরআন-হাদীছকে ভালবাসে না? তারা কি ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ও দ্বীনের অন্যান্য কাজ করে না? হ্যাঁ তা অবশ্যই করে, কিন্তু সেগুলো অবশ্যই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে যাচাইকৃত নয়। ফলে যখনই কোন আমল তাদের বাপ-দাদা ও পূর্বসূরীদের আচরিত পদ্ধতি বিরোধী হয়, তখনই তারা তাদের দলকে শক্তিশালী হিসাবে ধরে রাখার জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে যায়। কারণ তারা নিজেদেরকে কখনই ছোট ভাবতে চায় না, তাদের অনুসারীদের নিকট নিজেদের জ্ঞানকে খাট করতে চায় না। কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে কুরবানী দিতে হ'লে তাই করে। সব চাইতে দুঃখজনক ব্যাপার হ'ল- কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী ভাইদের নামে মিথ্যা, কুৎসা ও বাজে মন্তব্য সমাজে ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে হকপন্থী আলেম ও দাঈদের নিকট হ'তে আলাদা করে দেয়। ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহ এদের কী ধরনের শাস্তিদিবেন তা তিনিই ভাল জানেন। তবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে,

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ.

'ক্বিয়ামতের মাঠে কিছু মানুষের মুখমণ্ডল উজ্জল হবে এবং কিছু মানুষের মুখমণ্ডল হবে কালো' *(আলে ইমরান ১০৬)*।

(৪) **দেশের প্রশাসন ও প্রচার মিডিয়াঃ** আমরা যতটুকু চিন্তা ও গবেষণা করেছি তাতে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমলের ক্ষেত্রে এবং তা প্রচার ও প্রসারে আরেকটি বাধা হচ্ছে দেশের প্রশাসন ও প্রচার মাধ্যম। আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে, তার মধ্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিলেবাস সমূহে কুরআন-হাদীছ শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই। বাকি থাকল মাদরাসা শিক্ষা-সেখানেও বড় রকমের ধোঁকা রয়েছে। যেমন দেশের আলিয়া মাদরাসার সিলেবাসে যদিও নামকা ওয়াস্তে কুরআন-হাদীছ রাখা হয়েছে, মূলতঃ ফিক্বহের কিতাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালাকে শুধু কাগজের কালো অক্ষরে বাঁধাই করা হয়েছে। অনেক বুদ্ধিমান ছাত্র-ছাত্রী যদি ঐসব জানতে চায় তাহ'লে ফিক্বহপন্থী আলেম বা শিক্ষকগণ বিভিন্ন মাযহাবের যুক্তি-তর্ক পেশ করে প্রকৃত সত্য থেকে ফিরিয়ে দেয়।

তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালাকে মাযহাবী স্বার্থে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে, অবজ্ঞা করতে, পাশ কেটে যেতে সামান্যতম ছাড় দেয় না। বিশ্ববিখ্যাত ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের ছহীহ হাদীছের কিতাবকে তারা স্বীকারই করতে চায় না। তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুরে বলে থাকে, হ্যাঁ পৃথিবীতে শুধু বুখারী-মুসলিমের কিতাবই আছে? পৃথিবীতে কি আর হাদীছের কিতাব নেই? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি বুখারী-মুসলিমের হাদীছ মানতে বলেছেন? কুরআনের কোথায় লেখা আছে যে, বুখারী-মুসলিমের হাদীছ মানতে হবে, ইত্যাকার উদ্ভট প্রশ্ন উত্থাপন করে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে থাকে।

সম্মানিত পাঠক! তারাই আবার দেশের নামিদামী মুফতী। এই সকল মুফতী ছাহেবদের মন ও মানসিকতা ছহীহ হাদীছের প্রতি কতটা জঘন্য তা সহজেই অনুমেয়। অতএব আমরা দল-মত নির্বিশেষে সকল মুসলিম ভাইকে স্রেফ পরকালীন মুক্তির স্বার্থে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যেকোন সিদ্ধান্ত নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানাই। কেননা বিভ্রান্তিকর আক্বীদা ও আমলের মাধ্যমে সেদিন নাজাত পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়বে। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনে হক্ব বোঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন

মাদরাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

মাদরাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ ধর্মবিষয়ক ইলম অর্জন করা। আর সেটি হ'ল ইসলাম ধর্মের ইলম। ভারতে মুসলিম শাসনের শুরুতেই মাদরাসা শিক্ষার পত্তন হয়। মুসলমান নওয়াব-বাদশাহরা প্রথমে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে মুসলমান আমীর-ওমরাহ এবং অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করেন। ভারতে ইংরেজদের আগমন এবং এ দেশের শাসন ক্ষমতা দখলের পর থেকে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হ'তে থাকে। তারাই শিক্ষা-ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য ধারার প্রবর্তন করেন। প্রথমদিকে মুসলমানগণ এ শিক্ষার প্রতি নিস্পৃহ ছিলেন। ফলতঃ ভারতীয় ইংরেজ প্রশাসনে মুসলমানদের পেশাগ্রহণ জটিল হয়ে পড়ে। আর এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সরকারী চাকুরী পেয়ে প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন-যাপনের সুযোগ পেয়ে যায়। স্যার সৈয়দ আহমাদ মুসলমানদের দুর্দশা দেখে তাদেরকে পাশ্চাত্যরীতির শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে মুসলমানগণ ইংরেজদের স্কুল-কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন।

ইংরেজ সরকার কখনও মুসলমানদের দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা করেনি। ফলে এ দেশর মাদরাসা শিক্ষা দ্বীনদার মুসলমানদের দান-খয়রাতের উপর নির্ভরশীল থাকে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট ভারত বিভক্ত হয়ে মুসলমানদের স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হ'লেও, স্বাধীন মুসলমান সরকারও মাদরাসা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেনি। শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজ আমলের মতই অপরিবর্তিত থেকে যায়। প্রায় দু'শো বছরের প্রচলিত পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানগণ পাশ্চাত্যের প্রভাব মুক্ত হ'তে পারেনি। মাদরাসা যেমন দান-খয়রাত নির্ভর ছিল, তেমনই থাকল। ১৯৭১ সালে পাক সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ মূলনীতির কারণে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা মাদরাসা শিক্ষাকে সুনযরে দেখেনি। সরকারের শিক্ষাবিভাগ সাধারণ শিক্ষা-সিলেবাস থেকে ধর্মশিক্ষা বাদ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। অতঃপর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বর্জন করলেন। তারপরে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসে আরেক কাঠি উপরে ওঠার মানসে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করলেন। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা খুশিতে আটখানা হয়ে যতই বাহবা দিন না কেন, মাদরাসা শিক্ষার সর্বনাশ এখান থেকেই শুরু।

* *সম্পাদক, কালান্তর, রাজাবাড়ী, পিরোজপুর।*

বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলিয়া নিসাবের মাদরাসা শিক্ষাতেও পরিবর্তন আসতে থাকে। শিক্ষকেরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ (বেসরকারী)-এর শিক্ষকদের মত সরকারী ভাতা পেতে শুরু করেন। ধর্মমন্ত্রী মাওলানা আব্দুল মান্নানের উৎসাহে গ্রামে গ্রামে ইবতেদায়ী মাদরাসা চালু হয়। এখানকার শিক্ষকরা মাসিক ৫০০/= (পাঁচশত) টাকা বেতনও পেতে থাকেন সরকার থেকে। মাওলানা আব্দুল মান্নানের 'ইনকিলাব' টিকে গেলেও ইবতেদায়ী মাদরাসা টিকল না বেতন বন্ধ হবার কারণে। এগুলো রেজিষ্ট্রার্ড প্রাইমারী স্কুলের মতই টিকে থাকতে পারত সরকারী অনুদান পেলে। অতঃপর যখন থেকে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ শিক্ষকেরা বেতনাংশ পেতে শুরু করেন, তখন থেকে আলিয়া মাদরাসার শিক্ষকেরাও বেতনাংশ পেতে শুরু করেন। অবশ্য মাদরাসা শিক্ষা-সিলেবাসে সমন্বয় সাধিত হয় জেনারেল শিক্ষা সিলেবাসের সাথে। বেতনাংশ যেমন বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল এবং কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক হয়, তেমনি আলিয়া মাদরাসারও সংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক হয়। এক সময়ে কওমী মাদরাসার শিক্ষকেরাও সরকারী সুযোগ-সুবিধার কথা ভাবতে থাকেন।

মাদরাসা শিক্ষা যে ইসলামী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তা আগেই বলা হয়েছে। এ শিক্ষার আবশ্যকতা দ্বীন-ইসলামকে উত্তমরূপে শিক্ষার উদ্দেশ্যেই। আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে ঘোষণা করেছেন, 'জ্বিন ও ইনসানকে আমি আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*। এই ইবাদতই মানুষের ধর্ম। একদল আধুনিক বুদ্ধিজীবী বিতর্ক সৃষ্টি করেন এই বলে যে, মানুষের জন্য ধর্ম, না ধর্মের জন্য মানুষের সৃষ্টি? এর সহজ উত্তর এই যে, মানুষের জন্যই ধর্ম। কেননা ইবাদত তো মানুষের উপরেই নির্দেশিত। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিকরা অবশ্য ধর্মকে শিক্ষা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাইরে রাখার পক্ষপাতী। ধর্মকে বাইরে রাখতে যারা চান, নিশ্চয়ই ধর্মকে তারা অহিতকর মনে করেন। তা অবশ্য ব্যক্তিগত মত হিসাবে ধরে নিতে পারি। কিন্তু দেশের সকল মানুষতো আর সংশয়বাদী কিংবা নাস্তিক নয়। সুতরাং ধর্মপ্রাণ মানুষদের জন্য ধর্মশিক্ষা আবশ্যক। কুরআন পাকের প্রথম যে অহী আসে মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কাছে তাহ'ল إِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ. 'পড়, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আলা ১)*। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে গেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. 'শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয' *(মিশকাত হা/২১৮)*।

মাদরাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা। এ শিক্ষাগ্রহণ না করলে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ জানা যায় না। রাসূল (ছাঃ) কুরআন পাকের আলোকে ইসলামী যিন্দেগী যাপনের জন্য শরী'আ বিধান দিয়েছেন।

তা জানতে হ'লে তাঁর হাদীছ সমূহ অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। এছাড়াও কুরআন-হাদীছের আলোকে রচিত ফিক্হ শাস্ত্রও জানা আবশ্যক। এই সকল ইলম শিক্ষার জন্যই মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই ইলমের শিক্ষা এবং আমল মাদরাসাতেই আয়ত্ব করতে হয়। ইসলামী আখলাকও গঠিত হয় এখানেই। অতএব সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মাদরাসা যথেষ্ট ব্যতিক্রমী। সেই ব্যতিক্রম রক্ষা করেই মাদরাসার পঠন-পাঠন, মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্রের আচরণ নির্দিষ্ট থাকবে। কিছুতেই তার ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। মাদরাসাতে ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিংবা নাস্তিক্যবাদী বিষয় সিলেবাসভুক্ত থাকবে না। মাদরাসায় পাঠদানরত শিক্ষকবৃন্দকে দ্বীনদার মুসলমান হ'তে হবে। ছাত্ররাও হবে দ্বীনদার মুসলমান। এরা সর্বদা ইসলামী লেবাসে দূরস্ত থাকবেন। এখানে ইসলামবিরোধী কোন কর্মকাণ্ড চালু করা যাবে না। যেহেতু মাদরাসা দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তাই এখানে Theoritically এবং Practically দ্বীনী শিক্ষাই দিতে হবে। তা যদি পুরোপুরি না হয়, তাহ'লে আলাদা মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবশ্যক কী?

ইসলামে পুরুষের মত নারীরও ধর্মাচরণ এবং ধর্মশিক্ষার অধিকার রয়েছে। কিন্তু পুরুষের সঙ্গে সহাবস্থানে থেকে শিক্ষা গ্রহণের বিধান নেই। তাই মাদরাসায় সহ-শিক্ষা চলতে পারে না। কুরআন পাকের সূরা নিসা এবং নূর-এ নারীর অধিকার ও আচরণবিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে। দ্বীনদার মুসলমান নারীদের কাছে কুরআন পাকের বিধান অলংঘনীয়। বয়স্কা নারীদের নির্দিষ্ট কয়েকজন আত্মীয় পুরুষ ব্যতীত অন্যান্যরা বেগানা পুরুষ। বেগানা পুরুষের সঙ্গে নারীর সহাবস্থান নিষিদ্ধ। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কুফল সম্পর্কে আমরা অবিদিত নই। সহাবস্থানের শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে ব্যভিচার এবং নারীনির্যাতনের খবর আমাদের অজানা নয়। দ্বীনদার মুসলমানকে অবশ্যই তা পরিহার করে চলতে হবে। কুরআন পাকে নারীকে বলা হয়েছে শস্যক্ষেত্র। আধুনিকা নারীবাদী নারীরা তাকে অমর্যাদাকর মনে করলেও, কথাটি যথার্থ। 'নারী' কবিতায় কবি নজরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন,

'শস্যক্ষেত্র উর্বর হ'ল পুরুষ চালাল হাল,
নারী সেই মাঠে শস্যরোপিয়া করিল সুশ্যামল'।

কবির এ উক্তিও যথার্থ:

'দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধু,
পুরুষ এসেছে মরুতৃষা লয়ে- নারী যোগায়েছে মধু'।

এতে নারীর অপমান-বোধের কিছু নেই। এটাই রীতি, এটাই প্রকৃতি। আল্লাহ তা'আলাও তা-ই চান। অতএব মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনভাবেই কুরআন বহির্ভূত রীতি থাকতে পারে না। তা যদি থাকে তাহ'লে মাদরাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহ্র বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় গ্রাহক/এজেন্ট হওয়া যায়।
- সরাসরি বা প্রতিনিধির মাধ্যমে নগদ টাকা প্রেরণ করে অথবা মানি অর্ডার/ড্রাফট-এর মাধ্যমে টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়।
- কোন অবস্থাতেই চেক গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রাহকের নাম ও পত্রিকা পাঠানোর ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে।
- ভি.পি.পি. যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম জমা দিতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ	ঃ	৭,০০০/=
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৬,০০০/=
তৃতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৫,৫০০/=
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	ঃ	৩,৫০০/=
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	ঃ	২,০০০/=
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	১,০০০/=
সাধারণ অর্ধ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	৫০০/=

* স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	২৫০/= (ষান্মাসিক ১৩০/=)	–
সার্কভুক্ত দেশ সমূহ	১৩০০/=	৬৫০/=
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৬০০/=	৯৫০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	১৮৫০/=	১২০০/=
আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	২১৫০/=	১৫০০/=

ড্রাফট পাঠানোর জন্য একাউন্ট নাম্বার

মাসিক আত-তাহরীক, এস.এন.ডি-১১৫

আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

ছাহাবা চরিত

ছুহাইব বিন সিনান আর-রূমী

ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

ভূমিকা :

বাধাসঙ্কুল পরিবেশে হকের উপর অবিচল থাকাই ঈমানের দৃঢ়তার পরিচয়। যুগে যুগে হক কবূলকারী, প্রচার ও প্রসারকারী, হকের পৃষ্ঠপোষকদের উপরই নেমে এসেছিল হিমাদ্রিসম বিপদ-মুছীবত। দেশ ছাড়া হয়েছেন তারা। নিজ উপার্জিত সম্পদের মুহাব্বতও তাদেরকে সামান্যতম বিচলিত করেনি। কেননা প্রবৃত্তিকে দুমড়ে-মুচড়ে আল্লাহ্‌র বিধানের সামনে অবনত হওয়া বেশ আয়াসসাধ্য হ'লেও অসম্ভব নয়। আর একথা দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একনিষ্ঠ নির্যাতিত ছাহাবীদের জীবনপঞ্জিতে। যারা জীবনের সমস্ত সুখ-আহলাদকে ছুঁড়ে ফেলেছেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাহচর্যের বিনিময়ে। অবশ্যম্ভাবী সকল নির্যাতন ও বর্বরতার আগাম সংবাদ জেনেও অনন্ত সুখের সামনে এগুলোকে তুচ্ছ মনে করেছেন। এ সমস্ত মহান ব্যক্তিদের মধ্যে ছুহাইব (রাঃ) অন্যতম। যিনি কাফির সরদারদের অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেছেন। এমনকি তাঁর ব্যবসালব্ধ সমস্ত সম্পদ কাফিরদের হাতে তুলে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাহচর্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর এ মহৎ কর্মের সুসংবাদ কুরআনের আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ পাক জগদ্বাসীকেও জানিয়ে দিয়েছেন। আলোচ্য নিবন্ধে এক সময়ের ধনবান ও পরবর্তীতে নিঃস্ব ছাহাবী ছুহাইব বিন সিনানের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা তুলে ধরা হলো।-

নাম ও বংশ পরিচয়:

তার নাম ছুহাইব। পিতার নাম সিনান। মাতার নাম সালমা। কুনিয়াত আবু ইয়াহইয়া। কেউ কেউ বলেন, আবূ গাসসান। উপাধি হচ্ছে- আন-নামেরী, আর-রূমী, আল-বাদরী, আল-মুহাজেরী।[১] তিনি 'আর-রূমী' নামে সমধিক পরিচিত। কেননা তিনি দীর্ঘদিন রুমে বসবাস করেছিলেন।[২] আর এ পরিচয়ের কারণে অনেকেই তাকে রূমের বংশোদ্ভূত বলে মনে করতেন। আসলে তিনি রূমী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন খাঁটি আরবী।[৩] তার পিতা সিনান আরবের 'বনু নুমাইর' এবং মাতা সালমা 'বনু তামীম' গোত্রের সন্তান ছিলেন। পিতার দিক দিয়ে তার নসবনামা হচ্ছে- 'ছুহাইব বিন সিনান বিন মালেক বিন আবদে আমর বিন 'উক্বাইল বিন আমের বিন জানদালাহ বিন খুযাইমাহ বিন কা'ব বিন সা'দ বিন আসলাম বিন আউস মান্নাহ বিন নামের বিন ক্বাসেত্ব বিন হিনাব বিন আফছা বিন জাযীলাহ বিন আসাদ বিন রাবী'আহ বিন নাযযার'। আর মাতার দিকে নসবনামা হচ্ছে- 'সালমা বিনতে ক্বাঈদ বিন মাহীয বিন খুযাঈ বিন মাযেন বিন মালেক বিন আমর বিন তামীম'।[৪]

ক্রীতদাস ছুহাইব :

শৈশবেই ছুহাইবের ভাগ্যে জুটেছিল দাসত্বের শৃঙ্খল। তিনি তার পিতা-মাতার সঙ্গে মুছেলে (موصل) বসবাস করছিলেন। তার বয়স তখন ৫-এর বেশী হয়নি। পিতা সিনান ইবনু মালেক পারস্য সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে বছরার প্রধান শহর 'উবুল্লা'র শাসনকর্তা ছিলেন। যার পূর্ব নাম ছিল 'আয়লা'। একদিন ছুহাইবের মা কিশোর ছুহাইবকে নিয়ে এবং কিছু লোকজন নিয়ে ইরাকের 'ছানিইয়া' এলাকায় বেড়াতে যান। সে সময় হঠাৎ রোমক বাহিনী ছানিইয়া আক্রমণ করে। রোমক বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজ চালায়। অনেককে বন্দী ও অপহরণ করে। সে সময় ছুহাইবও অপহৃত হন। অতঃপর তাকে রুমের একটি ক্রীতদাসের হাটে নিয়ে বিক্রি করা হয়। এরপর থেকে ছুহাইবের গলায় ঝুলে দাসত্বের বেড়ী। মাঝে মধ্যেই হাত বদল হ'তে থাকে। এভাবে ক্রীতদাস হিসাবেই বেড়ে ওঠেন ছুহাইব।[৫]

মক্কায় প্রত্যাবর্তন ও দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ :

ছুহাইবের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ তিনি দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কোন এক সুযোগে তার মনিব থেকে পালিয়ে মক্কায় চলে আসেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জুদ'আনের চুক্তিবদ্ধ বন্ধুতে পরিণত হন।[৬]

দ্বিতীয়তঃ তাকে 'কাল্ব' গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রূম থেকে ক্রয় করে মক্কায় নিয়ে আসে। অতঃপর তার নিকট থেকে

১. *শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড (বৈরূতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হিঃ/১৯৮৫ খৃঃ), পৃঃ ১৮।*
২. *ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা, ছুয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা (কায়রোঃ দারুল আদাব আল-ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হিঃ/১৯৯৭ খৃঃ), পৃঃ ১৯৮; ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০হিঃ/১৯৯৪খৃঃ), পৃঃ ৪০২; সিয়ার ২/১৭ পৃঃ।*
৩. *সিয়ার ২/১৭; ছুয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, পৃঃ ১৯৮।*
৪. *মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারু ছাদির, ১৪০৫ হিঃ/১৯৮৫ খৃঃ), পৃঃ ২২৬।*
৫. *ছুয়ারম্ মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, পৃঃ ১৯৯।*
৬. *সিয়ার ২/১৮ পৃঃ; ছুয়ার, পৃঃ ২০০; তাহযীবুত তাহযীব, ৪/৪০৩ পৃঃ।*

আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আন আত-তায়মী তাকে খরীদ করে মুক্ত করে দেন।[৭]

উল্লেখ্য যে, ছুহাইব (রাঃ) কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করেন রূমেই। দীর্ঘ সময় রূমে থাকার কারণে তিনি আরবী ভাষা ভুলে যান। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে আরবী ভাষা ভুলে যাওয়ার কাছাকাছি পৌঁছেন। এমনকি তার চুলও লালবর্ণ ধারণ করে এবং তার কথায় জড়তা প্রকাশ পায়। আর সেকারণ মক্কায় আগমনের পর লোকেরা তাকে ছুহাইব আর-রূমী বলে অভিহিত করেন।[৮]

ব্যবসায়ী ছুহাইব :

মক্কায় আগমনের পর ছুহাইব (রাঃ) আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তার সাথে যৌথভাবে ব্যবসা শুরু করেন। তখনও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুঅত লাভ করেননি। ব্যবসায় গভীর মনোনিবেশের ফলে অধিক মুনাফা অর্জিত হ'তে থাকে। অল্প সময়ের ব্যবধানেই তিনি অনেক অর্থ-সম্পদের মালিক হয়ে ওঠেন।[৯]

রাসূল (ছাঃ)-এর নবুঅত লাভ ও ছুহাইবের ইসলাম গ্রহণ:

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅত লাভের পূর্বেই ছুহাইব তাঁর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। ছুহাইব বলেন,

لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি অহি নাযিলের পূর্ব থেকে আমি তাঁর সাহচর্যে ছিলাম'।[১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅত লাভের পর প্রথম সারিতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাদের অন্যতম ছিলেন। তার পূর্বে প্রায় ৩০ জন ইসলাম গ্রহণ করেছিল।[১১] আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

السباق أربعة أنا سابق العرب وصهيب سابق الروم وبلال سابق الحبشة وسلمان سابق الفرس-

'ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী চারজন। আমি আরবের মধ্যে অগ্রগামী, রোমের অধিবাসীদের মধ্যে ছুহাইব, আবিসিনিয়া বাসীদের মধ্যে বেলাল এবং পারস্যবাসীদের মধ্যে সালমান অগ্রগামী'।[১২] মুজাহিদ বলেন, সর্বপ্রথম সাতজন ইসলাম গ্রহণকারীর মধ্যে ছুহাইব অন্যতম।[১৩] তিনি ও আম্মার বিন ইয়াসীর (রাঃ) একই দিনে একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন ছাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী দারুল আরকামে অবস্থান করছিলেন। ছুহাইব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে রওয়ানা হ'লেন দারুল আরকামের উদ্দেশ্যে। অতীব সন্তর্পণে পথ চললেন তিনি। আরকামের দরজায় পৌঁছে আম্মারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। আম্মারও এসেছেন ইসলাম গ্রহণের জন্য। কারো সাথে কারো পূর্ব যোগাযোগ ছিল না। ইতস্ততঃ দু'জনেই এগিয়ে আসলেন এবং পরস্পরে আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। আম্মার বলেন,

لقيت صهيبٍ بن سنان على باب دار الأرقم، و رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيها فقلت ما تريد؟ فقال لى ما تريد انت؟ قلت أردتُ أن أدخل على محمد فاسمع كلامه، قال: و أنا أريد ذلك قال فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا-

'দারুল আরকামের দরজায় আমি ছুহাইব বিন সিনানের সাক্ষাৎ পেলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভিতরে ছিলেন। আমি বললাম, তুমি কি চাও? তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি চাও? আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদের নিকটে গিয়ে তাঁর কথা শুনতে চাই। সে বলল, আমারও ইচ্ছা তাই। তিনি বলেন, অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম।[১৫]

নির্যাতন :

ইসলাম গ্রহণের কারণে তৎকালীন সমাজ নেতারা নওমুসলিমদের উপর চালাত অমানবিক নির্যাতন। সেকারণ

---

৭. *হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, তাহক্বীক: ডঃ আব্দুল্লাহ বিন মুহসিন আত-তুরকী, ১০ম খণ্ড (রিয়াদ: দারুল হিজর, ১ম প্রকাশ ১৪১৮হিঃ/১৯৯৮ খৃঃ), পৃঃ ৬৭০; তাহযীব, ৪/৪০৩; সিয়ার ২/১৮; ইমাম আল-বাগাভী, মু'জামুছ ছাহাবা, ৩য় খণ্ড (কুয়েত: মাকতাবাতু দারিল বায়ান, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হিঃ/২০০০ খৃঃ), পৃঃ ৩৪৩; তাবাকাতুল কুবরা ৩/২২৬।*

৮. ولما القى عصاه فيها اطلق الناس عليه اسم صهيب الرومى لِلُكْنَةِ لسانِه وَحُمرَةِ شَعْرِه- দ্রঃ ছুয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, পৃঃ ২০০।

৯. *ঐ, পৃঃ ২০০।*

১০. *মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম আন-নাইসাপুরী, আল-মুসতাদরাক আলাছ্ ছহীহাইন, ৩য় খণ্ড, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৪১১হিঃ/১৯৯০খৃঃ), পৃঃ ৪৫২ হা/৫৭০৫; সিয়ার ২/১৯ পৃঃ।*

১১. *তাহযীবুত তাহযীব ৪/৪০৩ পৃঃ।*

১২. *আল-মুসতাদরাক আলাছ-ছহীহাইন ৩/৪৫৪।*

১৩. *হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবা ফি তাময়ীযিছ ছাহাবা, ৩য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল জীল, ১ম প্রকাশ ১৪১২ হিঃ), পৃঃ ৪৫১।*

১৪. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১০/৬৭০ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব, ৪/৪০৩ পৃঃ।*

১৫. *তাবাকাতুল কুবরা ৩/২২৭ পৃঃ; সিয়ার ২/১৯ পৃঃ।*

প্রাথমিকভাবে অনেকেই তাদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখত। ছুহাইব (রাঃ) এমনটি করলেন না। বরং তিনি ভিনদেশী হওয়া সত্ত্বেও এবং মক্কায় তাঁর কোন আত্মীয়-স্বজন না থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে ইসলাম গ্রহণের কথা জানিয়ে দিলেন। ফলে বিলাল, আম্মার, খাব্বাব, সুমাইয়া প্রমুখের ন্যায় তাঁর উপরও কুরাইশ নেতাদের নিষ্ঠুর অত্যাচার নেমে আসল। লৌহ বর্ম পরিধান করিয়ে সূর্যের প্রখর উত্তাপের মধ্যে তাঁকে নিক্ষেপ করা হ'ত। এতে তার জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠত। কিন্তু জান্নাত পিয়াসী ছুহাইব মোটেও বিচলিত হ'তেন না। কেননা তিনি জানতেন যে, জান্নাতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তাই ধৈর্যের সাথে সকল নির্যাতন সহ্য করে নিতেন।[১৬]

মদীনায় হিজরত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরতের সংকল্প করলেন, তখন ছুহাইব (রাঃ)ও হিজরতের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হ'লেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি রাসূল (ছাঃ) ও আবূবকর (রাঃ)-এর সাথী হবেন। কিন্তু কুরাইশদের সতর্ক পাহারার কারণে সেটি সম্ভব হয়নি।[১৭] কুরাইশরা তাকে উদ্দেশ্য করে স্পষ্টরূপে ঘোষণা করল যে,

ياصهيب أتَيْتَنَا هاهنا صُعلوكًا حقيرًا فكَثُرَ مالُك عندنا وبلَغتَ مابلغتَ ثمَّ تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لايكون ذلك-

'হে ছুহাইব! তুমি আমাদের নিকট নিঃস্ব ও অবহেলিত অবস্থায় এসেছ। আমাদের নিকটেই তোমার মাল-সম্পদ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এখন তুমি তোমার সম্পদ সহ চলে যাবে। আল্লাহ্র কসম এটা হ'তে পারে না'।[১৮] কুরাইশদের সার্বক্ষণিক পাহারায় তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে একটু ভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিলেন। এক রাতে তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে খুব ঘন ঘন বাড়ীর বাইরে যেতে লাগলেন। এমনকি একবার যেয়ে আসতে না আসতে আবার যেতে লাগলেন। এই অবস্থা দেখে কুরাইশ পাহারাদাররা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো যে, লাত ও উযযা তার পেট খারাপ করে দিয়েছে। এই বলে তারা ঘুমিয়ে পড়ল। আর এই ফাঁকেই ছুহাইব (রাঃ) মদীনার পথে বেরিয়ে পড়লেন।[১৯] কিছুদূর যাওয়ার পর পাহারাদাররা টের পেয়ে গেল এবং তার পিছনে ধাওয়া করল। এক পর্যায়ে তারা ছুহাইবের নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হ'ল। ছুহাইব তাদের আগমন বুঝতে পেরে উচুঁ এক টিলার উপরে উঠে থলে থেকে তীর বের করে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন-

يا معشر قريش! لقد علِمتُمْ أنِى مِنْ أرماكم رجلاً، وايْمُ الله لاتَصلونَ إلىَّ حتَّى أرْمَى بكلِّ سهم معى فى كنانى ثم أضرِبَكُمْ بسيفى مابَقِىَ فى يدى منه شيئٌ-

'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা জান যে, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দক্ষ তীরন্দায। আল্লাহ্র কসম! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আমার নিকটে পৌঁছতে পারবে না যতক্ষণ না আমার থলেতে রাখা তীর নিক্ষেপ শেষ হবে। অতঃপর (তীর শেষ হ'লে) আমার হাতের তরবারী দিয়ে তোমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ব'।[২০] এসময়ে কুরাইশদের একজন বলল, আল্লাহ্র কসম! তুমি জীবনও বাঁচাবে এবং অর্থ-সম্পদও নিয়ে যাবে তা আমরা হ'তে দিব না। ছুহাইব বললেন, أَرَأَيْتُمْ إن تركتُ لكم مالي، أَتُخلُّوْنَ سَبِيْلِى؟ 'আমি যদি আমার ধন-সম্পদ তোমাদের হাতে তুলে দেই, তবে কি তোমরা আমার রাস্তা ছেড়ে দিবে? তারা বলল, হ্যাঁ। অতঃপর ছুহাইব (রাঃ) তার সমুদয় সম্পদের সংবাদ কাফেরদের জানিয়ে দিলেন এবং নিরাপদে মদীনায় হিজরত করলেন।[২১]

নিজের কষ্টার্জিত সম্পদের জন্য তিনি এতটুকুও কাতর হ'লেন না। স্রেফ পরকালীন মুক্তির স্বার্থে দুনিয়াবী সকল স্বার্থ জলাঞ্জলী দিতে সামান্যতম কসুর করলেন না। বাহ্যত: এটি লোকসান মনে হ'লেও মূলতঃ এটিই হ'ল লাভজনক ব্যবসা। ছুহাইব (রাঃ) যখন মদীনায় পৌঁছলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হ'লেন তখন ছুহাইবকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রথম বক্তব্যই ছিল رَبِحَ الْبَيْعُ يَا أَبَا يَحْيَى رَبِحَ الْبَيْعُ 'ব্যবসা লাভজনক হয়েছে হে আবূ ইয়াহইয়া (ছুহাইব), ব্যবসা লাভজনক হয়েছে'।[২২] অন্য বর্ণনায় আছে- একথা তিনি তিনবার বললেন। ছুহাইব তখন বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পূর্বে তো আপনার নিকটে কেউ পৌঁছেনি। নিশ্চয়ই জিবরীল আপনাকে এ খবর দিয়েছে।[২৩]

---

১৬. *সিয়ার ২/২১ পৃঃ; ছুয়ার, পৃঃ ২০২।*
১৭. *ছুয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, পৃঃ ২০২।*
১৮. *ইবনু কাছীর, মুখতাছার তাফসীরি ইবনে কাছীর, তাহক্বীক্ব: মুহাম্মাদ আলী আছ-ছাবূনী (বৈরুত: দারুল কুরআনিল কারীম ১৪০২ হিঃ/১৯৮১ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃ ১৮৫; তাবাক্বাতুল কুবরা, ৩/২২৮ পৃঃ; সিয়ার ২/২২ পৃঃ।*
১৯. *ছুয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, পৃঃ ২০২-২০৩; সিয়ার ২/২৩।*
২০. *তাবাক্বাতুল কুবরা ৩/২২৮ পৃঃ।*
২১. *ছুয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা, পৃঃ ২০৩-২০৪; তাবাক্বাতুল কুবরা, ৩/২২৮ পৃঃ; সিয়ার ২/২৩ পৃঃ।*
২২. *ইবনু কাছীর ১/১৮৫; তায়সীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান, পৃঃ ৭৬-৭৭; তাবাকাতুল কুবরা, ৩/২২৮; সিয়ার ২/২৩ প্রভৃতি।*
২৩. *আল-মুসতাদরাক আলাছ-ছহীহাইন, ৩/৪৫২ পৃঃ।*

যুদ্ধে অংশগ্রহণ :

ছুহাইব (রাঃ) বদরী ছাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। শুধু বদর যুদ্ধেই নয় বরং ওহোদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তিনি অংশগ্রহণ করেন।[২৪]

তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল অভিযানেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে থেকেছেন। তিনি বলেন,

مَاجَعَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ قَطُّ وَمَاكُنْتُ إِلاَّعَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ أَمَامِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ–

‘আমি কখনো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমার ও শত্রুর মাঝখানে হ’তে দেয়নি। আমি তাঁর ডানে অথবা সম্মুখে অথবা বামে থেকেছি’।[২৫]

হাদীছ বর্ণনা :

ছুহাইব (রাঃ) থেকে বেশ কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) স্বীয় ইতহাফুল মাহারাহ গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণিত ২৪টি হাদীছ গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে উল্লেখ করেছেন।[২৬]

তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ওমর ও আলী (রাঃ) প্রমুখের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর তার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন- যামরাহ, সা‘দ, ছালেহ, ছায়ফী, আব্বাদ, উছমান, মুহাম্মাদ, ইবনে ওমর, জাবির বিন আব্দুল্লাহ আল-আনছারী, ইবরাহীম বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ, আসলাম, আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা, কা‘ব আল-আহবার, সাঈদ বিন মুসাইয়িব, শু‘আইব বিন আমর বিন সালীম, তার পুত্র হাবীব, নাতি যিয়াদ বিন ছায়ফী বিন ছুহাইব প্রমুখ।[২৭]

মর্যাদা :

ছুহাইব (রাঃ) নির্যাতিত ও দুর্বল ছাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন। পবিত্র কুরআন মাজীদে যাদের সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। একবার উতবা, শায়বা সহ কতিপয় কুরাইশ সর্দার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা আবু তালেবের নিকট এসে বলল, আপনার ভাতিজা মুহাম্মাদের কথা মেনে নিতে আমাদের সামনে একটি বাধা এই যে, তার চারপাশে সর্বদা এমন সব লোকের ভিড় লেগে থাকে, যারা হয় আমাদের ক্রীতদাস ছিল, আমরা তাদের মুক্ত করে দিয়েছি, না হয় আমাদেরই দান-দক্ষিণায় তারা লালিত-পালিত হ’ত। এমন নিকৃষ্ট লোকদের উপস্থিতিতে আমরা তার মজলিসে যোগদান করতে পারি না। তাকে বলুন! যদি সে আমাদের আসার সময় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেয়, তবে আমরা তার কথা নিয়ে বিবেচনা করতে সম্মত আছি।

এ দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের কেউ কেউ মত প্রকাশ করে যে, এতে আর তেমন অসুবিধা কি? কিছুদিন এমনটি করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার ফায়ছালা ছিল ভিন্ন। তিনি দুর্বল, অসহায়, দরিদ্র ও নির্যাতিত মুসলমানদের রাসূলের মজলিস থেকে সরিয়ে দেয়ার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রাসূল (ছাঃ)-কে জানিয়ে দিলেন যে,

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

‘আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে। তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাবও বিন্দুমাত্র তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। অন্যথায় আপনি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন’ *(আন‘আম ৫২)*।[২৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত সাথীদের মধ্যে ছুহাইব (রাঃ) ছিলেন অন্যতম। এ প্রসঙ্গে ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন,

مر الملأ من قريش رسول الله (ص) وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين فقالوا يامحمد أرضيت هؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين منَّ عليهم من بيننا؟ أنحن نصير تبعًا لهؤلاء؟ أطردهم فلعلك إن طردهم نتبعك، فنزلت هذه الآية–

‘কুরাইশদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করে। ঐ সময় তাঁর নিকটে ছুহাইব, বিলাল, আম্মার, খাব্বাব সহ অন্যান্য দুর্বল মুসলমানগণ উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তারা (কুরাইশ নেতারা) বলল, হে মুহাম্মাদ! কওমের এই লোকেরাই কি তোমার নিকট পসন্দনীয়? এরাই কি এমন লোক যে, আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে

---

২৪. *তাবাকাতুল কুবরা, ৩/২২৯; আল-মুসতাদরাক আলাছ ছহীহাইন ৩/৪৪৯ পৃঃ।*

২৫. *আল-মুসতাদরাক আলাছ ছহীহাইন ৩/৪৫১ হা/৪৭০২ সনদ ছহীহ; ইতহাফুল মাহারাহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১৯ হা/৬৪৭১।*

২৬. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, ইতহাফুল মাহারাহ বিল যাওয়াইদিল মুবতাকিরা মিন আত্বরাফিল আশারাহ, তাহক্বীক্ব: ড. যুহাইর বিন নাছের আন-নাছের (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: মারকাযু খিদমাতিস সুন্নাহ ওয়াস-সিরাহ আন-নববিয়া, ১ম সংস্করণ ১৪১৫/১৯৯৫), ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১২-৩২২।*

২৭. *তাহযীবুত তাহযীব ৪/৪০৩ পৃঃ।*

২৮. *তাফসীরে মা‘আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৩৮১-৩৮২।*

ছেড়ে তাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন? আমরা কি এদের অনুসরণ করতে পারি? তুমি তাদেরকে তোমার নিকট থেকে সরিয়ে দাও। তাহ'লে আমরা তোমার অনুসরণ করব'। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।[২৯]

এতদ্ব্যতীত সূরা বাক্বারাহর ২০৭ নং আয়াতটি পৃথকভাবে তাঁকে উদ্দেশ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে। যেখানে আল্লাহ বলেছেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوْفٌ بِالْعِبَادِ–

'আর মানুষের মাঝে একশ্রেণীর লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। আর আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান' *(বাক্বারাহ ২০৭)*।

ইবনু আব্বাস, আনাস, সাঈদ বিন মুসাইয়িব, আবু ওছমান আন-নাহদী, ইকরামা প্রমুখ বলেন, এই আয়াতটি ছুহাইব রূমী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন তিনি কুরাইশদের প্রতিরোধের মুখে নিজের ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেন।[৩০]

ওমর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে এই মর্মে অছিয়ত করে যান যে, ছুহাইব তাঁর জানাযায় ইমামতি করবেন এবং নতুন খলীফা নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনিই অস্থায়ীভাবে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবেন। অতঃপর অছিয়ত অনুযায়ী ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তিনদিন তিনি দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন।[৩১]

দৈহিক গঠন :

ছুহাইব (রাঃ)-এর দৈহিক গঠন ছিল মধ্যমাকৃতির। তিনি না ছিলেন খুব লম্বা, আবার না ছিলেন খাটো। তবে খাটোর নিকটবর্তী ছিলেন।[৩২] তাঁর মাথার চুল ছিল খুব ঘন। চেহারা ছিল উজ্জ্বল লাল- ফর্সা।[৩৩]

তার জিহ্বায় কিছুটা জড়তা ও তোৎলামী ছিল। যায়েদ বিন আসলাম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার আমি ওমর (রাঃ)-এর সাথে ছুহাইবের নিকটে গমন করলাম। এ সময়ে ছুহাইব তার চাকর ইয়াহনাসকে ডাকছিলেন। কিন্তু তার মুখের জড়তার কারণে শুধু 'নাস' 'নাস' শুনা যাচ্ছিল। যার অর্থ হচ্ছে মানুষ। ওমর (রাঃ) বললেন, তার কি হয়েছে, সে এভাবে মানুষকে ডাকছে কেন? আমি বললাম যে, বরং সে তার চাকর 'ইয়াহনাসকে' ডাকছে।[৩৪]

চরিত্র ও মাধুর্য :

উত্তম চরিত্রের সকল গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। কেননা অহী নাযিলের পূর্ব থেকেই তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন অতিথিপরায়ণ, দানশীল ও গরীব-দুঃখীদের প্রতি দরাযদিল। একবার ওমর (রাঃ) তাঁকে বলেন, তোমার নিকট আমি তিনটি বস্তু ব্যতীত কিছু পাই না। প্রথমতঃ তোমার কুনিয়াত আবু ইয়াহইয়া। এই নামে একজন নবী ছিলেন। আর এ নামে তোমার কোন সন্তান নেই। দ্বিতীয়তঃ তুমি বড় অমিতব্যয়ী। তৃতীয়তঃ তুমি নিজেকে একজন আরব বলে দাবী করো। জবাবে তিনি বলেন, এই কুনিয়াত আমি নিজে গ্রহণ করিনি। এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্বাচিত। দ্বিতীয়তঃ অমিতব্যয়িতা, আমার এ কাজের ভিত্তি হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই বাণী 'যারা মানুষকে অন্ন দান করে এবং সালামের জবাব দেয় তারাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। তৃতীয় অভিযোগটির জবাব হ'ল প্রকৃতই আমি একজন আরব সন্তান। শৈশবে রোমবাসী আমাকে লুট করে নিয়ে যায়।[৩৫]

মৃত্যু ও দাফন :

৩৮ হিজরীর শাওয়াল মাসে ছুহাইব (রাঃ)-এর ঘটনাবহুল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মহান আল্লাহ পাকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৭০ বছর বয়সে তিনি পরপারে পাড়ি জমান। ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। তাকে বাক্বীউল গারকাদে দাফন করা হয়।[৩৬]

পরিশেষে আসুন! দ্বীনের জন্য সবকিছু বিসর্জনকারী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্যতম সাথী মযলূম ছাহাবী ছুহাইব বিন সিনানের জীবন থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি এবং দুনিয়াবী স্বার্থদ্বন্দ্ব পরিহার করে স্রেফ পরকালীন মুক্তির প্রত্যাশায় দ্বীনে হক এর অন্যতম সহযাত্রী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করি। আল্লাহ আমাদের কবূল করুন- আমীন!

---

২৯. *মুখতাছার তাফসীর ইবনু কাছীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮১।*
৩০. *ঐ, ইবনু কাছীর ১/১৮৪-১৮৫ পৃঃ; আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী, তায়সীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৪১৭/১৯৯৭) পৃঃ ৭৬।*
৩১. *তাবাকাতুল কুবরা ৩/২৩০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াহ ১০/৬৭১।*
৩২. *তাবাকাতুল কুবরা, ৩/২২৬।*
৩৩. *তাবাকাতুল কুবরা, পৃঃ ২২৬; সিয়ার ২/১৯; মুনতাযাম ৫/১৫৫; মা'রেফাতুছ ছাহাবা, পৃঃ ৩।*
৩৪. ইছাবা, ৩/৪৫১ পৃঃ।
৩৫. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/২৫; তাবাকাতুল কুবরা, ৩/২২৭।*
৩৬. *তাবাক্বাতুল কুবরা ৩/২৩০ পৃঃ; মুনতাযাম ৫/১৫৬ পৃঃ; সিয়ার ২/২৬ পৃঃ।*

মনীষী চরিত

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)

*ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

হাদীছ সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণ, শিক্ষাদান, প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করতঃ ইলমে হাদীছকে বিরুদ্ধবাদী ও ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের কালো থাবা থেকে হেফাযত করে যাঁরা মুসলিম জাতির হৃদয়ের মণিকোঠায় সমাসীন হয়ে আছেন, ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) তাঁদের প্রথম সারির অন্যতম। হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অনবদ্য সংকলন 'সুনানে আবূদাঊদ' তাঁকে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় করে রেখেছে।

নাম, জন্ম ও বংশ পরিচয় :

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)-এর প্রকৃত নাম সুলাইমান, পিতার নাম আশ'আছ।[১] লক্বব বা উপাধি আল-ইমামুছ ছাবত (الإمام الثبت), সাইয়েদুল হুফফায (سيد الحفاظ),[২] শায়খুস সুন্নাহ (شيخ السنة),[৩] কুনিয়াত আবূদাঊদ,[৪] নিসবত আল-আযদী আস-সিজিস্তানী।[৫]

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)-এর বংশপরিক্রমার ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম যাহাবীর বর্ণনানুসারে তাঁর বংশ পরিক্রমা হ'ল- সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ ইবনে ইসহাক ইবনে বাশীর ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আমর আল-আযদী আস-সিজিস্তানী।[৬] আব্দুর রহমান ইবনে আবু হাতিমের বর্ণনা মতে, সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আমর ইবনে আমের।[৭]

আল্লামা খতীব বাগদাদী স্বীয় تاريخ بغداد গ্রন্থে লিখেছেন সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ ইবনে ইসহাক ইবনে বাশীর ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আমর ইবনে ইমরান।[৮]

ইমাম আবু দাঊদ (রহঃ) ২০২ হিজরী[৯] মোতাবেক ৮১৭ খৃষ্টাব্দে সিজিস্তান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[১০] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনু খাল্লিকান বলেন, ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)-কে সিজিস্তানের দিকে সম্পর্কিত করা হয়, যা বছরার একটি শহর। বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ বক্তব্যটি সঠিক নয়; যদিও তিনি ইতিহাসবিদ এবং বংশবিদ হিসাবে খ্যাত।

তাজুদ্দীন সুবকী এ সম্পর্কে বলেন, এটা তার ধারণা মাত্র। সঠিক ব্যাপার এই যে, এ সম্পর্কটি ঐ স্থানের দিকে, যা হিন্দুস্থানের পাশে অবস্থিত। অর্থাৎ এটি মিস্তান নামক স্থানের দিকে সম্পর্কিত যা সিন্ধু ও হিরাতের মধ্যখানে এবং কান্দাহারের নিকটবর্তী একটি স্থান বা দেশ। আরবের লোকেরা এ দেশটিকে কখনো কখনো সাজমী নামে আখ্যায়িত করত।[১১]

শিক্ষাগ্রহণ ও দেশ ভ্রমণ :

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) স্বদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে উচ্চশিক্ষার জন্য সমকালীন যুগের প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশ ও জনপদের যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছগণের দ্বারস্থ হয়েছেন। আল্লামা খতীব বাগদাদী বলেন,

رحل وطوف وجمع وصنف وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين.

'তিনি ইরাক, খুরাসান, সিরিয়া, মিসর, জাযিরাতুল আরব প্রভৃতি দেশ ও জনপদে ভ্রমণ করে তথাকার যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষাগ্রহণ, শ্রবণ, সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন।[১২] তিনি হাদীছ শিক্ষা ও সংগ্রহের জন্য তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাভূমি নামে খ্যাত বাগদাদে একাধিকবার গমন করেছেন এবং বছরাতে দীর্ঘকাল অবস্থান করেছেন।[১৩]

শিক্ষক মণ্ডলী :

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) দেশ-বিদেশের অসংখ্য মনীষীদের নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ, সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনু মঈন, কুতাইবা ইবনু

---

* প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।

১. হাজী খলীফা, কাশফুয যুনূন আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনূন, (বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তাবি) ১/১০০৪।
২. হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায ২/৫৯১।
৩. বদরুদ্দীন আইনী, মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাঊদ (বৈরুতঃ মাকতাবাতু দারিল কুরআন ওয়াল হাদীছ, ২০০৪ ইং/১৪২১ হিঃ), ১/১৩।
৪. আস-সাম'আনী, আল-আনসাব (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ইং/১৪১৯ হিঃ), ৩/২৪৮।
৫. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাকরীবুত তাহযীব (মুদ্রণস্থান ও তারিখ বিহীন), পৃঃ ২০৩; কাযী আবু ইয়ালা, ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, তাবি), ১/১৫৯।
৬. তাযকিরাতুল হুফফায, ২/৫৯১।
৭. হাফিয জালালুদ্দীন আবিল হাজ্জাজ ইউসুফ আল-মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল (বৈরুতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯২ ইং/১৪১৩ হিঃ) ১১/৩৫৫।
৮. খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ (মিসরঃ মাকতাবাতুল খানজী, ১৯৩০ ইং/ ১৩৪৯ হিঃ), ৭/১৫৩।
৯. হাফিয আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৩খৃঃ /১৪১৩ হিঃ), ১১/৩৬৫।
১০. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬খৃঃ /১৪০৬ হিঃ), ২/১০৬।
১১. শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী, বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪খৃঃ /১৪২৫ হিঃ), পৃঃ ২৩৪।
১২. ইবনুল ইমাদ হাম্বলী, শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাবা (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তাবি), ২/১৬৭; তারীখু বাগদাদ, ৭/১৫৩।
১৩. আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০খৃঃ/১৪১০ হিঃ), ১/১০৩।

সাঈদ, আবু বকর ইবনে আবী শায়বা,[১৪] ইসহাক ইবনু রাহওয়াহ প্রমুখ।[১৫]

ছাত্রবৃন্দ :

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) উচ্চশিক্ষা সমাপনের পর ইলমে হাদীছ শিক্ষাদান ও সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অধ্যাপনার যশ ও খ্যাতি অতি অল্প সময়ের মধ্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দেশ-বিদেশের অনেক জ্ঞানপিপাসু তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর অগণিত ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ), আল-হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ আয-যারিঈ, আল-হুসাইন ইবনে ইদরীস আল-হারুভী, যাকারিয়া ইবনু ইয়াহইয়া আস-সাজী, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ আল-আহওয়াযী, স্বীয় পুত্র আবু বকর ইবনে আবূদাঊদ প্রমুখ।[১৬] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)-এর উস্তাদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিকট থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৭]

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) রচিত গ্রন্থরাজী :

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)-এর অনবদ্য সংকলন ও অমর কীর্তি হ'ল সুনানে আবূদাঊদ। এ ছাড়াও তিনি আরো অনেক মূল্যবান গ্রন্থরাজী রচনা করেছেন।

(১) كتاب الناسخ والمنسوخ (কিতাবুন নাসিখ ওয়াল মানসূখ)।

(২) كتاب المسائل (কিতাবুল মাসায়িল)

(৩) كتاب المراسيل (কিতাবুল মারাসীল) : এ গ্রন্থটি ১৩১০ হিজরীতে কায়রো থেকে, ১৪০৬ হিজরীতে বৈরুতের দারুল ক্বলম এবং দারুল মা'রেফাহ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

(৪) فضائل الأنصار (ফাযায়িলুল আনছার)।

(৫) معرفة الأوقات (মা'রেফাতুল আওক্বাত)।

(৬) ماتفرد به أهل الأنصار (মা তাফাররাদা বিহী আহলুল আনছার)।

(৭) مسند امام مالك (মুসনাদু ইমাম মালেক)।

(৮) الرد على القدرية (আর-রাদ্দু আলাল ক্বাদরিয়্যা)।

(৯) كتاب أصحاب الشعبى (কিতাবু আছহাবুশ শা'বী)।

(১০) كتاب بدء الوحى (কিতাবু বাদউল অহী)।

(১১) كتاب الزهد (কিতাবুয যুহ্দ)।

ইমাম আবূদাঊদ অনুসৃত মাযহাব :

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) একজন মুজতাহিদ ছিলেন নাকি কোন মাযহাবের অনুসারী মুক্বাল্লিদ ছিলেন এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা আবু ইসহাক সিরাজী ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)-কে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী গণ্য করেছেন। সৈয়দ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী আল্লামা ইবনু তায়মিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) হাম্বলী মতাবলম্বী ছিলেন। কেননা তাঁর গ্রন্থে হাম্বলী মাযহাবের পক্ষে দলীল পেশা করা যায় এমন সব হাদীছ প্রাধান্য পেয়েছে।[১৮] নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী বলেন, ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[১৯]

আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) স্বীয় 'তুহফাতুল আহওয়াযী' নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

لم يثبت أيضا بدليل صحيح كون الامام ابى داود والنسائى مقلدين للامام أحمد بن حنبل فى الاجتهاديات وإنما هوظن من هذا البعض وإن الظن لايغنى من الحق شيئا-

'ছহীহ দলীলের আলোকে একথা সাব্যস্ত হয় না যে, ইজতিহাদী মাসআলায় ইমাম আবূদাঊদ ও ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-এর মুক্বাল্লিদ বা অনুসারী ছিলেন। এটা কতিপয় বিদ্বানের ধারণা মাত্র। আর ধারণার মাধ্যমে কোন বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া যায় না।[২০]

আল্লামা মুবারকপুরী (রহঃ) আরও বলেন,

كما ان البخارى رحمه الله تعالى كان متبعا للسنة عاملا بها مجتهدا غيرمقلد لأحد من الائمة الأربعة وغيرهم، كذلك مسلم والترمذى وابوداود والنسائى وإبن ماجه كلهم كانوا متبعين للسنة عاملين بها مجتهدين غير مقلدين لأحد-

'ইমাম বুখারী (রহঃ) যেমন ইমাম চতুষ্টয়ের বা অন্য কোন ইমামের অনুসারী ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন সুন্নাতের অনুসারী ও তদানুযায়ী আমলকারী এবং মুজতাহিদ।

১৪. *শামসুল হক আযীমাবাদী, মুক্বাদ্দামা আওনুল মা'বুদ শরহে সুনানে আবূদাঊদ (মদীনা: আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ, ১৯৬৮ ইং/১৩৮৮ হিঃ), ১/৩।*
১৫. *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ১১/৩৫৬-৫৯।*
১৬. *হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিরারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬ ইং/ ১৪১৭ হিঃ) ১৩/২০৫-৬।*
১৭. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১১/৬৪; তাহযীবুত তাহযীব, ২/৩৯৯ পৃঃ।*
১৮. *আত-তুহফাতু লি তালিবিল হাদীছ, পৃঃ ৪৩।*
১৯. *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৯৮৫), পৃঃ ২৪৯।*
২০. *মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/২৭৯।*

অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ও ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) তাঁরা প্রত্যেকেই সুন্নাতের অনুসারী ও তদানুযায়ী আমলকারী এবং মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁরা কেউ কোন ইমামের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না'।[২১]

আল্লামা শিব্বীর আহমাদ ওছমানী তাঁর, مقدمة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم গ্রন্থে লিখেছেন, قال بعض البارعين في علم الاثر اما البخارى وابوداود فامامان في الفقه وكانا من اهل الاجهاد– 'কতিপয় হাদীছ বিশেষজ্ঞ বলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) এরা দু'জন ফিকহী ইমাম ও মুজতাহিদ ছিলেন।[২২] ইমাম যাহাবী বলেন, وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها. 'তিনি সালাফে ছালেহীনের অনুসৃত পন্থায় সুন্নাতের অনুসারী এবং সুন্নাতের প্রতি আত্মসমর্পণকারী ছিলেন'।[২৩] উপরোক্ত আলোচনার আলোকে প্রমাণিত হ'ল যে, ইমাম আবূদাঊদ মুজতাহিদ ছিলেন, মুক্বাল্লিদ নয়।

চরিত্র ও তাক্বওয়া :

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) অনুপম চরিত্র-মাধুর্যের অধিকারী ছিলেন। অপরিসীম তাক্বওয়া ও মিতব্যয়িতার ক্ষেত্রে তাঁকে উপমা হিসাবে পেশ করা যায়। মুহাম্মাদ ইবনু বকর ইবনে আব্দুর রাযযাক বলেন, كان لأبى داود كم واسع وكم ضيق فقيل له ماهذا يرحمك الله؟ فقال: هذا الواسع للكتب والآخر لايحتاج إليه– 'ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)-এর জামার একটি হাতা প্রশস্ত এবং অপরটি সংকীর্ণ ছিল। তাঁকে বলা হ'ল (আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন) জামার হাতা একটি প্রশস্ত এবং অপরটি সংকীর্ণ হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন, একটি হাতার মধ্যে লিখিত হাদীছ সমূহ রেখে দেই বিধায় এটিকে প্রশস্ত রেখেছি। আর অপরটির মধ্যে এ জাতীয় কিছু নেই বলে সংকীর্ণ রেখেছি'।[২৪]

জনৈক মনীষী ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) সম্পর্কে বলেন, وكان في أعلى درجة النسك والعفاف والصلاح والورع من فرسان الحديث. 'হাদীছ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে ইবাদতগুযার, নির্মল চরিত্রের অধিকারী, সৎ ও আল্লাহভীরু মুত্তাক্বী ব্যক্তি'।[২৫]

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, 'ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)-এর ব্যক্তিগত গুণাবলী অসংখ্য। তিনি তাক্বওয়া, আল্লাহভীরুতা, পবিত্রতা ও ইবাদত-বন্দেগীর দিক থেকে উচ্চস্থানের অধিকারী ছিলেন'। হাফিয মূসা ইবনে হারূন বলেন, خلق ابوداود في الدنيا للحديث والاخرة للجنة وما رأيتُ افضل منه. 'ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)-কে দুনিয়াতে হাদীছের জন্য এবং পরকালে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি তাঁর চেয়ে অধিক উত্তম কোন ব্যক্তি দেখিনি'।[২৬]

আবু হাতিম ইবনু হিব্বান বলেন, أبوداود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا واتقانا. 'আবূদাঊদ (রহঃ) ছিলেন একজন অন্যতম প্রখ্যাত ইমাম। একাধারে তিনি ছিলেন ফক্বীহ, আলিম, হাফিয, কৃচ্ছতাবলম্বী, আল্লাহভীরু-মুত্তাক্বী ব্যক্তি'।[২৭]

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) দুনিয়া বিমুখ ও অকুতোভয় সাহসী মসিযোদ্ধা ছিলেন। ধনী-দরিদ্র, শক্তিশালী-দুর্বল, রাজা-প্রজা সকলেই ছিল তাঁর নিকট সমান। কারো ক্ষমতা ও শক্তির কাছে তিনি মাথা নত করেননি। নিম্নোক্ত ঘটনায় তার বাস্তব প্রমাণ মেলে। আবু বকর ইবনু জাবির বলেন, 'আমি ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)-এর সাথে বাগদাদে অবস্থানকালে একদা মাগরিবের ছালাতান্তে দরজায় করাঘাতের শব্দ পেলাম। দরজা খোলার পর বাদশা আবু আহমাদ আল-মুওয়াফফাকের জনৈক খাদেম তাঁর দিকে ইশারা করে বললেন, ইনি বাদশা আবু আহমাদ আল-মুওয়াফফাক, ইমাম ছাহেবের নিকট প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। আমি ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)-এর নিকট প্রবেশ করে বাদশার আগমন বার্তা জানালাম। তিনি তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। বাদশা ঘরে এসে বসলে ইমাম ছাহেব তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, এ অসময়ে মহামান্য বাদশার আগমন কি উদ্দেশ্যে? বাদশা বললেন, তিনটি উদ্দেশ্যে আপনার নিকট এসেছি। তিনি বললেন, সেগুলো কি কি? উত্তরে বাদশা বললেন, আপনি বছরায় গমন করবেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করবেন। যাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীগণ এসে আপনার নিকট ইলমে হাদীছের অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার হ'তে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। তিনি (আবূদাঊদ) বললেন, এটা একটি হ'ল, দ্বিতীয়টি বলুন। বাদশা বললেন, আপনি আমার সন্তানদেরকে কিতাবুস সুনান শিক্ষা দিবেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার তৃতীয়টি বলুন। বাদশা

২১. *ঐ।*
২২. *মুক্বাদ্দামাতু ফাতহুল মুলহিম, ১/১০১।*
২৩. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩/২১৫।*
২৪. *তারীখু বাগদাদ, ৭/১৫৫; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১১/৬৫।*
২৫. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১/৬৫; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ১১/৩৬৫; তারীখু বাগদাদ, ৭/১৫৫।*
২৬. *তাযকিরাতুল হুফফায, ২/৫৯২; মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/১০৪।*
২৭. *মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাঊদ লিল আইনী, ১/১৮; মুক্বাদ্দামাতু আওনুল মা'বুদ, ১/৪; আল-আনসাব, ৩/২৪৮।*

বললেন, আমার সন্তানদের যখন পাঠদান করবেন তখন সেখানে অন্য কোন শিক্ষার্থী থাকতে পারবে না। কেননা বাদশার সন্তানগণ সাধারণ জনগণের সাথে বসে শিক্ষার্জন করতে পারে না। জবাবে তিনি বললেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতর-ভদ্র, সম্মানিত-অসম্মানিত সবই সমান। কাউকে আলাদাভাবে শিক্ষাদান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঘটনাটি বর্ণনাকারী আবু বকর ইবনু জাবির বলেন, এরপর থেকে বাদশার সন্তানগণ ইমাম ছাহেবের মজলিসে উপস্থিত অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে বসে শিক্ষাগ্রহণ করত।[২৮]

ইন্তিকাল :

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) ২৭৫ হিজরী মোতাবেক ৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই শাওয়াল শুক্রবার বছরায় ইন্তিকাল করেন।[২৯] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।[৩০] প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ সুফিয়ান ছাওরীর কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৩১]

মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) :

সমসাময়িক এবং পরবর্তী মনীষীগণ ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) সম্পর্কে প্রশংসাসূচক নানা মন্তব্য করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত হ'ল:

আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াসীন বলেন,

كان أبو داود أحد حفاظ الأسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده فى أعلى درجة النسك والعفاف، والصلاح والورع من فرسان الحديث–

'ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের একজন হাফিয ছিলেন এবং হাদীছের দোষ-ত্রুটি ও সনদ সম্পর্কে তিনি ছিলেন একজন ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। হাদীছ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে ইবাদতগুযার, নির্মল চরিত্রের অধিকারী, সৎ ও আল্লাহভীরু মুত্তাক্বী ব্যক্তি'।[৩২]

আবু বকর আল-খলীল বলেন, أبو داود هو الإمام المقدم فى زمانه، رجل لم يسبقه الى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه احد فى زمانه– 'ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) সমকালীন যুগের অগ্রগামী ইমাম ছিলেন। ইলমে হাদীছ সঞ্চয়নে এবং সূক্ষ্মদর্শীতায় সমসাময়িক কেউই তাঁর সমকক্ষতায় উপনীত হ'তে পারেনি'।[৩৩]

ইমাম হাকিম বলেন, كان أبو داود إمام أهل الحديث فى عمره بلا مدافعة. 'ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) সমকালীন যুগের হাদীছবেত্তাদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম ছিলেন'।[৩৪]

আল্লামা ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

كان أبو بكر الاصبهانى وأبو بكر بن صدقة يرفعان من قدره ويذكرانه بما لايذكران أحد فى زمانه بمثله–

'আবুবকর আল-ইস্পাহানী এবং আবুবকর ইবনে সাদাক্বাহ ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ)-এর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন এবং তাঁর সম্পর্কে এমন প্রশংসামূলক আলোচনা করেছেন যে, সমসাময়িক অন্য কোন মনীষী সম্পর্কে এমন প্রশংসামূলক আলোচনা করেননি'।[৩৫]

হাফিয আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মানদাহ বলেন, الذين اخرجوا وميزوا الثابت من المعلول، والخطأ من الصواب أربعة: البخارى، ومسلم، ثم أبوداود، والنسائى. 'যে সকল মহামনীষী ইলমে হাদীছকে দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত করেছেন এবং ছহীহ-যঈফের মাঝে বিভাজন করে ইলমে হাদীছ সংরক্ষণ করেছেন, তাঁরা হ'লেন চার জন। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম (রহঃ)। অতঃপর ইমাম আবূদাঊদ এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ)'।[৩৬]

মাসলামা ইবনে কাসিম বলেন, كان ثقة زاهدا عارفا بالحديث امام عصره فى ذلك. 'তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত-নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ, কৃচ্ছতাবলম্বী, হাদীছ বিশেষজ্ঞ এবং তাঁর যুগের হাদীছের ইমাম'।[৩৭]

[চলবে]

---

২৮. *মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/১০৪; ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ, ১/১৬২; মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাঊদ লিল আইনী, ১/২০-২১।*
২৯. *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব, ২/১৬৮; তাযকিরাতুল হুফফায, ২/৫৯৩; আল-আনসাব, ৩/২৪৮।*
৩০. *ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ, ১/১৬২।*
৩১. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১১/৬৫; আত-তুহফাতু লি ত্বালিবিল হাদীছ, পৃঃ ৪৩।*
৩২. *মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাঊদ লিল আইনী, ১/১৮; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ১১/৩৬৫; তারীখু বাগদাদ, ৭/১৫৫।*
৩৩. *মুক্বাদ্দামাতু তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/১০৪।*
৩৪. *তাহযীবুত তাহযীব, ২/৩৯১; আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৩৫৯; তাযকিরাতুল হুফফায, ৫৯২।*
৩৫. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১১/৬৪; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ১১/৩৬৪; তারীখু বাগদাদ, ৭/১৫৫।*
৩৬. *মুক্বাদ্দামাতু শরহে সুনানে আবূদাঊদ লিলআইনী, ১/১৯; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ১১/৩৬৫; তাহযীবুত তাহযীব, ২/৩৯১।*
৩৭. *শাযারাতুয যাহাব ২/১৬৭-৬৮; আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ, পৃঃ ২৪৯-৫০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩/২১৩; আত-তুহফাতু লি ত্বালিবিল হাদীছ, পৃঃ ৪২; তাহযীবুত তাহযীব, ২/৩৯১।*

Contents

হাদীছের গল্প

জামা'আতে শামিল হওয়ার গুরুত্ব

*হাফেয মুকাররাম বিন মুহসিন**

তাবেঈ ওবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর রোগ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করবেন না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করব। নবী করীম (ছাঃ)-এর রোগ যখন গুরুতর আকার ধারণ করল, তখন তিনি একবার বললেন, লোকেরা কি ছালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! না, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার জন্য গামলায় (পাত্রে) পানি ঢাল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা পাত্রে পানি দিলে তিনি ওযূ করলেন এবং খুব কষ্ট করে দাঁড়াতে চাইলেন; কিন্তু অজ্ঞান হয়ে গেলেন। অতঃপর জ্ঞান ফিরে এলে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি ছালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার জন্য পাত্রে পানি ঢাল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি উঠে বসলেন এবং ওযূ করলেন। অতঃপর দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে আসলে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি ছালাত আদায় করেছে? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! না, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি আবার বললেন, আমার জন্য পাত্রে পানি ঢাল। তিনি উঠে বসলেন এবং তৃতীয়বার ওযূ করলেন। অতঃপর দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু এবারও অজ্ঞান হয়ে গেলেন। অতঃপর জ্ঞান ফিরলে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি ছালাত আদায় করেছে? আমরা বললাম, না, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, লোকেরা তখন এশার ছালাতের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর অপেক্ষায় মসজিদে অবস্থান করছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট এই সংবাদসহ লোক পাঠালেন যে, তিনি যেন লোকদের ছালাত পড়িয়ে দেন। বার্তাবাহক আবুবকরের নিকট পৌঁছে বলল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আপনাকে লোকদের ছালাত পড়িয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ) একজন কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বললেন, হে ওমর! আপনি লোকদের ছালাতের ইমামতি করুন। ওমর (রাঃ) বললেন, আপনিই এর জন্য অধিকতর যোগ্য। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবুবকরই সেই কয়দিনের ছালাতে ইমামতি করেছিলেন। অতঃপর একদিন নবী করীম (ছাঃ) কিছুটা সুস্থতা বোধ করলেন এবং দুই ব্যক্তির সাহায্যে যোহরের ছালাতের জন্য বের হ'লেন। যাদের মধ্যে একজন ছিলেন আব্বাস (রাঃ)। আর তখন আবুবকর লোকদের ছালাত পড়াচ্ছিলেন। আবুবকর যখন রাসূল (ছাঃ)-কে দেখলেন, তখন পিছনে সরে যেতে উদ্যত হ'লেন। নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে পিছনে সরে না আসতে ইশারা করলেন। আর সাথীদ্বয়কে বললেন, আমাকে আবু বকরের পাশে বসাও। সুতরাং তারা তাঁকে পাশে বসালেন এবং তিনি বসে থাকলেন, দাঁড়াতে পারলেন না।

রাবী ওবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দিল্লাহ বলেন, একবার আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম, আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তিকালের রোগ সম্পর্কে আমাকে যে বিবরণ দান করেছিলেন, তা কি আপনার নিকট পেশ করব না? তিনি বললেন, করুন। অতঃপর আমি তাঁর নিকট আয়েশার বিবৃত বিবরণ পেশ করলাম। তিনি তার কোন অংশই অস্বীকার করলেন না। শুধু একথাই জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি আব্বাসের সাথে ছিলেন আয়েশা (রাঃ) কি তাঁর নাম বলেছেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি ছিলেন আলী (রাঃ)।[1]

অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ)-এর রোগ বেড়ে গেলে একবার বেলাল তাঁকে ছালাতের সংবাদ দিতে আসলেন। রাসূল (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে বললেন, আবুবকরকে বল, মানুষের ছালাত পড়িয়ে দিতে। ফলে আবুবকর সে কয়দিনের ছালাত পড়িয়েছিলেন। অতঃপর একদিন নবী করীম (ছাঃ) কিছুটা সুস্থতা বোধ করলেন এবং দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে মাটিতে পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে মসজিদে প্রবেশ করলেন। যখন আবুবকর রাসূল (ছাঃ)-এর পদধ্বনি শুনতে পেলেন তখন পিছনে সরতে উদ্যত হ'লেন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাঁকে সরে না যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর তিনি অগ্রসর হয়ে আবুবকরের বাম দিকে বসে গেলেন। তখন আবুবকর দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে লাগলেন। আর রাসূল (ছাঃ) বসে ইমামরূপে ছালাত পড়তে থাকলেন। আবু বকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের ইক্বতেদা করলেন এবং লোকেরা আবু বকরের ছালাতের অনুসরণ করলেন।[2]

অন্য হাদীছে ফরয ছালাতের জামা'আতে শরীক হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর কঠোর হুঁশিয়ারী রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র

* আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. *বুখারী হা/৬৪৬; মুসলিম হা/৬২৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৭৯।*
২. *বুখারী হা/৬০৮; মুসলিম হা/১০৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৭২।*

কসম! আমার ইচ্ছা হয় কিছু লাকড়ি একত্র করার নির্দেশ দেই এবং তা একত্র করা হ'লে ছালাতের আযান দিতে আদেশ করি। আর আযান দেওয়া হ'লে আমি কাউকে হুকুম দেই লোকদের ইমামতি করতে, আর আমি সে সকল লোকের বাড়ী বাড়ী যাই যারা জামা'আতে উপস্থিত হয়নি এবং তাদের সহ তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেই। সেই আল্লাহ্র কসম! যার হাতে আমার জীবন রয়েছে! যদি তাদের কেউ একটা গোশতওয়ালা হাড়ের অথবা দুইটা ভাল খুরের খবর পেত তাহ'লে নিশ্চয়ই এশার ছালাতে হাযির হ'ত'।[৩]

জামা'আতে শরীক হওয়ার ব্যাপারে কোন অন্ধ ব্যক্তিকেও রাসূল (ছাঃ) ছাড় দেননি। যেমন- আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এক অন্ধ ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার এমন কোন লোক নেই যে আমাকে হাত ধরে মসজিদের দিকে নিয়ে যাবে। (অর্থাৎ লোকটি রাসূলের নিকট ঘরে ছালাত আদায়ের অনুমতি চাইল)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু সে যখন উঠে গেল তখন তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ছালাতের আযান শুনতে পাও? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) তখন বললেন, তবে মসজিদে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য আবশ্যক'।[৪]

শিক্ষা :

১. অসুস্থ থাকলেও জামা'আতে উপস্থিত হওয়া উত্তম।

২. অন্ধ ব্যক্তিকেও মসজিদে উপস্থিত হ'তে হবে।

৪. ইমাম আসবে এটা বুঝা গেলে ইমামের জন্য অপেক্ষা করা যায়।

৫. যোগ্য ব্যক্তিকে ছালাতের ইমামতির দায়িত্ব দিতে হবে।

৬. আবুবকর (রাঃ)-ই রাসূলের পরে খলীফা হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

নোট ঃ ছালাতের জামা'আতে উপস্থিত হ'তে পারলে ২৭গুণ বেশি ছওয়াব পাওয়া যায়।[৫] যে তিনটি কারণে জামা'আতে অনুপস্থিত থাকা যায়- ১. অসুস্থতা ২. শত্রুর ভয় ৩. ঝড়-বৃষ্টি।[৬]

৩. মুসলিম হা/১০৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৮৬।

৪. মুসলিম; মিশকাত হা/১০৫৪।

৫. বুখারী হা/৬০৯; মুসলিম হা/১০৩৮; মিশকাত হা/৯৮৫।

৬. বুখারী হা/৬২৬; মুসলিম হা/১১২৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৮৮; মুসলিম হা/১০৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০০৫; আবুদাউদ হা/৪৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা১০০১।

সুখবর! সুখবর!!

মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রণীত

☆ সমাজ বিপ্লবের ধারা

☆ নৈতিকভিত্তি ও প্রস্তাবনা

বই দু'টি নতুন সংস্করণে সুদৃশ্য চার রঙের প্রচ্ছদে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছে।

আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী প্রণীত

☆ একটি পত্রের জওয়াব

বইটি পুনঃমুদ্রিত হয়েছে। বইগুলোর জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ

মাসিক আত-তাহরীক অফিস
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫
মোবাইলঃ ০১৭১৬-০৩৪৬২৫; ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

মাসিক **আত-তাহরীক**-এর অর্থনীতির পাতার সম্মানিত লেখক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রবীণ প্রফেসর **শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান** প্রণীত **সূদ** বইটি বের হয়েছে। বইটিতে সূদের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ, সূদ ও মুনাফার পার্থক্য, সূদের কুফল ও পরিত্রাণের উপায় আলোচিত হয়েছে। সাথে সাথে মাল্টিলেভেল মার্কেটিং বিশেষতঃ জিজিএন, নিউওয়ে, ডেসটিনি ২০০০ লিঃ সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা পেশ করা হয়েছে। বইটির নির্ধারিত মূল্য ২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

যোগাযোগ

মাসিক আত-তাহরীক অফিস
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫
মোবাইলঃ ০১৭১৬-০৩৪৬২৫; ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

চিকিৎসা জগত

ডায়াবেটিস

-ডাঃ এস.এম.এ.মামুন*

ডায়াবেটিস কি?

আমাদের শরীরে ইনসুলিন নামক এক হরমোনের সম্পূর্ণ বা আপেক্ষিক ঘাটতি বা তার কার্যকারিতা হ্রাস পেলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এক পর্যায়ে তা প্রস্রাবের সাথে বেরিয়ে আসে। ইনসুলিন এবং গ্লুকোজের এই সামগ্রিক অবস্থাকে ডায়াবেটিস বলে। ডায়াবেটিস বলতে আমরা সাধারণত ডায়াবেটিস মেলাইটাস (Diabetes Mellitus) বুঝি। এছাড়া ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস (Diabetes Insipidus) নামে আর একটি রোগ আছে। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ডায়াবেটিস হ'লে আমাদের দেহে কম ইনসুলিন সৃষ্টি হয় অথবা এর উৎপাদিত ইনসুলিন তার স্বাভাবিক কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। এই রোগ হ'লে রক্তে দীর্ঘস্থায়ীভাবে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কত?

স্বাভাবিক অবস্থায় সুস্থ লোকের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ৬.১ মিলিমোল প্রতি লিটারে অথবা প্রতি ডেসিলিটারে ১১০ মিলিগ্রামের কম থাকবে।

রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কত হ'লে ডায়াবেটিস হবে?

যখন অভুক্ত অবস্থায় (Fashing stage) অর্থাৎ ৮ হ'তে ১৪ ঘন্টা অভুক্ত থাকার পর কোন ব্যক্তির রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ৭ মিলিমোল প্রতি লিটার অথবা প্রতি ডেসিলিটারে ১১০ মিলিগ্রাম বা তার বেশী হয়। অথবা যখন ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ার ১২০ মিনিট অর্থাৎ ২ ঘন্টা পরে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ১১.১ মিমিলমোল প্রতি লিটার বা ১৯৯ মিলিগ্রাম প্রতি ডেসিলিটারে বা তার বেশী হয়, তখন বুঝতে হবে ঐ ব্যক্তির ডায়াবেটিস হয়েছে।

রক্তে গ্লুকোজ বৃদ্ধির কারণ:

আমাদের পেটের ভিতর পাকস্থলীর ঠিক অগ্নাশয় (Pancreas) নামক একটি মিশ্র গ্রন্থি (Gland) আছে, যেখানে ইনসুলিন তৈরি হয়। ইনসুলিন হচ্ছে এক প্রকার হরমোন, যা গ্লুকোমাকে ভেঙ্গে শরীরের বিভিন্ন কাজে লাগাতে সাহায্য করে। কোন কারণে ইনসুলিন তৈরি না হ'লে বা নিঃসৃত ইনসুলিন কাজ করতে না পারলে তখন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। অতিরিক্ত বা বাড়তি গ্লুকোজ আমাদের দেহের দু'টি কিডনী ছাকতে বা শোধন করতে শুরু করে এবং গ্লুকোজকে প্রস্রাবের সাথে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। এই অবস্থাকে Glycosuria বলে।

ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কাদের বেশী?

১. যাদের বংশে বাপ-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানীর ডায়াবেটিস আছে।

২. যাদের মাত্রাতিরিক্ত অর্থাৎ স্বাভাবিকের তুলনায় ওযন বেশী।

৩. যারা ব্যায়াম করেন না বা স্বাভাবিক পরিশ্রমের কোন কাজ করেন না।

৪. যাদের বয়স ৩০-এর বেশী। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বাড়তে থাকে।

৫. যে মহিলার ৯ পাউন্ড বা তার অধিক ওযনের সন্তান প্রসবের ইতিহাস আছে।

৬. যারা অতিরিক্ত ফাস্টফুড বা কোমল পানীয় (Beverage cold drink) পান করেন। উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডে আইন করে স্কুলে ফাস্টফুড খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৭. যাদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের ইতিহাস আছে।

৮. যাদের শরীরে চর্বির মাত্রা অতিরিক্ত এবং যাদের রক্তে চর্বির অস্বাভাবিকতা (Dyslipidaemia) আছে।

৯. যে সকল মহিলা জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি (Oral contraceptive Pill) দীর্ঘদিন ধরে সেবন করেন।

১০. যারা উচ্চ রক্তচাপে (High Blood Pressor) ভোগেন।

১১. যারা মানসিক চাপ ও অনিদ্রায় ভোগেন।

১২. যারা দীর্ঘদিন ধরে Gluco corticoids যেমন রাতের জন্য Prednisolone, Dexamethasone ঔষধ সেবন করেন এবং যারা প্রস্রাব বৃদ্ধির জন্য Diurecties drug খান তাদের ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী।

১৩. এছাড়াও Cushing Syndrome, Acromegaly, Thyrotoxicosis, Haemochromatosis, Chronic Pancreatitis, Polycylic ovarian Syndrom ইত্যাদি রোগে যারা ভোগেন তাদের ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী।

ডায়াবেটিসের লক্ষণ:

(ক) ডায়াবেটিসের নির্দিষ্ট লক্ষণ:

ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, বেশী বেশী পিপাসা লাগা, অতিরিক্ত ক্ষুধা লাগা, স্বাভাবিক খাওয়া সত্ত্বেও ওযন কমে যাওয়া, ক্লান্তি ও দুর্বল বোধ করা ইত্যাদি।

(খ) অনির্দিষ্ট লক্ষণ সমূহ:

ঘা বা ক্ষত শুকাতে দেরী হওয়া, বার বার বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়া ও বাচ্চা না হওয়া, অকারণে ক্লান্তি ও অবসন্ন হওয়া, খোশ-পাচড়া ও চর্মরোগ দেখা দেওয়া, চোখে ঝাপসা ও কম দেখা, পায়ে চিনচিন করা, ব্যথা করা ও ব্যথার অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়া, মেয়েদের যৌনাঙ্গে চুলকানী ও ফ্যাংগাস আক্রান্ত হওয়া।

* এম.সি.পি.এস, এফ.এম.ডি. (ফ্যামিলি মেডিসিন), মেডিসিন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ, মেডিকেল অফিসার, মোহাম্মাদ আলী হাসপাতাল, বগুড়া।

ক্ষেত-খামার

বেগুনের রোগ ও পোকা দমনের উপায়

গ্রীষ্মে বেগুন চাষে বেশ কয়েকটি সমস্যা দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা, জ্যাসিড, জাব পোকা, ক্ষুদ্র লাল মাকড়, ক্ষুদ্র পাতা ও ফল পচা রোগ। বেগুনের সবচেয়ে ক্ষতিকারক পোকা হ'ল ডগা ও ফল ছিদ্রকারী মাজরা পোকা। আকারে এ পোকার মথ মাঝারি। রং সাদা। সামনের পাখায় কালো ও বাদামি ছিটযুক্ত দাগ রয়েছে। একটি স্ত্রী মথ তার জীবদ্দশায় ৮০-২৫০টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা বা কিড়া বের হ'তে গ্রীষ্মকালে ৩-৫ দিন এবং শীতকালে ৭-৯ দিন পর্যন্ত সময় লাগে।

কিড়া বেগুন গাছের কচি ডগা, মুকুল বা ফুল, পাতার বোঁটা অথবা কচি ফল ছিদ্র করে ভেতরে ঢুকে খেতে থাকে এবং সেখানেই বাড়তে থাকে। আক্রান্ত ডগা ও পাতা ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই সেগুলো শুকিয়ে যায়। কখনো কখনো আক্রান্ত ও শুকনো শাখার পাশ থেকে নতুন শাখা গজায়। ফুল ও ফল আসা শুরু হ'লে ডগা এবং পাতায় আক্রমণ কমে যায়। আক্রান্ত ফলের গায়ে সৃষ্ট ছিদ্রের চিহ্ন দেখা যায়। ছিদ্রপথে কিড়ার মল দেখা যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশী হ'লে ফল পচে যায় ও ঝরে পড়ে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন- (১) বেগুন ক্ষেতে অন্তঃফসল হিসাবে চারা রোপণের আগে বা একই সময় দুই সারির মাঝে ধনিয়া, পেঁয়াজ বা রসুন চাষ করতে হয় (২) সুস্থ-সবল চারা রোপণ করতে হবে (৩) বেগুনের জমি গভীরভাবে চাষ দিতে হবে (৪) ক্ষেত আগাছামুক্ত রাখতে হবে (৫) চারা রোপণের দু'সপ্তাহ পর থেকে নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে (৬) আক্রান্ত ডগা, পাতা ও ফল দেখামাত্র সংগ্রহ করে ভেতরের কিড়া মেরে ফেলতে হবে (৭) বেগুন গাছের নিচের দিকে পুরনো পাতা ও ২-৩টি কুশি ভেঙ্গে দিতে হবে (৮) ক্ষেত আগাছা ও অন্যান্য আবর্জনা মুক্ত রাখতে হবে (৯) ক্ষেতে সুষম সার ব্যবহার করতে হবে ও (১০) ক্ষেতের আশপাশ ও আইল থেকে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

শতকরা ১০ ভাগের বেশী ডগা ও বেগুন আক্রান্ত হ'লে কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে। সাইপারমেথ্রিন বা কার্বোসালফান বা ফিপ্রোনিল জাতীয় কীটনাশক বোতলের গায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী স্প্রে করতে হয়। চারা রোপণের ৭ দিন পর ১ চামচ দানাদার কার্বোফুরান চারার গোড়ার চারদিকে মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে এমনভাবে সেচ দিতে হবে, যাতে ৪-৫ দিন মাটি ভেজা থাকে। এর ২১ দিন পর আরেকবার দানাদার কার্বোফুরান একই পদ্ধতিতে গাছের গোড়ার চারদিকে প্রয়োগ করতে হয়। কীটনাশকের বদলে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে খরচ কমানোর পাশাপাশি পরিবেশ দূষণও কমানো যায়।

জাব পোকার গায়ের রং সাধারণত হালকা সবুজ। আকারে ছোট। একই পাতায় বা কচি কাণ্ডে এরা দলবদ্ধভাবে বাস করে। এরা পাতার নিচের দিকে অবস্থান করে পাতা থেকে রস চুষে খায়। ফলে আক্রান্ত পাতা বিবর্ণ হয় ও কুঁকড়ে যায়। বাংলাদেশে গ্রীষ্মের আবহাওয়ায় জাব পোকার বংশবিস্তারের জন্য অনুকূল বলে সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে হয়। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তা হ'ল বেগুন ক্ষেতে সুষম সার ব্যবহার করা, এতে গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। যেহেতু কচি ও বাড়ন্ত গাছেই আক্রমণ বেশী হয়, সেজন্য আগাম চারা রোপণ জাব পোকার আক্রমণ কমাতে কিছুটা সাহায্য করে। আক্রান্ত ক্ষেতে একপাশে হলুদ কাপড় বা ব্যানার টাঙিয়ে রাখলে এ পোকা হলুদ রংয়ে আকৃষ্ট হয়ে আটকা পড়ে। এতে পোকার সংখ্যা কমানো যায়। কীটনাশক কম ব্যবহার করলে কিছু কিছু পরভোজী উপকারী পোকা এদের বা এদের বাচ্চাদের ধরে খেয়ে সংখ্যা কমাতে সাহায্য করে। এর ফলে কীটনাশক ব্যবহার না করলেও চলে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে কেরোসিন মিশ্রিত ছাই পাতার নিচে ছিটিয়ে এদের সংখ্যা কমানো যায়। নিমের নির্যাস ব্যবহার করেও এদের সংখ্যা কমানো যায়। নিমের নির্যাস তৈরীর জন্য ৫০০ গ্রাম কাঁচা ও সবুজ নিমপাতা থেঁতলে ২-৩ লিটার পানিতে ৩-৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। এর সঙ্গে ৫ গ্রাম সাবানের গুঁড়ো এবং আরো পানি মিশিয়ে ৫ লিটার করে ২০ মিনিট জ্বাল দিয়ে, ৫ গ্রাম তুঁতে যোগ করে মিশ্রণটি ছেঁকে জাব আক্রান্ত ক্ষেতে পাতার নিচের দিকে স্প্রে করতে হয়। আক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করলে ইমিডাক্লোরপিড জাতীয় (এডমায়ার, ইমিটাফ ইত্যাদি) বা ডাইমোথোয়েট জাতীয় (স্টার্টার, নুগর, টাফগার, ডায়মোথোয়েট সেলাথয়েট, বিস্টারথয়েট, ডেলাথয়েট ইত্যাদি) কীটনাশক প্যাকেটের গায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী স্প্রে করতে হয়।

মুরগির খামার করে স্বাবলম্বী

সঠিক পরিকল্পনা আর কাজের প্রতি আন্তরিক থাকলে যে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছানো যায় এটা প্রমাণ করেছেন কুষ্টিয়া যেলার খোকসার শিক্ষিত বেকার যুবক রিপন, বাবু, মুস্তাফীয, সুজনসহ শতাধিক বেকার যুবক। কালিবাড়ী পাড়া গ্রামের বিএ পাস যুবক রিপন। স্থানীয় একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ ও অর্থঋণ সহায়তায়

Contents

পোলট্রি ফার্ম করে তিনি এলাকায় এক অনন্য মডেল হিসাবে পরিচিতি পেয়েছেন। পোলট্রি ফার্মের মাধ্যমে বছরে তিনি যে অর্থ উপার্জন করেন, তা থেকে তার সংসারের খরচ মিটিয়েও লক্ষাধিক টাকা সঞ্চয় হিসাবে থাকে। ইন্টারমিডিয়েট পাস হিলালপুর গ্রামের সুজনও একটি সংস্থার অর্থঋণ আর কর্মীদের সচেতনতামূলক পরামর্শ কাজে লাগিয়ে পোলট্রি ব্যবসার মাধ্যমে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। দুঃসহ বেকারত্বের অভিশাপমুক্ত আত্মপ্রত্যয়ী এক প্রতিষ্ঠিত যুবকের দৃষ্টান্ত সে। কর্মসংস্থানের চিন্তায় সুজন এক সময় হতাশাগ্রস্ত হয়েছিল। স্থানীয় একটি সংস্থার ম্যানেজারের পরামর্শে প্রথমদিকে পরীক্ষামূলক ৫০টি মুরগির বাচ্চা কিনে ঘরের বারান্দায় তার পোলট্রি ফার্মের যাত্রা শুরু হয়। এরপর আর পেছনে ফিরতে হয়নি তাকে। শিক্ষিত বেকার যুবক বাবুও মাত্র ৫ হাযার টাকা পুজি নিয়ে ছোট আকারে একটি পোলট্রি ফার্ম তৈরি করে সে আজ বড় ৩টি পোলট্রি ফার্মের মালিক। দক্ষ হাতের পরিচর্যা, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সার্বক্ষণিক নযরদারি সর্বোপরি সার্বক্ষণিক ফার্মের প্রতি অক্লান্ত পরিশ্রম ঈর্ষণীয় সফলতা বয়ে এনেছে বাবুর জীবনে।

কুইক কম্পোস্ট বা দ্রুত মিশ্র জৈব সার

স্বল্প সময়ে (১৫ দিনে) তৈরী ও ব্যবহার উপযোগী উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন জৈব সার।

তৈরির উপাদান:

খৈল, কাঠের গুঁড়া বা চালের কুঁড়া ও অর্ধপচা (ডিকম্পোজ্ড) গোবর বা হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা (১:২:৪:)।

তৈরীর পদ্ধতি:

- খৈল ভালোভাবে গুঁড়া করে চালের কুঁড়া/কাঠের গুঁড়া ও ডিকম্পোজ্ড গোবরের সাথে উত্তমভাবে মিশাতে হবে।
- মিশ্রণে পরিমাণ মতো পানি যোগ করে কাই বানাতে হবে যাতে ঐ মিশ্রণ দিয়ে কম্পোস্ট বল তৈরী করলে ভেঙ্গে যাবে না। কিন্তু ১ মিটার উপর থেকে ছেড়ে দিলে ভেঙ্গে যাবে।
- মিশ্রিত পদার্থগুলো স্তূপ করে এমনভাবে রেখে দিতে হবে যাতে ভেতরে জলীয়বাষ্প আটকিয়ে পচনক্রিয়া সহজতর হয়। স্তূপটির পরিমাণ ৩০০-৪০০ কেজির মধ্যে হওয়া ভালো। স্তূপের সব উপাদান একবারে না মিশিয়ে ৩-৪ বারে মিশাতে হবে।
- শীতকালে স্তূপের উপরে ও চারদিকে চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। আর বর্ষাকালে বৃষ্টির জন্য পলিথিন ব্যবহার করতে হবে এবং বৃষ্টি থেমে গেলে পলিথিন সরিয়ে ফেলতে হবে।
- স্তূপ তৈরির ২৪ ঘণ্টা পর থেকে স্তূপের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং ৪৮-৭২ ঘণ্টার মধ্যে ৬০-৭০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় পৌছায়। অর্থাৎ স্তূপে তখন আঙ্গুল ঢোকালে অসহনীয় তাপমাত্রা অনুভূত হবে (৬০-৭০ ডিগ্রি সে.)। যার ফলে সৃষ্ট তাপে মিশ্রিত পদার্থ পরে নষ্ট হ'তে পারে। তাই স্তূপ ভেঙ্গে উলট-পালট করে ১ ঘণ্টা সময়ের জন্য মিশ্রণকে ঠাণ্ডা করে নিতে হবে এবং পুনরায় আগের মতো স্তূপ করে রাখতে হবে।
- এভাবে ৪৮-৭২ ঘণ্টা পর পর স্তূপ ভেঙ্গে উলট-পালট করতে থাকলে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত দ্রুত মিশ্র জৈব সার জমিতে প্রয়োগের উপযোগী হবে। সার তৈরি হ'লে তা ঝুরঝুরে শুকনা এবং কালো বাদামি রঙ হবে।

প্রয়োগমাত্রা:

- জমির উর্বরতা ও ফসলভেদে প্রতি শতাংশে প্রায় ৬-১০ কেজি কুইক কম্পোস্ট সার ব্যবহার করতে হয়। ফসলের জমি তৈরির সময়ে প্রতি শতাংশে ৬ কেজি এবং কুশি পর্যায়ে সেচের আগে ২ কেজি করে উপরিপ্রয়োগ করা যেতে পারে।
- সবজি ফসলের ক্ষেত্রে জমি তৈরির সময়ে প্রতি শতাংশে ৬ কেজি এবং ৪ কেজি সার রিং বা নালা করে সবজি বেড়ে প্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হয়।

পুষ্টিমান:

কুইক কম্পোস্ট সারে নাইট্রোজেন ২.৫৬% ফসফরাস ০.৯৮% ও পটাশিয়াম ০.৭৫% পাওয়া যায়। এছাড়াও ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও কিছু গৌণ খাদ্য উপাদান থাকে (ঢা.বি. ল্যাব. ১৯৯৯)।

ব্যবহারের উপকারিতা:

কুইক কম্পোস্ট সার ব্যবহারের ফলে মাটিতে বাতাস চলাচল বৃদ্ধি পায়, অনুজীবের ক্রিয়া বাড়তে থাকে, ফসলের প্রয়োজনীয় সব খাদ্যোপাদান সহজলভ্য হয়। ফলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় এবং গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন সম্ভব হয়।

[সংকলিত]

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

কবিতা

চলবেই প্রতিবাদ

-মুসাম্মাৎ জুলিয়া আখতার
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

যালিম তোদের উগ্র চোখে
মোরা তীক্ষ্ণ তলোয়ার
সংকিত নই অশিষ্টের মত
মোরা নত করি না শীর ॥
নিগ্রহে গড়া ফের্কাবাজরা
গ্রাস করেছে ধরা
সত্যের অসি দিয়ে ভাঙ্গব তাদের
শ্বাশত নামের জরা ॥
ন্যায়ের রণে অগ্নি মোরা
সত্যের বজ্রবাণ
বিদ'আতীদের চিত্তে তুলব মোরা
নিত্য ঝড় তুফান ॥
লোহিত জ্বলে হোক না সাগর
নেই কোন অবসাদ
ত্বাগূতের বিরুদ্ধে চলতেই থাকবে
অহি-র আলোকে অনিমিষ প্রতিবাদ ॥
***

ভুলের মাশুল

-সিরাজুদ্দীন
জলঢাকা, নীলফামারী।

হে প্রভু! জীবনে আমি করেছি অনেক ভুল
কেমনে দিব এত সব ভুলের মাশুল!
ধরায় আছে ছোট-বড় যত গোনাহ-পাপ
করেছি আমি, ঠকিয়েছি মানুষ, করিনি ইনছাফ।
ভালবাসিনি কাকেও, দিয়েছি সবারে ব্যথা ও আঘাত শত
হয়ে কাফের মুনাফেক পাষাণের মত।
যে আমার ছিল আপন, করেছি ক্ষতি তার
ভাই-বোন সকলেরে ভেবেছি দুশমন, ছিল না কেউ আপনার।
জেনেশুনে খেয়েছি সূদ, দিয়েছি ঘুষ শত-হাযার
কথায়-কাজে ছিল না সততা, ছিল শুধু মিথ্যার বাহার।
জোর কদমে বিপথে চলেছি, বাড়িয়েছি কেবল ধন
দেইনি যাকাত, দেইনি ওশর, হয়েছি কৃপণ।
দাড়ি রেখে ভাল মানুষ সেজে মাথায় দিয়ে টুপি
করেছি অপরের সম্পদ হরণ চুপি-চুপি।
ধোঁকার পর ধোঁকা- ছিল না কোন শেষ
দিন যায় ক্ষণ যায় ক্রমে বোঝে মানুষ আমার উদ্দেশ।
এখন তাই আর কেউ বাসে না মোরে ভাল
আমি চোখে দেখি শরষে ফুল শুধুই আঁধার কালো।
আজ আমি নিরুপায়, বড় হতাশ হয়ে কাঁদে তাই অন্তর
ক্বিয়ামতে কঠিন বিপদের দিনে উপায় কি হবে মোর?
কষ্টে বুক ফেটে যায় চোখে আসে তপ্ত জল
কেঁদে কেঁদে হই হয়রান, হারিয়ে দেহের শক্তি-বল।
দাও মোরে বলে দাও হে রহমান মাকবূল!
এতসব ভুলের আমি কেমনে দিব মাশুল?
করিও ক্ষমা প্রভুহে দয়াময় কবূল কর মুনাজাত
তোমার অধম বান্দা যেন পায় আখিরাতে নাজাত॥
***

স্বাধীনতা তুমি

-মুহাম্মাদ আবু রায়হান
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

স্বাধীনতা তুমি রক্তিম খুন
স্বাধীনতা বিজয়ের গান,
স্বাধীনতা তুমি বাঙালী জাতির
শ্রেষ্ঠ অবদান ॥
স্বাধীনতা তুমি আমার দেশের
মুক্ত স্বাধীন পাখি,
স্বাধীনতা তুমি দুঃখী মায়ের
হাঁসি মাখা দু'টি আঁখি ॥
স্বাধীনতা তুমি নীল গগনের
মুক্ত উড়ন্ত পতাকা,
স্বাধীনতা তুমি রং-তুলি
যেমনটা খুশি আঁকা ॥
স্বাধীনতা তুমি সোনার বাংলার
বীর শহীদের ভক্ত,
স্বাধীনতা তুমি আপন ভাইয়ের
তর তাজা লাল রক্ত ॥
***

মূল্যহীন ওরা

-মাহবুবুল হক
বালুবাগান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

প্রবাল দ্বীপের বালুকা বেলায় পথ চলতে
দেখেছিলাম আমি তাকে ঝিনুক কুড়াতে
ছোট্ট এক মেয়ে সে, নাম তার শিরিন
সাগর সৈকতে বেড়ায় ঘুরে ঝিনুকের খোঁজে সারাদিন।
ট্যুরিস্ট দেখলেই ছুটে আসে ছোট্ট দু'টি পায়ে
রঙ-বেরঙের ঝিনক ও শামুকের রকমারী পশরা নিয়ে
হারিয়ে গেছে বাবা তার সর্বনাশা সিডরে,
মাছ ধরতে গিয়ে অন্তহীন দূর সাগরে
মাকে নিয়ে থাকে সে জীর্ণ এক কুটিরে
দৈন্য অভাব যেথায় নিত্য উঁকি মারে।
লেখাপড়া তার হয়নি শেখা পেটে ভীষণ খিদে
সামান্য খাবার পেলেই খুশি ওরা বড় সাধাসিদে।
জীবন এখানে দূর্বিষহ চলে নিরন্তর সংগ্রাম
লড়াই করে বেঁচে থাকা জীবনের আর এক নাম।
বহু কষ্টে দিন চলে যায় ঝরিয়ে মাথার ঘাম
মূল্যহীন ওদের জীবন কেউ দেয় না কোন দাম।
ওরাও দেখে স্বপ্ন একটু ভাল থাকার আশায়
ওদের সেই স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যায়।
উন্নয়নের জোয়ারে নাকি সারাদেশ ভেসে যায়
সেই জোয়ারের স্রোতধারা কভু আসে না এদের দরজায়।
***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।
২। কাজী নজরুল ইসলাম।
৩। জসীমুদ্দীন।
৪। ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।
৫। শামীম শিকদার।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (খাদ্য ও পুষ্টি)-এর সঠিক উত্তর

১। ৬টি। যথা- প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ পদার্থ, খনিজ লবণ, পানি ও ভিটামিন।
২। ৫ লিটার।
৩। স্নেহ জাতীয় খাদ্যের।
৪। দুধ, মধু, চিনি, গ্লুকোজ, গুড় ইত্যাদি।
৫। কাঁচা অবস্থায় ভিটামিন 'সি' এবং পাকা অবস্থায় ভিটামিন 'এ'।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক)

১। কোন দেশের পতাকা কখনো অর্ধনমিত করা হয় না?
২। কোন দেশের সংবিধান ও পার্লামেন্ট নেই?
৩। কোন দেশের নিজস্ব সেনাবাহিনী নেই?
৪। আফ্রিকার কোন দেশে কেন্দ্রীয় শাসন নেই?
৫। মধ্য এশিয়ার কোন দেশের সঙ্গে আফগানিস্তানের সীমান্ত নেই?

** সংগ্রহেঃ আবু কালাম আযাদ*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞানী পরিচিতি)

১। কোন বিজ্ঞানী বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতির ভিত প্রতিষ্ঠা করেন?
২। সর্বপ্রথম বায়ু কলের ধারণা দেন কে??
৩। 'আলো আমাদের চোখে আসে বলেই আমরা দেখতে পাই'- এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি কে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন?
৪। ঘড়ির যান্ত্রিক কৌশলের বিকাশ ঘটান কে?
৫। চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপরিচিত মুসলিম বিজ্ঞানীর নাম কি?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

বেড়াবাড়ী, মোহনপুর, রাজশাহী ১৫ ফেব্রুয়ারী রবিবার: অদ্য বাদ আছর মোহনপুর থানাধীন বেড়াবাড়ী ফুরকানিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার শিক্ষক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী বিধান পালনের গুরুত্ব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু নো'মান। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মৌসুমী খাতুন এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি সাগরিকা।

সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ২৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার: অদ্য সকাল ৭-টায় সমসপুর হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। তিনি সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র তথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গঠন, কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন হাট গাংগোপাড়া ডিগ্রী কলেজের ছাত্র খন্দকার শাহজাহান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সাজেদুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ হাবিল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয শহীদুল ইসলাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩ মার্চ শুক্রবার: অদ্য বাদ মাগরিব প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, আবুল কালাম আযাদ ও আবু নো'মান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সাইফুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে শহীদুল্লাহ আল-মা'রূফ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সোনামণি মারকায শাখার পরিচালক রবীউল আউয়াল।

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বাংলার ধনে আমেরিকা ধনী রাষ্ট্র হয়

বিশ্বের শীর্ষ ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সমৃদ্ধি অর্জন করেছে মূলতঃ পাক-ভারত উপমহাদেশে বাণিজ্যের মারফত। বিশেষ করে আমেরিকার প্রাথমিক সমৃদ্ধি অর্জনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসামসহ অন্যান্য এলাকা। দীর্ঘ পাঁচ বছরের এক গবেষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনী হওয়ার পেছনে বাংলার অবদানের এই অজানা ও চাঞ্চল্যকর কাহিনী বের হয়ে এসেছে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ও প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম এই গবেষণাটি করেন। তার এই গবেষণা বিশ্বের ১০টি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ফুলব্রাইট ফেলোশিপ ও ব্রিটিশ একাডেমী ফেলোশিপ নিয়ে ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত তিনি এ গবেষণা চালান। গবেষণার কাজে তিনি আমেরিকার বষ্টন, সেলেস, ইলিনয়ের জাদুঘর, আর্কাইভস এবং লন্ডনের ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী ব্যবহার করেন।

ডঃ হক গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এশিয়ান ট্রেড চালুর আগে আমেরিকা অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে বিবেচিত হ'ত না। এশিয়ান ট্রেডের কারণেই আমেরিকা বড় মাপের সামুদ্রিক শক্তি হিসাবে বিশ্ববাণিজ্যে আবির্ভূত হয়। ১৭৮৪ সালে চালু হওয়া এশিয়ান ট্রেড মূলতঃ আমেরিকার শিল্প বিপ্লবের পথ খুলে দেয়। এর মাধ্যমে পুঁজি বাড়িয়ে আমেরিকান উদ্যোক্তারা একের পর এক শিল্পকারখানা গড়তে থাকে। এশিয়ান ট্রেডের পরই অর্থনৈতিক মানদণ্ডে আমেরিকা ব্রিটেনের সমকক্ষ হয়ে যায়। আমেরিকার এই এশিয়ান ট্রেডের মধ্যে ছিল 'বেঙ্গল ট্রেড' এবং 'ক্যান্টন ট্রেড'। ৬০ বছরেরও বেশী সময় ধরে এই ব্যবসা চলে। ১৮২০ সালে আমেরিকান ব্যবসায়ীরা ভারত মহাসাগরীয় সব রুটে দাপটের সঙ্গে ব্যবসা করেন। ধীরে ধীরে অবিভক্ত বাংলা আমেরিকান ব্যবসায়ীদের গুরুত্বপূর্ণ 'ট্রেডিং জোনে' পরিণত হয়। এশিয়ান ট্রেডের জন্য আমেরিকান ব্যবসায়ীরা কলকাতা এবং চীনের ক্যান্টনকে মূল ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে। ঐ সময় কলকাতায় ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরই বড় ব্যবসায়ী গ্রুপ ছিল আমেরিকান ব্যবসায়ী গ্রুপ। সিনেটর রবার্ট মুরিসের নেতৃত্বে 'এমপ্রেস অব চায়না' নামের জাহাজটি ১৭৮৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্ক থেকে চীনের উদ্দেশ্যে প্রথম বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু করে। পরের মাসে থমাস বেলের নেতৃত্বে 'ইউনাইটেড সার্ভিস' নামের জাহাজটি ভারতের মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। আর 'হাইড্রা' জাহাজটি একই বছরের শেষ দিকে কলকাতায় এসে পৌঁছে। এ তিনটি জাহাজ ব্যাপক মুনাফা অর্জন করে আমেরিকায় ফিরে যায়। আমেরিকার শিল্প বিপ্লবের পথটি এভাবেই খুলে যায়। ১৮২২ সালে আমেরিকান কংগ্রেসের বাণিজ্য কমিটি স্বীকার করে নেয়, এশিয়ান ট্রেডের আগে আমেরিকা অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে বিবেচিত হ'ত না।

৮ বছরে ২ হাযার নারী-শিশু এসিড আক্রান্ত

দেশে গত ৮ বছরে ২ হাযার নারী-শিশু এসিড আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে গত ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত শেষ এক বছরে ৬৪১ নারী-শিশু ধর্ষণ, ধর্ষণ ও যৌতুকের কারণে হত্যাসহ বিভিন্ন ঘটনায় নিহত এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছে। নারী-শিশু হত্যা ও নির্যাতনের উদ্বেগজনক এ চিত্র গত ৭ মার্চ খুলনার দু'টি সংগঠন পৃথকভাবে তুলে ধরেছে। বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্যে খুলনা প্রেসক্লাবে বেসরকারী সংস্থা জেজেএস-এর সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, গত ৮ বছরে দেশে শুধু এসিড সহিংসতায় ১ হাযার ৩৪৭ নারী এবং ৬৫৩ শিশু আক্রান্ত হয়েছে। আক্রান্তদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যকের বয়স ১৮ বছরের নীচে।

দেশে বেকার ৪ কোটি ৪ লাখ ২১ হাযার

দেশে বেকার সমস্যা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠেছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে প্রবাসী শ্রমিকদের ফেরত আসা, প্রবাসী আয় কমে যাওয়া, শিল্প বিনিয়োগে স্থবিরতা এবং মূলধনী যন্ত্রের আমদানী কমে যাওয়ায় শ্রমবাজার এখন মারাত্মক সংকটের মুখে। একদিকে বছরপ্রতি গড়ে ১৫ লাখ নতুন মুখ শ্রমবাজারে যোগ হচ্ছে, তার সঙ্গে যোগ হচ্ছে আরো নতুন বেকার। বাংলাদেশ ব্যাংকের জরিপ অনুযায়ী, ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর শেষে দেশে মোট শ্রমশক্তি ছিল ৫ কোটি ১৮ লাখ। কর্মসংস্থান ছিল ৪ কোটি ৯৭ লাখ ৪০ হাযারের। বেকার ছিল ২০ লাখ ৬ হাযার। চলতি ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে মোট শ্রমশক্তি ৫ কোটি ৩০ লাখ। এর মধ্যে ৫ কোটি ১০ লাখের কর্মসংস্থান হওয়ার কথা থাকলেও সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ আর হচ্ছে না।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির তথ্য মতে, আধা বেকার এবং দৈনিক আয়-ব্যয় নির্বাহ করতে পারে না- এ সংজ্ঞা অনুযায়ী দেশে বেকারের সংখ্যা ৩৫ শতাংশ। আর আইএলও'র সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী এ হার ৩৫ দশমিক ৫ শতাংশ। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) অনুযায়ী, ২০০৯-২০১১ সালে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে আড়াই কোটিতে। আবার মানব উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে নতুন করে ২০ লাখ মানুষ। এর মধ্যে কর্মসংস্থান হয় মাত্র ৫ লাখ যুবকের। অর্থাৎ প্রতিবছর বেকার বাড়ে ১৫ লাখ করে। তাদের মতে, বর্তমানে ৪ কোটি ৪ লাখ ২১ হাযার লোক বেকার।

রাজধানীর ৯০ শতাংশ গুরুত্বপূর্ণ ভবন অগ্নি ঝুঁকির সম্মুখীন

রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ ১০০টি ভবনের মধ্যে ৯০টি ভূমিকম্প ও অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকির সম্মুখীন। ৭২ শতাংশ ভবনের নিজেদের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই। বেসরকারী সংগঠন 'নাগরিক সংহতি' এক জরিপ চালিয়ে এ তথ্য পেয়েছে। জরিপে দেখা গেছে, যে ২৮ শতাংশ ভবনে নিজেদের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা আছে, তাদের ৫৯ শতাংশের অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জাম, ৩০ শতাংশের জীবন উদ্ধার সরঞ্জাম, ৬৪ শতাংশের যোগাযোগের সরঞ্জাম, ২৪ শতাংশের যাতায়াত ও পরিবহনের ব্যবস্থা আছে।

দেশে অবৈধভাবে চাকরি করছে দেড় লাখ বিদেশী

ভারতীয় নাগরিক মুকুল রায় চৌধুরী, মুকেশ কুমার আগরওয়াল, শ্রীলংকান তুয়ান মুহাম্মাদ জালাল, পাকিস্তানী আব্দুল ওয়াহীদ দেশের একটি প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কাজ করেন। এভাবেই ওয়ার্ক পারমিট ছাড়া অবৈধভাবে প্রায় দেড় লাখ বিদেশী বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। অথচ সরকারের কাছে হিসাব আছে মাত্র ১২ হাযারের। এই ১২ হাযারই সরকারকে নিয়মিত কর দিয়ে থাকে। শুধু বিজ্ঞাপনী সংস্থায় নয়, সাধারণত ইপিজেড এলাকা শিল্প প্রতিষ্ঠান, বায়িং হাউজ, গার্মেন্ট, টেক্সটাইল, হাসপাতাল, স্কুল, চিংড়ি, হ্যাচারি, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং, রেস্তোরাঁসহ বিভিন্ন সেক্টরে বিদেশী শ্রমিকরা

কাজ করছেন। জানা গেছে, বাংলাদেশে বর্তমানে ৩২৯টি প্রতিষ্ঠানে বিদেশী নাগরিকরা কাজ করছেন। বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনগুলোর অবহেলার সুযোগ নিয়ে ভ্রমণ ভিসায় এসে বাংলাদেশে কাজ করছে এমন অবৈধ বিদেশীর সংখ্যা এখন উদ্বেগজনক।

বাংলাদেশী প্রকৌশলীর আবিষ্কার

তেল-মবিল ছাড়াই চলবে গাড়ী

তেল-মবিল কিছুই লাগবে না, অথচ গাড়ী চলবে। এমনটি কী ভাবা যায়? হ্যাঁ, বগুড়ার প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ আমীর হোসেন উদ্ভাবন করেছেন এমন এক গাড়ী, যা তেল-মবিল ছাড়াই চলবে। ২৫০ কেজি ওযনের এ গাড়ী পরিবেশ সহায়ক এবং দেশীয় যন্ত্রাংশের দ্বারা তৈরী। ড্রাইভার সহ পাঁচজন নিয়ে এ গাড়ী ঘণ্টায় ৭০-৮০ কিলোমিটার গতিতে চলতে পারবে। গাড়ী চলার সময় ব্যাটারী রিচার্জ হয়ে যাবে। গাড়ীতে ব্যবহার করা হয়েছে ১২ ভোল্টের পাঁচটি সেকেন্ডারী সেল। ৬০ ভোল্টের ডিসি মোটর এ গাড়ী চালাবে। তেল-মবিল লাগবে না। পরিবেশদূষণ হবে না। গাড়ীর দামও পড়বে মাত্র আড়াই লাখ টাকা।

রহীম ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের স্বত্বাধিকারী প্রকৌশলী আমীর হোসেন বলেন, তিনি বাতাস দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে গাড়ী চালাবেন। কোন রকম জ্বালানী ও বিদ্যুৎ লাগবে না। এতে সব দেশী যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হবে। এ গাড়ী চালানোর মূল প্রযুক্তি হ'ল বাতাস ঘনীভূত করে ট্যাংকে ভরা হবে। বাতাসের চাপে টারবাইন ঘুরবে ও গাড়ী চলবে। তিনি বলেন, এ প্রযুক্তির গাড়ীর গতি ঘণ্টায় ১২০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার করা সম্ভব।

আমীর হোসেন এর আগে সস্তা ও সহজপ্রাপ্য অটোমেটিক ইট বানানো মেশিন, অটো রাইস মিল, বিভিন্ন রকম সার তৈরীর মেশিন, অটো-বিস্কুট ফ্যাক্টরি, পশু ও মৎস্য খাদ্যের মেশিন, নানারকম কৃষি যন্ত্রপাতি, ধান, গম, ভুট্টা রোপণ, কাটা ও মাড়াই যন্ত্র তৈরী করেছেন।

বিদ্রোহের ঘটনায় ১৮শ' জওয়ান পলাতক

বিডিআরের সদর দফতরে বিদ্রোহ চলাকালে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে বিডিআরের যেসব সদস্য মারা গেছে, তাদের বিষয়ে তদন্ত চলছে। তদন্তে বিদ্রোহ দমনের বিষয়টি প্রমাণিত হ'লে তাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেয়া হবে। গত ২১ মার্চ বেলা ২-টায় বকশীগঞ্জের কামালপুর বিওপি পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে বিডিআরের মহাপরিচালক ব্রি. জে. মইনুল ইসলাম একথা বলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ডিজি মইনুল আরো বলেন, সব বিডিআর সদস্য তাদের ন্যায্য পাওনা পাবে। তিনি আরো জানান, এ ঘটনার পর প্রায় ১৮শ' বিডিআর জওয়ান পলাতক রয়েছে। উল্লেখ্য, পিলখানা ঘটনার তদন্ত শেষ করতে আরো তিন মাস সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন মামলাটির তদন্তকারী সংস্থা সিআইডির একজন কর্মকর্তা।

ফেব্রুয়ারী মাসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে রেমিট্যান্স কমেছে ২৪৬ কোটি টাকা

রেমিট্যান্স আয়ের ভিত্তিভূমি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকেও রেমিট্যান্স আয় কমে আসতে শুরু করেছে। গত জানুয়ারী মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসে প্রায় ২৪৬ কোটি টাকা রেমিট্যান্স আয় কম এসেছে। জানা গেছে, সঊদী আরব, আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত সহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সবগুলো দেশ থেকেই জানুয়ারীর তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসে রেমিট্যান্স আয় কমেছে প্রায় ২৪৬ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুসারে চলতি অর্থ বছরে জানুয়ারী মাসে মধ্যপ্রাচ্যের ৮ দেশ থেকে মোট ৫৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ ৩ হাযার ৯২৮ কোটি টাকার রেমিট্যান্স এসেছে। অন্যদিকে ফেব্রুয়ারী মাসে এ দেশগুলো থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ৫৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ প্রায় ৩ হাযার ৬৮২ কোটি টাকা। অর্থাৎ জানুয়ারীর তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসে রেমিট্যান্স আয় কমেছে প্রায় ২৪৬ কোটি টাকা।

এসএমএসের মাধ্যমে ট্রেনের টিকিট বুকিং

মোবাইল ফোন থেকে এসএমএসের মাধ্যমে ট্রেনের টিকিট বুক করার ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। নতুন এ পদ্ধতি চালু হ'লে ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে যাওয়া ৪৬টি ট্রেনের টিকিট বুক করা যাবে। তাছাড়া যাত্রীরা যে কোন মোবাইল থেকে একটি নির্দিষ্ট নাম্বারে ডায়াল করে যাতে ট্রেনের সময়সূচী জানতে পারেন সে ব্যবস্থাও চালু হচ্ছে। রেলওয়ে সূত্র জানায়, ট্রেনের টিকিট বুক করার জন্য যাত্রীদের যাতে কষ্ট করে কাউন্টারে যেতে না হয় সেজন্য মোবাইল ফোনের এসএমএসের মাধ্যমে টিকিট বুকিং দেয়ার ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে যাওয়া ৪৬টি ট্রেনের ক্ষেত্রে নতুন এ ব্যবস্থা চালু করা হবে। শুধুমাত্র গ্রামীণফোন ও বাংলালিংক মোবাইল থেকে যে কেউ এসএমএসের মাধ্যমে এসব ট্রেনের টিকিট বুক করতে পারবেন। তবে ঢাকা ও চট্টগ্রামের বাইরের কোন যাত্রী এ সুযোগ পাবেন না।

এসএমএসের মাধ্যমে টিকিট বুক করতে চাইলে যাত্রীকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হবে। উল্লেখ করতে হবে ট্রেনের নাম ও গন্তব্যের নাম। যাত্রী ম্যাসেজ পাঠানোর পর পর্যাপ্ত টিকেট আছে কি-না তা ফিরতি এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। টিকিট থাকলে ক্রমিক নম্বরসহ ফিরতি ম্যাসেজেই যাত্রীকে তার টিকিট বুকিংয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। ঐ ম্যাসেজ দেখিয়ে যাত্রী কাউন্টার থেকে তার টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন।

দুর্নীতির আখড়া বিআরটিএ

অনুমোদিত কোন অর্গানোগ্রাম ছাড়াই চলছে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)। রাষ্ট্রের সেবামূলক এ সংস্থায় দুর্নীতি ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। সংস্থায় সরকারী কর্মকর্তাদের পাশাপাশি রয়েছে চার শতাধিক গেটিস স্টাফ (অবৈধ কর্মী)। এখানে ৬১ ভাগই ভুয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু হয়। সেবা পেতে ঘুষ দিতে হয় প্রতিক্ষেত্রে। গত ২২ মার্চ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আয়োজিত গোলটেবিলে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়। টিআইবি সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গোলটেবিলে 'বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থায় বিআরটিএ ও স্টেক হোল্ডারদের ভূমিকা: সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন পড়েন টিআইবির গবেষণা কর্মকর্তা মুহাম্মাদ রেযাউল করীম।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় বিআরটিএ থেকে মোটরযান নিবন্ধন পেতে গাড়ির ধরণ ও মূল্যভেদে ১ হাযার থেকে সর্বোচ্চ ৫০ হাযার টাকা ঘুষ প্রদান করতে হয়। ৭৪ ভাগ মালিক রুট পারমিট পেতে হয়রানির শিকার হন। রাজনৈতিক প্রভাবে রুট পারমিট নির্ধারিত হয়। এসব রুটে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় বাস কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত সাধারণ গাড়ি মালিককে ১০ হাযার থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। মালিকানা পরিবর্তনে ৬৯ ভাগ মালিককেই ২০ হাযার টাকা পর্যন্ত ঘুষ প্রদান করতে হয়। ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে ১০০ টাকা থেকে ৭ হাযার টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়।

বিশ্বে সর্বাধিক সংখ্যক বন্দী আটক রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারে

প্রতি ৩১ জন আমেরিকানের মধ্যে একজন করে জেলে রয়েছেন কিংবা প্যারল অথবা প্রবেশনে রয়েছেন। এ খাতে ব্যয় হচ্ছে বার্ষিক ৫০ বিলিয়ন ডলার করে। ২৫ বছর আগে আমেরিকার কারাগারে সর্বোচ্চ কয়েদী ছিল ১৬ লাখ। বর্তমানে সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ লাখে। ২০০৭ সালে ছিল ৭৩ লাখ। এর ফলে অধিকাংশ স্টেটই বাজেট ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছে বলে এক জরিপে জানা গেছে। উল্লেখ্য যে, সারাবিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫% বাস করে আমেরিকায়। অথচ সারাবিশ্বের কারাগারে যত লোক রয়েছে তার ২৫% হচ্ছে আমেরিকার কারাগারে।

বিশ্বে প্রতি মিনিটে চাকরি হারাচ্ছে ৫ জন

বিশ্বে প্রতি মিনিটে ৫ জন করে চাকরি হারাচ্ছে। ২০০৯ সালের প্রথম দু'মাসে বিশ্বে কাজ হারিয়েছে প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ। শুধু তাই নয়, গত দু'মাসে অন্তত ১৬টি মার্কিন ব্যাংক ঝাঁপ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। সংখ্যাটি গত ৯ বছরে যত ব্যাংক ব্যবসা বন্ধ করেছে, তার এক-চতুর্থাংশেরও বেশী। এর ফলে শুধু ফেব্রুয়ারীতেই ১০টি ব্যাংক লাটে উঠেছে। ফলে ২০০০ সাল থেকে আমেরিকায় মোট ৬৮টি ব্যাংকে লালবাতি জ্বলল।

২০৫০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ৯শ' কোটি ছাড়াবে

বিশ্বের জনসংখ্যা ২০৫০ সালে ৯শ' কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা ৬শ' ৮০ কোটি এবং ২০১২ সালের কাছাকাছি সময়ে তা ৭শ' কোটিতে দাঁড়াবে। জাতিসংঘ পরিসংখ্যানে বলা হয়, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ সময়ে জনসংখ্যা আনুমানিক ২শ' ৩০ কোটি বাড়বে। এর ফলে এসব দেশের জনসংখ্যা বর্তমান ৫শ' ৬০ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৫০ সালে ৭শ' ৯০ কোটিতে দাঁড়াবে।

ভারতের রাজনীতিকরা দুর্নীতিবাজ ও অযোগ্য

ভারতের অধিকাংশ নাগরিক মনে করেন যে, তাদের রাজনীতিকরা অযোগ্য ও দুর্নীতিবাজ এবং অর্থ বানানোর জন্যই তারা রাজনীতি করেন। 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' পরিচালিত জরিপের ফলে দেখা গেছে, ৮৩ শতাংশ মনে করেন, রাজনীতিকরা দুর্নীতিবাজ। ৫৯ শতাংশ মনে করেন, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশে অধিকাংশ রাজনীতিকের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া। জরিপে বলা হয়, ৭২ শতাংশ মনে করেন, অধিকাংশ রাজনীতিক অযোগ্য।

যুক্তরাষ্ট্রে এশীয় মুসলমানদের উপার্জন বেশী

সর্বশেষ এক জরিপে জানা গেছে যে, মুসলিম বিশ্বের তুলনায় আমেরিকায় বসবাসরত মুসলমানদের সমৃদ্ধি আসছে অনেক বেশী। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, সঊদী আরব এবং জার্মানীয় মুসলমানরা সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধশালী বলে মনে করা হচ্ছে। গ্যালপ জরিপে আরো জানা গেছে, ইহুদী, মরমন্স, প্রটেস্ট্যান্টস, রোমান ক্যাথলিকের চেয়ে আমেরিকায় ইসলাম ধর্মের পদচারণা অনেক কম। জরিপে উদঘাটিত হয়েছে যে, আমেরিকান মুসলমানদের ৩৫% হচ্ছেন আফ্রিকান-আমেরিকান এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম হওয়ায় আয়ও কম বিধায় তা বিস্তৃত হয়েছে সমগ্র মুসলিম কম্যুনিটিতে। তবে এশিয়ান আমেরিকান, (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ) মুসলমানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশী হওয়ায় তাদের আয়-রোযগারও ভাল। আমেরিকান ইহুদী সম্প্রদায়ের তুলনায় এশিয়ান আমেরিকান মুসলিমদের জীবন-যাপন উন্নত না হ'লেও অনেক আমেরিকানের চেয়ে ভাল বলেও জরিপে জানা গেছে।

চীনে দুর্নীতির দায়ে পুলিশ প্রধান জেলে

চীনে দুর্নীতিবাজ একজন সাবেক পুলিশ প্রধানকে ১৩ বছরের জেল দেওয়া হয়েছে। সেখানকার একটি নাইট ক্লাবে অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গত ১৪ মার্চ আদালত এ রায় ঘোষণা করেন। ঐ অগ্নিকাণ্ডে ৪৫ জন নিহত ও ৬৪ জন আহত হয়। শেনঝেন শহরের সাবেক পুলিশপ্রধান ইয়াং ঝৌওর বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা এবং ক্লাব থেকে ৪৫ হাযার ডলার ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ঐ ঘটনায় দমকল বাহিনীর সাবেক একজন কর্মকর্তাসহ আরও চারজনকে ছয় বছরের জেল দেয়া হয়েছে।

ভারতের উত্তর প্রদেশে সর্বাধিক মানবাধিকার লঙ্ঘন

ভারতের উত্তর প্রদেশে সর্বাধিক সংখ্যক মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটে থাকে। এরপরই রাজধানী নয়াদিল্লীর অবস্থান। ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিসংখ্যানে এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এতে দেখা যায়, গত বছর পুরো ভারতে ৯৪ হাযার ৫৫৯টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে উত্তর প্রদেশেই ঘটেছে ৫৫ হাযার ২১৬টি। অর্থাৎ ৫৮ দশমিক ৩৯ শতাংশ। আর নয়াদিল্লীতে ঘটেছে ৫ হাযার ৮১৩টি। তালিকায় তৃতীয় স্থানে থাকা গুজরাটে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে ৩ হাযার ৮১৩টি।

শিকাগোতে ১৬ মাসে ৫০৮ শিশু গুলীবিদ্ধ

আমেরিকার শিকাগোর সরকারী স্কুলগুলোতে চলতি শিক্ষাবর্ষে ২৫ শিশু নিহত হয়েছে। শিকাগো সান-টাইমসের তথ্যানুযায়ী ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ১৬ মাসে শিকাগোর মোট ৫০৮ স্কুলশিশু গুলীবিদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি মাসে প্রায় ৩২টি শিশু গুলীবিদ্ধ হয়। অবশ্য অধিকাংশ শিশুই ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে গুলীবিদ্ধ শিশুদের নিহত হওয়ার ঘটনা বেড়েছে আশংকাজনক হারে। গত সেপ্টেম্বর থেকে শিকাগো সরকারী স্কুলের ২৫ ছাত্রের নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এটা পুরো ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষের মোট সংখ্যার চেয়ে মাত্র এক কম। অন্যদিকে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে ৩৪ ছাত্র গুলীবিদ্ধ হয়।

নিউ মেক্সিকোয় মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকোয় মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ হয়েছে। মৃত্যুদণ্ডের বদলে বিনা প্যারোলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিলে সই করেছেন নিউ মেক্সিকোর নতুন গভর্ণর বিল রিচার্ডসন। রাজ্যের ডেমোক্র্যাটিক নিয়ন্ত্রিত সিনেটে ২৪-১৮ ভোটে মৃত্যুদণ্ড বাতিল সংক্রান্ত বিল পাস হয়। বিলটি নিউ মেক্সিকোর প্রতিনিধি পরিষদেও পাস হয়েছে।

বলিভিয়ায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশী লিথিয়াম মজুদ রয়েছে

বলিভিয়ায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ খনিজ লিথিয়াম মজুদ রয়েছে। খনিতে প্রায় ৫ বিলিয়ন টন ধাতব রয়েছে, যা ইলেকট্রিক কার ব্যাটারি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। দেশটির খনি মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক ফ্রেডি বেলট্রান বলেন, কয়েক বছর আগে (১৯৮০ দশকে) বিদেশী কোম্পানীগুলোর খনিজ অনুসন্ধানকালে এ ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু বলিভিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে মরুভূমিতে খনন ১৩০ মিটারের গভীরে যায়নি।

ইরাক যুদ্ধে প্রতি ঘণ্টায় আমেরিকার ব্যয় ২১০ কোটি টাকা

ইরাক ও আফগানিস্তানের যুদ্ধে প্রতি ঘণ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের গড় ব্যয় হচ্ছে ৩০ মিলিয়ন ডলার তথা ২১০ কোটি টাকা। ২১ মার্চ পর্যন্ত ইরাকে নিহত হয়েছেন ৪ হাযার ২৬০ জন মার্কিন সৈন্য। এ তথ্য প্রকাশ করা হয় ইরাক যুদ্ধের ষষ্ঠ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২১ মার্চ পেন্টাগণের অভিমুখে অনুষ্ঠিত যুদ্ধবিরোধীদের মিছিল থেকে। একই ধরনের আরেকটি মিছিল হয় লসএঞ্জেলেস সিটিতে হলিউডের কাছে। অবিলম্বে ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের দাবীতে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে যুদ্ধবিরোধী আন্তর্জাতিক সংগঠন 'অ্যালসার'। মিছিলে শ্লোগান ওঠে- যুদ্ধের জন্য অর্থ নয়, অর্থ চাই শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবা এবং গৃহায়নের জন্য। অভিযোগ করা হয় যে, ২০০৩ সালের ১৯ মার্চ শুরু অযৌক্তিক ইরাক যুদ্ধে এ যাবৎ বিপুল অর্থ ব্যয় হওয়ায় আর্থিক মন্দা চরম আকার ধারণ করেছে আমেরিকাসহ গোটা বিশ্বে।

লোভী স্ত্রীর কাণ্ড!

যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইয়ো রাজ্যের মিডলফিল্ড এলাকার জেমস ম্যাসন নামের এক লোক চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর বাড়ীতেই সময় কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু তার পেনশনসহ অবসরকালীন সব সুবিধা লোভ করার ভোক্ত পেয়ে বসে স্ত্রী ক্রিস ম্যাসনকে। তাই তিনি স্বামীকে সরাসরি হত্যা না করে তাকে দিয়ে প্রতিদিন দুই ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে ব্যায়াম ও নানা ধরনের পরিশ্রমের কাজ করাতে শুরু করেন। জেমসের ছিল হৃদরোগ। এতে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা তাকে লাইফ সাপোর্ট দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্রিস সব যন্ত্রপাতি খুলে নেয়ার অনুরোধ করায় ডাক্তার তা পালন করেন। ফলে মারা যান জোনস। কিন্তু দু'র্ভাগ্য ক্রিস ম্যাসনের। শেষ পর্যন্ত তিনি ধরা পড়েছেন পুলিশি তদন্তে।

বিল গেটস আবারো বিশ্বের শীর্ষ ধনী

বিশ্ব ধনীর তালিকার শীর্ষস্থানে আবারো ফিরে এলেন মার্কিন সফটওয়্যার ব্যবসায়ী বিল গেটস। এবারে তার সম্পদের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে ৪ হাযার কোটি মার্কিন ডলার। অন্যদিকে ভারতে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি নির্বাচিত হয়েছেন রিলায়েন্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান সুকেল আম্বানি। তার সম্পদের পরিমাণ ১ হাযার ৯৫০ কোটি মার্কিন ডলার। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বিখ্যাত ইস্পাত শিল্প ব্যবসায়ী লক্ষ্মী মিত্রাল। তার সম্পদ ১ হাযার ৯৩০ কোটি ডলার। গতবারের শীর্ষ ধনী হিসাবে নির্বাচিত ওয়ারেন বুফেট হয়েছেন দ্বিতীয়। তার সম্পদের পরিমাণ ৩ হাযার ৭০০ কোটি ডলার। এছাড়া তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন মেক্সিকোর টাইফুন কার্লস স্লিম। তার সম্পদের পরিমাণ ৩ হাযার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার।

ইসলামিস্ট, টেরোরিস্ট, ফান্ডামেন্টালিস্ট শব্দ ব্যবহারে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন গাইডলাইন

ইসলাম ও মুসলমান নামের সঙ্গে টেরোরিস্ট, ফান্ডামেন্টালিস্ট, ইসলামিস্ট, মুসলিম এক্সট্রিমিস্ট ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার বিষয়ে একটি গোপন গাইডলাইন তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। সংবেদনশীল এ নির্দেশনাটি ইতিমধ্যেই সরবরাহ করা হয়েছে সংশ্লিষ্টদের কাছে। নতুন নির্দেশনায় 'ইসলামিক টেরোরিস্ট' শব্দটি ব্যবহার না করে শুধু টেরোরিস্ট শব্দটি প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যায় বলা হয়, টেরোরিস্ট যে কোন ধর্মের অনুসারীই হ'তে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তার ধর্মীয় পরিচয়ের লেভেলে ইসলামিক বা মুসলিম বলা হ'লে তাতে পক্ষপাতদুষ্ট মনে হ'তে পারে। কোন মুসলিম সন্ত্রাসীর পরিচয় উল্লেখ করতে হ'লে সে কোন গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তা উল্লেখ করাই যথেষ্ট। এছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামই তার পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট। আর সে যদি নিষিদ্ধ বা সন্ত্রাসী কোন সংগঠনের সদস্য হয়, তাহ'লে এমনিতেই চিহ্নিত হবে সন্ত্রাসী হিসাবে।

টেরোরিজম/টেরোরিস্ট: গাইডলাইনে বলা হয়েছে, অতিব্যবহার বা ওভার ইউজড হয়ে গেছে এ টার্মটি। এজন্য এটা উপেক্ষা করাই শ্রেয়। এর পরিবর্তে মিলিট্যান্ট, মিলিটেন্সি বা ভায়োলেন্ট শব্দের ব্যবহার হবে শ্রেয়।

ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম/মুসলিম ফান্ডামেন্টালিজম: যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ টার্মগুলো উপেক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, প্রতিটি ধর্মই কিছু মৌলিক বা ফান্ডামেন্টাল নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। খ্রিস্ট, ইহুদি, হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা ইসলামের ক্ষেত্রে এর কোন ব্যত্যয় নেই। বিশেষভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের শব্দের ব্যবহারে পশ্চিমা বিশ্ব ও সেখানকার মিডিয়াকে মুসলিমবিদ্বেষী হিসাবে চিহ্নিত করা হ'তে পারে। মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিও আহত হ'তে পারে এ ধরনের শব্দের প্রয়োগে। এক্ষেত্রে ইসলাম, খ্রিস্টান বা অন্য যে কোন ধর্মবিশ্বাসীদের প্রসঙ্গ হ'লে তাদের বিশ্বাস বা মতাদর্শকে রক্ষণশীল আখ্যায় উপস্থাপন করা নিরাপদ।

ইসলামিস্ট: এ শব্দটি একেবারেই অপ্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে নির্দেশিকায়। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, এ শব্দটি ফ্যাসিস্ট, কমিউনিস্ট বা এনার্কিস্ট হিসাবে কাউকে চিহ্নিত করার সমার্থক। যার সঙ্গে ইসলাম ধর্মকে সমার্থক করা সমীচীন হবে না কোনভাবেই।

মুসলিম এক্সট্রিমিস্ট: গাইডলাইনে বলা হয়েছে, এ শব্দ ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নেই। কেবল এক্সিট্রিমিস্ট শব্দটিই এর গুরুত্ব ও তাৎপর্যের জন্য যথেষ্ট। এর সঙ্গে 'মুসলিম' যোগ করার কোন প্রয়োজন নেই। চরমপন্থী কথাটিই এর বিষয়বস্তু বর্ণনা করে। সেক্ষেত্রে ধর্মের লেভেলে কাউকে আবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। ভয়েস অব আমেরিকাসহ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোয় কর্মরত কর্মকর্তাদের কাছে এই গাইডলাইন ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

মুসলিম জাহান

পাকিস্তানে প্রধান বিচারপতি পদে ইফতেখার পুনর্বহাল

অনেক আন্দোলন-সংগ্রামের পর শেষপর্যন্ত পাকিস্তানের বরখাস্ত কৃত প্রধান বিচারপতি ইফতেখার মুহাম্মাদ চৌধুরী তার স্বপদে ফিরে এলেন। বিরোধী দল ও আইনজীবীদের তীব্র আন্দোলনের মুখে নতি স্বীকার করে প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারী বিচারপতি চৌধুরীসহ বরখাস্তকৃত অন্যান্য বিচারকদের পুনর্বহালের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তারই বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিচারপতি ইফতেখার মুহাম্মাদ চৌধুরী তার কার্যালয়ে ফিরে আসেন। তিনি ২১ মার্চ গভীর রাতে সুপ্রিমকোর্টে গিয়ে অফিস করেন। প্রধান বিচারপতির পুনর্বহালের এই দিনটিকে পাকিস্তানের জনগণ একটি ঐতিহাসিক দিন এবং স্বাধীন বিচার বিভাগের বিজয়ের দিন হিসাবে আখ্যায়িত করেছে।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে তৎকালীন একনায়ক প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ নিজের পথ নিষ্কন্টক করার লক্ষ্যে দেশে যরূরী অবস্থা জারী করে প্রধান বিচারপতি ইফতেখার মুহাম্মাদ চৌধুরীসহ ৬০ জন বিচারককে বরখাস্ত করেন। তাদের পুনর্বহাল করতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান মুসলিম লীগ (এন) এবং সাবেক আরেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) একযোগে আন্দোলন করে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে জেনারেল পারভেজ মোশাররফ পদত্যাগ করে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিরোধী দলগুলোর সমন্বিত কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। কিন্তু কোয়ালিশন সরকারের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারী বিচারকদের পুনর্বহালের বিষয়টি অস্বীকার করায় নওয়াজ শরীফের দল কোয়ালিশন থেকে সরে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে বিচারকদের পুনর্বাসনের দাবীতে দেশের আইনজীবীরা সর্বাত্মক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লে নওয়াজ শরীফও সেই আন্দোলনে যোগ দেন। এতে আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ক্রমে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। সর্বশেষ ইসলামাবাদে লংমার্চ করে মহাসমাবেশের মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট জারদারী নতি স্বীকার করে বরখাস্তকৃত বিচারপতিদের পুনর্বহালে সম্মত হন। গত ১৬ মার্চ প্রধানমন্ত্রী গিলানী আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দেয়ার পর নওয়াজ শরীফের নেতৃত্বাধীন বিরোধী দল লংমার্চ কর্মসূচী প্রত্যাহার করে।

বুশকে জুতা নিক্ষেপকারী ইরাকী সাংবাদিকের তিন বছরের কারাদণ্ড

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জজ ডব্লিউ বুশকে লক্ষ্য করে জুতা নিক্ষেপ করে সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইরাকী সাংবাদিক মুন্তাযার আয-যায়দীকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। তবে তিনি এই কারাদণ্ডাদেশে মোটেও বিচলিত হননি। গত ১২ মার্চ একজন বিদেশী নেতাকে অপমানিত করার অভিযোগে তিনজন বিচারকের একটি বেঞ্চ তাকে দোষী সাব্যস্ত করে এই কারাদণ্ড দেন। রুদ্ধদ্বার আদালতের প্রধান বিচারক এ সময় যায়দীর প্রতি প্রশ্ন করেন তিনি দোষী কি-না। জবাবে যায়দী বলেন, বুশের প্রতি জুতা নিক্ষেপ করে তিনি কোন অন্যায় করেননি। যায়দী বলেন, বুশকে লক্ষ্য করে জুতা নিক্ষেপ করে তিনি কোন অপরাধ করেননি। একটি দখলদারিত্ব শক্তির প্রতি তিনি কেবল তার স্বাভাবিক অভিব্যক্তিই প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, গত বছরের ১৪ ডিসেম্বর ইরাকী প্রধানমন্ত্রী নূরী আল-মালিকীর সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলন চলাকালে যায়দী বুশকে লক্ষ্য করে 'তুই কুত্তা' বলে গালি দিয়ে তার প্রতি জুতা নিক্ষেপ করেন।

মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম নারী হোটেল লুথান

বাইরে থেকে দেখতে আধুনিক হোটেল। রিয়াদের কূটনৈতিক এলাকায় হোটেল এণ্ড স্পা সেন্টার। তবে প্রবেশাধিকার শুধু নারীদের। পুরুষের প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ। সারা বিশ্বে লুথান প্রথম নারীদের জন্য একমাত্র হোটেল। এখানে কেবল নারীদের খাবার সরবরাহ করা হয় এবং এখানে কর্মরত সবাই নারী। লুথান হোটেলের কক্ষ উজ্জ্বল গোলাপি এবং পারপেল রঙে সজ্জিত। কর্মচারীরা সার্বক্ষণিকভাবে মোম জ্বালিয়ে রাখছেন। এর মালিক নারী, বিনিয়োগকারী নারী। এমনকি এ হোটেলের নকশা যিনি করেছেন তিনিও নারী।

১০ হামাস নেতাকে গ্রেফতার করেছে ইসরাঈল

ইসরাঈল গত ১৯ মার্চ পশ্চিম তীরে ১০ জন হামাস নেতাকে গ্রেফতার করেছে। ইসরাঈল ও হামাসের মধ্যে পরোক্ষ বন্দী বিনিময় আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার দু'দিন পর তাদের গ্রেফতার করা হ'ল। গ্রেফতাকৃতদের মধ্যে চার হামাস সংসদ সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক ও এক সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন। ইসরাঈলী সামরিক বাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গ্রেফতারকৃতরা হামাস প্রশাসনিক শাখা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। গত দু'বছর ধরে পশ্চিম তীরে ইসরাঈল ও মডারেট ফিলিস্তীনী প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাসের নিরাপত্তা বাহিনীর দমনাভিযানের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে হামাস। বস্তুত গাযার নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর থেকেই ইসরাঈল ও আহাসের নিরাপত্তা বাহিনীর হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় হামাস। ইসরাঈলী সেনা সার্জেন্ট গিলাফ শালিতের মুক্তির সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর হামাস গ্রুপের উপর চাপ সৃষ্টির জন্যই হামাস নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গাযায় ইসরাঈলী আগ্রাসন যুদ্ধাপরাধ

-জাতিসংঘ

ইসরাঈলী বাহিনী কিছু দিন আগে গাযার নিরস্ত্র ফিলিস্তীনীদের উপর সর্বাত্মক হামলা চালিয়ে দেড় হাযার নিরপরাধ মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছে। নিরস্ত্র মানুষের উপর একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার নজির খুব কমই পাওয়া যাবে। ২২ দিন ধরে ইসরাঈল এ নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকে। বিশ্বের এক নম্বর পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র এই নির্মম হত্যাকাণ্ড চলতে থাকাটা দেখেও না দেখার ভান করে। সে সময় বুশ প্রশাসন ঐ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতেও সম্মত হয়নি। তবে ইসরাঈল সঠিক কাজ করছে বলেই বুশ প্রশাসন সার্টিফিকেট দিয়েছিল। ওবামা তখনও ক্ষমতা গ্রহণ করেননি। তাই তিনি তার পূর্বসূরীকে টপকিয়ে কোন মন্তব্য করতে চাননি। এ বিষয়ে বিশ্ববাসীর উদ্বেগ ও ক্ষোভের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের একজন বিশেষ দূত গাযা সফর করেন। তিনি গাযায় ইসরাঈলের একতরফা সামরিক হামলাকে যুদ্ধাপরাধ আখ্যা দিয়েছেন। ফিলিস্তীনে মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত রিচার্ড ফক বলেছেন, গাযায় ইসরাঈলের সামরিক হামলা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে ভয়াবহ মাত্রায় যুদ্ধাপরাধ বলেই মনে হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ইলেকট্রিক ব্যান্ডেজ

দেহের ক্ষতস্থান বা কেটে যাওয়া কোন স্থানে ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারলে তা দ্রুত নিরাময় হয়ে যায়। আমাদের কোষ আসলে কাজ করে ক্ষুদ্র রাসায়নিক ব্যাটারির মতো। আঘাত পেলে বা কেটে গেলে সেই স্থানে শর্ট সার্কিট হয়। এ পর্যায়ে বিদ্যুতের ভোল্টেজ প্রয়োগ ক্ষত নিরাময়ে সহায়তা করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইতিমধ্যেই বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। ভোমারিস ইলেভেশন্স নামে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনার একটি ছোট মেডিকেল কোম্পানী ইতিমধ্যেই তৈরি করতে শুরু করেছে ইলেকট্রিক ব্যান্ডেজ। এটি বাজারজাতও করছে তারা। এই ব্যান্ডেজে ব্যবহার করা হয়েছে মাইক্রোস্কোপিক ব্যাটারি। বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই ব্যান্ডেজ থেকে ক্ষতস্থানে সরবরাহ করা হবে ১.২ ভোল্টের বিদ্যুৎ। আটলান্টায় মোরহাউস স্কুল অব মেডিসিনের সার্জারির অধ্যাপক জেসম ম্যাককয় বলেছেন, ইলেকট্রিক ব্যান্ডেজটি যে কাজ করছে সে ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই। এটি ব্যবহারের মাধ্যমে এমন এক রোগী ভাল হয়েছেন, যার অঙ্গ হয়ত কেটে ফেলতে হ'ত। মারাত্মক অগ্নিদগ্ধ কয়েকজনও সুস্থ হয়েছেন এই ব্যান্ডেজ ব্যবহার করে। ব্যান্ডেজটির নাম প্রোজিট।

অভ্যর্থনা জানাবে রোবট

এমন দিন দূরে নেই। যখন কোন অফিস ভবনে আপনাকে স্বাগত জানাবে কোন রোবট অভ্যর্থনাকারী। জাপানিজ স্মার্ট অফিস বিল্ডিংয়ে ইতিমধ্যেই এমন রোবট তৈরি হয়ে আছে আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য। সেখানে শিমিজু কর্পোরেশন এবং ইয়াসুকাওয়া ইলেকট্রিক কর্পোরেশন স্মার্ট রোবটিক্স বিল্ডিং প্রজেক্টের অংশ হিসাবে চালু করেছে 'স্মার্ট শোরুম'। ইন্টেলিজেন্ট বিল্ডিংগুলোয় রোবটরা কীভাবে কাজ করবে ঐ শোরুমে তা প্রদর্শন করা হচ্ছে। প্রজেক্টের আওতায় রয়েছে ইন্টেলিজেন্ট বা বুদ্ধিমান ভবন প্রযুক্তি এবং রোবট প্রযুক্তি। এসব ভবনে রোবট কাজ করবে অভ্যর্থনাকারী, রক্ষী, অফিস ক্লিনার ইত্যাদি হিসাবে। মানুষের পরিবর্তে কাজ করবে তারা। একজন অভ্যর্থনাকারী হিসাবে রোবট অতিথিদের শুভেচ্ছা জানাবে, তাদের অভিপ্রায় জানবে এবং যথাস্থানে পৌঁছে দেবে।

প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে শিমিজু কর্পোরেশন কাঠামোগত প্রযুক্তিগুলো এবং ইয়াসুকাওয়া ইলেকট্রিক কর্পোরেশন স্মার্ট গাইড উন্নয়নে কাজ করছে। স্মার্ট শোরুমে তারা দেখাচ্ছে একটি রোবট কীভাবে একজন অতিথিকে স্বাগত জানায়, তার প্রয়োজনের কথা শোনে এবং বিদায় জানায়। কোম্পানী দু'টির ধারণা তাদের রোবট ধীরে ধীরে বিভিন্ন অফিসে নিজেদের স্থান করে নিতে সক্ষম হবে। এভাবেই দেশটি পূরণ করবে জনশক্তির ঘাটতি।

ক্যান্সার বিস্তার রোধের উপায়

দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার বিস্তার রোধের উপায় আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের মতে, ক্যান্সার হওয়ার পর তা যদি ছড়িয়ে পড়তে না দেয়া যায় তাহ'লে সেই ক্যান্সারে রোগী মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। মানবদেহে যখন ক্যান্সার হয় তখন সেটি ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে। পরে এটি পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ক্যান্সার সংক্রমণের এই জায়গাটার নাম এলওএক্স। এই এনজাইমের কারণে ক্যান্সার বিস্তার লাভ করে। এই এনজাইমটিকে প্রতিরোধ করার ওষুধ প্রয়োগ করা গেলে বেশীরভাগ ক্যান্সারকেই কোণঠাসা করা সম্ভব। কারণ ছড়াতে না পারলে ক্যান্সার দুর্বল হয়ে যায়। এলওএক্স এনজাইমের কাজ হ'ল ক্যান্সারের পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটি সুবিধাজনক এলাকা চিহ্নিত করার জন্য সিগন্যাল প্রেরণ করা। সিগন্যাল পাওয়ার পর ঐ এলাকা ক্যান্সার কোষ ছড়ানোর উপযুক্ত হয়ে ওঠে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছেন, এলওএক্সের ভূমিকা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ক্যান্সার গবেষকদের দীর্ঘদিনের এক রহস্যজালের যবনিকাপাত হ'ল। এখন ক্যান্সারের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের পরবর্তী গবেষণা হবে এলওএক্স প্রোটিনকে কিভাবে নিষ্ক্রিয় করা যায় তার উপায় খুঁজে বের করা। তাহ'লে ক্যান্সার চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে বলে আশা করছেন তারা।

মোটা ঘাড়ের বিপদ!

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা হার্ট এ্যাটাকের কারণ হিসাবে শারীরিক স্থূলতা, চর্বি জাতীয় খাবার বেশী খাওয়া, শরীরচর্চা না করা ইত্যাদিকে বেশী দায়ী করেন। ব্যক্তি কতখানি হার্ট রিস্কে আছেন তা মাপার জন্য দেহের ওযন, উচ্চতা এবং কোমরের মাপ নেয়া হয়। সাধারণভাবে দেখা যায় যাদের কোমর মোটা অর্থাৎ চর্বি জমে মোটা হয়েছে তারা হার্ট এ্যাটাকের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। ইদানীং গবেষকরা আরো একটি কারণ খুঁজে বের করেছেন। সেটি হ'ল মোটা ঘাড়। অতিরিক্ত মোটা ঘাড়ওয়ালাদেরও হার্ট এ্যাটাকের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ অনেক চিকন কোমরওয়ালা লোকের হার্ট এ্যাটাক হ'তে দেখা যায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, তাদের ঘাড় মোটা। ৫১ বছর গড় বয়সের ৩ হাযার ৩শ' নারী-পুরুষের উপর পরীক্ষা চালিয়ে গবেষকরা এ সিদ্ধান্তে এসেছেন। হার্ট এ্যাটাকের ঝুঁকি মাপা হয় দেহে উপকারী কোলেস্টেরলের পরিমাণ কম থাকা বা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেশী থাকার ভিত্তিতে। যাদের পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের ঘাড়ের গড় ব্যাস ছিল পুরুষের ৪০.৫ সেন্টিমিটার আর নারীর ৩৪.০২ সেন্টিমিটার। এই মাপ যখন বৃদ্ধি পায় তখন তাদের হার্ট এ্যাটাকের ঝুঁকিও বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষের প্রতি ডেসিলিটার রক্তে যদি ৪০ মিলিগ্রামের কম এবং নারীর ৫০ মিলিগ্রামের কম এইচডিএল থাকে তাহ'লে বুঝতে হবে তারা হার্ট এ্যাটাকের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। তবে কোন কোন সময় দেখা যায়, কোমর চিকন, ঘাড় চিকন, সুঠাম দেহধারীরও হার্ট এ্যাটাক হচ্ছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হ'ল ব্যায়াম করে শরীর ঠিক রাখা।

কম ঘুমে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি

রাতে ছয় ঘণ্টার কম ঘুমালে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। কম ঘুমের ফলে মানুষের রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গিয়ে এ ঝুঁকি তৈরি হয়। গত ১১ মার্চ মার্কিন গবেষকরা এ তথ্য জানিয়েছেন। ঘুমের পরিমাণের সঙ্গে মানুষের স্বাস্থ্যের এমন সম্পর্ক নিয়ে গবেষণাটি করেছে নিউইয়র্কের বাফালো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল। ছয় বছরের এ গবেষণায় দেখা গেছে, বেশী সময় ধরে ঘুমান এমন ব্যক্তির চেয়ে ছয় ঘণ্টার কম ঘুমান এমন ব্যক্তির রক্তে শর্করার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা সাড়ে চার গুণ বেশী। এতে ডায়াবেটিস-২ হওয়ায় ঝুঁকি থাকে। শরীর অতিশয় মোটা হ'লে এবং অধিকাংশ সময় বসে কাজ করার কারণে সাধারণত এমন ডায়াবেটিস হয়ে থাকে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন

মেহেরপুর ৬ মার্চ শুক্রবার: অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার যৌথ উদ্যোগে শহরের প্রাণকেন্দ্র শহীদ শামসুযযোহা পার্কে মেহেরপুর যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আলহাজ্জ আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পৌর মেয়র জনাব মু'তাছিম বিল্লাহ মতু ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, ইসলাম একটি বিশ্বজয়ী দ্বীনের নাম। যা এসেছে প্রচলিত সকল দ্বীনের উপর বিজয় লাভের জন্য। অতঃপর তিনি ইসলামের পূর্ণতা, চিরন্তনতা ও মহত্ত্ব --তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। অতঃপর তিনি ইসলামী বিজয়ের পথে চারটি বাধা ব্যাখ্যা করেন এবং সেগুলি উত্তরণের পথ হিসাবে জাতিকে নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন যুগে যুগে এ পথেই পরিচালিত হয়েছে।

সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর যেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আবদুর রায্যাক বিন ইউসুফ, কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়া, আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট), মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মানছূরুর রহমান, মেহেরপুর যেলা যুবসংঘের সভাপতি আব্দুল মোমেন প্রমুখ।

কেশবপুর, যশোর ২০ মার্চ শুক্রবার: অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলার যৌথ উদ্যোগে কেশবপুর পাবলিক ময়দানে যশোর যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও যশোর যেলা সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, মানুষের স্বভাবধর্মের নাম ইসলাম। প্রত্যেক মানব শিশু ইসলামের উপরেই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু প্রধানতঃ পিতা-মাতার কারণে সে ইহুদী, নাছারা, অগ্নি উপাসক ইত্যাদি ভ্রান্ত পথে ধাবিত হয়। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের ভাষণে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানবজাতিকে তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন ও সুন্নাহকে যেকোন মূল্যে আঁকড়ে ধরার আহ্বান জানিয়ে গেছেন। আমাদেরকেও সবকিছু ছেড়ে সেদিকেই ফিরে যেতে হবে। নইলে ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ কোন মতবাদের নাম নয়। এটি একটি পথের নাম। এ পথ আল্লাহ্‌র অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। এপথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। তিনি ধর্ম-বর্ণ ও দল-মত নির্বিশেষে সকলকে এপথে ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট), এডভোকেট যিল্লুর রহমান (সাতক্ষীরা), মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ তারীকুয্যামান, যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও সম্মেলনের আহ্বায়ক মাওলানা বযলুর রশীদ, কেশবপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুত্তালিব বিন ঈমান প্রমুখ।

খুলনা ২১ মার্চ শনিবার: অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা যেলার যৌথ উদ্যোগে মহানগরীর 'হাদীছ পার্কে' খুলনা যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক গোলাম মুক্তাদির, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আবদুর রায্যাক বিন ইউসুফ, এডভোকেট যিল্লুর রহমান (সাতক্ষীরা) প্রমুখ। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

মোল্লাহাট, বাগেরহাট ২২ মার্চ রবিবার: অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগেরহাট যেলার যৌথ উদ্যোগে মোল্লাহাট থানার রাজপাট হাইস্কুল ময়দানে বাগেরহাট যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে

Contents

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা আবদুর রায্যাক বিন ইউসুফ ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক্ব এবং বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন সারুলিয়া হাফিযিয়া মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মুহাম্মাদ আবু জা'ফর ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ বিন ওছমান গণী। অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতা করেন শেখ মুহাম্মাদ রেযাউল করীম।

এলাকা সম্মেলন

বাঘা, রাজশাহী ২৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাঘা থানার যৌথ উদ্যোগে বিনোদপুর হাইস্কুল ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক আব্দুল হাই-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। প্রধান বক্তা ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে শূরা সদস্য ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আবুল হুসাইন। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

মোহনপুর, রাজশাহী ১০ মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মোহনপুর থানার যৌথ উদ্যোগে মহব্বতপুর হাইস্কুল ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ধুরইল ডি.এস কামিল মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, ১নং ধুরইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম, মুহাম্মাদ মুরাদুল ইসলাম, মোহনপুর গার্লস কলেজের প্রভাষক মুহাম্মাদ কাযিমুদ্দীন, মহব্বতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল জাব্বার।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মদিবস পালনে নয়, তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ বাস্তবায়নের মধ্যেই রয়েছে মুসলিম জীবনের সফলতা ও অগ্রগতি। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাঁচটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে বলেন, তিনি কেবল মুসলমানের নবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সৃষ্টিকুলের নবী ও সর্বশেষ নবী। তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন ও হাদীছ সকল মানুষের জন্য কল্যাণ বিধান। একই কারণে আহলেহাদীছ আন্দোলন কোন গোষ্ঠীগত আন্দোলন নয়। বরং এটি বিশ্বমানবতার মুক্তি আন্দোলন।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আবদুর রায্যাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, মাওলানা আবদুল মান্নান (সাতক্ষীরা), স্থানীয় বাগধানী আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা শামসুল হুদা বিন আব্দুল্লাহ, মহব্বতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সহ-সভাপতি ছিলেন মহব্বতপুর কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মুকছেদ আলী। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুকাররম এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্য মুনীরুযযামান ও সহশিল্পীবৃন্দ।

সুধী সমাবেশ

কালদিয়া, বাগেরহাট ২২ মার্চ রবিবারঃ অদ্য দুপুর ১২-টায় বাগেরহাট শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পরিচালিত আল-মারকাযুল ইসলামী কালদিয়া বাগেরহাটে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক্ব প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে অত্র মাদরাসার চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র মুহাম্মাদ রাসেল।

কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক

গাযীপুর, ২০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক শরীফপুরস্থ যেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রফীকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর

ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্জ আলাউদ্দীন সরকার, যেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, আলহাজ্জ মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুছাদ্দিকুল আনোয়ার প্রমুখ।

রংপুর ৮ মার্চ রবিবার: অদ্য বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' শঠিবাড়ী এলাকার উদ্যোগে শঠিবাড়ী বাজার জামে মসজিদে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর কর্মপরিষদের সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তালহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ লাল মিয়া, শঠিবাড়ী এলাকা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইখলাছুর রহমান প্রমুখ।

বিরামপুর, দিনাজপুর, ৮ মার্চ রবিবার: অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বিরামপুর থানাধীন চাঁদপুর মাদরাসা মসজিদে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব শাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কিতাবুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছ প্রমুখ।

পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ ২৬ মার্চ বৃহস্পতিবার: অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক দায়িত্বশীল ও কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার আনীসুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, মাওলানা আব্দুস সাত্তার প্রমুখ।

তাবলীগী সভা

শেরপুর, বগুড়া ৫ মার্চ বৃহস্পতিবার: অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার শেরপুর থানার অন্তর্গত বাসনিয়া (ফকির পাড়া) আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন মাঠে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রঊফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন, মাওলানা আছিরুদ্দীন প্রমুখ।

রংপুর ৯ মার্চ সোমবার: অদ্য বাদ ফজর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর যেলার কাঠালিয়া শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার সভাপতি জনাব ইখলাছুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন কুড়িগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুফীযুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

সিরাজগঞ্জ ১৬ মার্চ সোমবার: অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার বাদুল্লাপুর শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা সভাপতি জনাব নবাব আলী খাঁ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র শাখার সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন।

যুবসংঘ

আলোচনা সভা ও কমিটি গঠন

পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ ৬ মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আনীসুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। তিনি উপস্থিত সবাইকে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অহি-র বিধান মেনে চলার আহ্বান জানান। তিনি অহি-র দাওয়াত সর্বসাধারণের নিকট পৌঁছে দেওয়া যুব সমাজের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে উল্লেখ করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নওগাঁ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম।

অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনকে সভাপতি, মুহাম্মাদ আব্দুল আলীমকে সহ-সভাপতি ও মুহাম্মাদ মামূনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘ' নওগাঁ যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

Contents

ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ ১৪ মার্চ শনিবার: অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে যেলার ডাকবাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বর্তমান সেশনের (২০০৯-১১) কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক জনাব মফীযুদ্দীন। উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি বেলাল হোসাইন, অর্থ সম্পাদক আব্দুল আহাদ, চোরকোল এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয প্রমুখ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত শাশ্বত আদর্শের প্রচারক, যে আদর্শের কোন পরিবর্তন হয় না। যারা এ আদর্শে জীবন গড়ে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হবে। আর যারা এ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। তিনি উপস্থিত সকলকে অহিভিত্তিক এ শাশ্বত আদর্শের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ।

সভায় আসাদুল্লাহ (মিলন)-কে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট ঝিনাইদহ যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ব্রজনাথপুর, পাবনা ২০ মার্চ শুক্রবার: অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম। আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সোবহান, প্রচার সম্পাদক মাওলানা বেলাল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি তারিক হাসান প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শিরিন বিশ্বাস, অর্থ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দূসকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট পাবনা যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সরওয়ার হোসাইন।

পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি মোহাম্মাদ আজিবার রহমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল 'আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তর খুলনা জেলার আলিমগণের অবদান (১৯০৫-২০০০ খ্রীঃ)'। তার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস সালাম। বিদেশী পরীক্ষক ছিলেন ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ ইসমাঈল। মোহাম্মাদ আজিবার রহমান বর্তমানে সাউথইস্ট ইউনির্ভাসিটি রাজশাহী ক্যাম্পাসের জয়েন্ট কো-অর্ডিনেটর ও লেকচারার হিসাবে কর্মরত আছেন।

মৃত্যু সংবাদ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলামের পিতা জনাব আব্দুস সাত্তার বিশ্বাস গত ২৩ মার্চ '০৯ সোমবার বিকাল ৩-টায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, ২ মেয়ে ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে ১৯৯২ সাল থেকে শয্যাশায়ী ছিলেন। ঐ দিন রাত পৌনে এগারটায় তার জানাযার ছালাত তার নিজ বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার মেঝ ছেলে নযরুল ইসলাম। অতঃপর পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ উপস্থিত ছিলেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

জায়েদ লাইব্রেরী, ঢাকা

প্রবীণ ও নবীন আহলেহাদীছ ওলামাগণের লিখিত ও সম্পাদিত ৪০০ বইয়ের বিশাল গ্রন্থ সম্ভারে আপনাকে স্বাগতম। এছাড়া দেশের প্রায় সকল ইসলামী প্রকাশনালয় কর্তৃক প্রকাশিত দেশবরেণ্য আলেমগণের বই সমূহও পাওয়া যায়।

ঢাকা মহানগরীসহ তৎসংলগ্ন এলাকা নিবাসী গ্রাহকের ৩,০০০ বা তদূর্ধ্ব টাকার অর্ডারকৃত বই নিজ খরচে পৌঁছে দেয়া হয়।

কোম্পানীর পক্ষ হ'তে প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকা সংগ্রহ করুন এবং নিজ জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করুন।

যোগাযোগ

জায়েদ লাইব্রেরী
৫৯, সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা।
(নাজিরা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পিছনে বড় পুকুরের গলির ভিতর)
মোবাইলঃ ০১১৯১১৯৬৩০০।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৪১)ঃ সাংসারিক ভুল বুঝাবুঝির এক পর্যায়ে রাগের মাথায় স্বামী তার স্ত্রীকে এক সাথে দুই তালাক প্রদান করে। এরপর স্বামী-স্ত্রী আবার ঘর-সংসার করতে থাকে। অতঃপর দেড় মাস পরে পুনরায় স্বামী রাগের বশবর্তী হয়ে এক সাথে তিনবার 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করে। তৎক্ষণাৎ স্ত্রী স্বামীর বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। এ ঘটনার ৮/১০ মাস পর গ্রামের কিছুসংখ্যক লোক তাদের মাঝে মিলমিশ করে দিলে তারা পুনরায় ঘর-সংসার করতে শুরু করে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী ছেলের কথায় তারা আবার পৃথক হয়ে যায়। এরপর প্রায় দেড় বৎসর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। কিন্তু তাদের উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথা-বার্তা নেই। এক্ষণে তারা একত্রে ঘর-সংসার করতে আগ্রহী। এ বিষয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ফায়ছালা জানতে চাই।

-আনোয়ার
নোয়াখালী।

উত্তরঃ প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী স্ত্রীর উপর দুই তালাক কার্যকর হয়েছে। স্বামী তার স্ত্রীকে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। এক বৈঠকে এক সঙ্গে একাধিক তালাক দিলেও তা এক তালাক গণ্য হয়। কারণ তালাক দেওয়ার নিয়ম হল, ইদ্দতে ইদ্দতে তালাক দেওয়া *(মুসলিম হা/১৪৭২; নাসাঈ হা/৩৪৩০; মিশকাত হা/৩২৯২; সূরা তালাক্ব ১)*। যেহেতু দ্বিতীয় তালাক প্রদানের পর ইদ্দতের মাঝে ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি তাই কেবল নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিবে *(বুখারী, তরজমাতুল বাব, ফাৎহুল বারী ৯/৪৫২ পৃঃ হা/৫২৫৯-এর আলোচনা)*। নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে না নিয়ে তারা পাপ করেছে। এজন্য তাদেরকে তওবা করতে হবে। তবে এখানে তথাকথিত জাহেলী হিল্লা প্রথার কোন সুযোগ নেই। এটা ইসলামে হারাম *(ছহীহ নাসাঈ হা/৩১৯৮; মিশকাত হা/৩২৯৬-৯৭; ইরওয়াউল গালীল ৬/৩০৯)*। উল্লেখ্য যে, এর পরে তালাক দিলে তিন তালাক কর্যকর হবে। ফলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার আর সুযোগ থাকবে না।

প্রশ্নঃ (২/২৪২)ঃ ছালাত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি কী? ছালাতরত অবস্থায় কেউ ডাকলে গলায় আওয়াজ করা যাবে কি?

-আবু আনীসা
ডুমনী, খিলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তরঃ ছালাতরত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে কথা না বলে শুধু হাত বা আঙ্গুলের ইশারায় সালামের উত্তর দিতে হবে *(তিরমিযী, নাসাঈ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৯৯১)*। ছালাতরত অবস্থায় গলার আওয়াজ দেওয়ার হাদীছটি যঈফ *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৬৭৫; তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ৩১২)*।

প্রশ্নঃ (৩/২৪৩)ঃ পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় যদি হাঁচি আসে তাহ'লে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা যাবে কি?

-লোকমান
পাশুণ্ডী, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় হাঁচি আসলে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা যাবে না। কারণ এ সময় যিকর করা হ'তে নবী করীম (ছাঃ) বিরত থাকতেন। তাই হাজত সম্পন্ন করার পর তিনি **'গুফরা-নাকা'** বলে আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা চাইতেন *(তিরমিযী হা/৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৩৫৯)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৪৪)ঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালনের শারঈ বিধান এবং ফযীলত দলীল সহকারে জানিয়ে বাধিত করবেন।

–উম্মু ছাক্বিব
ডুমনী, খিলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তরঃ নবী করীম (ছাঃ) নিয়মিতভাবে সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালন করতেন। একদা তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'আমি এই দিনে জন্ম গ্রহণ করেছি এবং এই দিনে আমার প্রতি অহি নাযিল করা হয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৫)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল সমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পসন্দ করি ছিয়াম অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হোক' *(তিরমিযী হা/৭৪৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২০৫৬)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৪৫)ঃ অনেকে কুরআন তেলাওয়াতের পর 'ছাদাক্বাল্লা-হুল আযীম' বলে থাকে। এর দলীল জানতে চাই।

-রাসেল
বাউসা, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শেষে 'ছাদাক্বাল্লা-হুল আযীম' বলার পক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং

কুরআন তেলাওয়াত শেষে রাসূল (ছাঃ) নিম্নের দো'আ পড়তেন,

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণঃ *সুব্হা-নাকা ওয়া বিহাম্দিকা লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা।* **অর্থঃ** 'পবিত্রতা সহ আপনার প্রশংসা বর্ণনা করছি। আপনি ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি' *(ইমাম নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ হা/৩০৮, পৃঃ ২৭৩)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৪৬)ঃ মানুষ ঘুমের মাঝে যে সমস্ত স্বপ্ন দেখে, তার শারঈ কোন তা'বীর আছে কি? স্বপ্নের কোন প্রকার-ভেদ আছে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুছাদ্দিক্ব বিল্লাহ
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সব স্বপ্ন তা'বীরযোগ্য নয়। কারণ মানুষ বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন দেখে থাকে। রাসূল (ছাঃ) অনেক স্বপ্নের তা'বীর বলে দিতেন *(আহমাদ. শারহুস সুন্নাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬২৪ টীকাসহ দ্রঃ)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন. 'উত্তম স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে তাহ'লে সে যেন ঐ ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করে, যাকে সে ভালবাসে। আর যদি কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে তাহ'লে সে যেন তার ক্ষতি ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চায় এবং বাম দিকে তিনবার থুক মারে। আর কারো কাছে যেন প্রকাশ না করে। ফলে তার কোন ক্ষতি হবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬১২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'স্বপ্ন তিন প্রকার হয়ে থাকে। (ক) সত্য স্বপ্ন (খ) মনের কল্পনা এবং (গ) শয়তানের পক্ষ হ'তে ভীতি প্রদর্শন। সুতরাং কেউ যদি অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তাহ'লে তখন উঠে যেন ছালাত আদায় করে' *(তিরমিযী হা/২২৮০)*।

প্রশ্নঃ (৭/২৪৭)ঃ ইরাককে 'হাদীছ ভাঙ্গানোর কারখানা' বলা হয় কেন?

- আবু ইউসুফ
যোগীপাড়া, বাগাতিপাড়া
নাটোর।

উত্তরঃ ইরাকে হাদীছের শব্দে ও বাক্যে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করা হ'ত। তাই ইমাম মালেক (রহঃ) ইরাককে 'দারুয যারব' বা হাদীছ ভাঙ্গানোর কারখানা বলতেন। ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী বলেন, 'আমাদের নিকট থেকে বের হওয়া এক বিঘত হাদীছ ইরাক থেকে এক হাত হয়ে ফিরে আসে' *(আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৭৯)*।

প্রশ্নঃ (৮/২৪৮)ঃ আমরা জানি জেহরী ছালাতে সশব্দে আমীন বলার হাদীছ ছহীহ। কিন্তু দেশের একটি পরিচিত মাসিক পত্রিকায় বিভিন্ন দলীল ও ইমামদের মতামত উল্লেখ করে নিঃশব্দে আমীন বলার পক্ষে ফৎওয়া দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাসিবুল হাসান
ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা
ঢাকা।

উত্তরঃ জেহরী ছালাতে সূরা ফাতিহা শেষে আমীন জোরে বলতে হবে। এটা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৯৩২; ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৮)*। পক্ষান্তরে নীরবে আমীন বলার পক্ষে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা মুহাদ্দিছগণের নিকটে যঈফ এবং অনেক ত্রুটিযুক্ত। ইমাম তিরমিযী অনেকগুলো ত্রুটি উল্লেখ করেছেন এবং জোরে আমীন বলার হাদীছকে সর্বাধিক ছহীহ বলেছেন *(যঈফ তিরমিযী হা/৪১)*। ইমাম দারাকুৎনীও একই মন্তব্য করেছেন *(দারাকুৎনী হা/১২৫৬, ১/৩২৮-২৯)*। অতএব ছহীহ হাদীছের প্রতি নিঃশর্তভাবে আমল করাই একান্ত কাম্য। আর যঈফ ও ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ বর্জনীয়। এভাবে ছহীহ হাদীছকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিলে কোন মতানৈক্য ও ভেদাভেদ থাকতে পারে না।

প্রশ্নঃ (৯/২৪৯)ঃ যে ব্যক্তি পরহেযগার আলেমের পিছনে ছালাত আদায় করল সে যেন নবীর পিছনে ছালাত আদায় করল। উক্ত হাদীছের সনদ সম্পর্কে জানতে চাই।

- মুহাম্মাদ মুহসিন আকন্দ
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ বর্ণনাটি জাল। এর কোন ভিত্তি নেই *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৭৩, ২/৪৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৫০)ঃ অনেকে ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত রেখে বিভিন্ন দো'আ পড়ে। এই দো'আগুলোর ছহীহ দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ আখতারুল ইসলাম
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত রেখে দো'আ পড়ার ছহীহ কোন দলীল পাওয়া যায় না। মাথায় হাত দিয়ে **'বিসমিল্লা-হিল্লাযি লা-ইলা-হা গাইরুহু আর-রাহমা-নুর রাহীম, আল্লাহুম্মা আযহিব আন্নিল হাম্মা ওয়াল হাযানা'** বলতে হবে মর্মে ত্বাবারাণীতে যে

বর্ণনাটি এসেছে তার সনদ নিতান্তই যঈফ, যা আমলযোগ্য নয় *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৬০, ২/১১৪ পৃঃ; যঈফুল জামে' হা/৪৪২৯)*।

প্রশ্নঃ (১১/২৫১)ঃ ওযূ শেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে দো'আ পাঠ করা সম্পর্কে কোন হাদীছ আছে কি?

- শহীদুল ইসলাম
হাঁপানিয়া, সাপাহার
নওগাঁ।

উত্তরঃ ওযূ শেষে দো'আ পাঠের সময় আকাশের দিকে তাকানো সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এ বিষয়ে একটি 'মুনকার' বা যঈফ হাদীছ রয়েছে, যা আমলযোগ্য নয়' *(দারেমী, ইবনুস সুন্নী, দ্রঃ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ১/১৩৪)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৫২)ঃ বিবাহের অনুষ্ঠানে যবেহকৃত গরু-ছাগলে আক্বীক্বার নিয়ত করা যাবে কি?

- নাজমুল ইসলাম
এম এম কলেজ, যশোর।

উত্তরঃ আক্বীক্বা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা জন্মের সপ্তম দিনেই করতে হয় *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫৩)*। পরবর্তীতে আক্বীক্বা করা সম্পর্কে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। তাই বিবাহের অনুষ্ঠানে যবেহকৃত গরু-ছাগলে আক্বীক্বার নিয়ত করা যাবে না। অনুরূপভাবে কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার নিয়ত করারও কোন শারঈ বিধান নেই। এসবই পরবর্তীতে চালুকৃত বিদ'আত।

প্রশ্নঃ (১৩/২৫৩)ঃ রুকূ ও সিজদার প্রসিদ্ধ দো'আ 'সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম ও 'সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা' ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মনিরুল ইসলাম
চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ উক্ত দো'আ দু'টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৮১; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৮৮৮)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৫৪)ঃ অনেকেই বলেন, ছালাত অবস্থায় ডান পা সরানো যায় না। তবে প্রয়োজনে বাম পা সরানো যায়। এ কথার ছহীহ কোন ভিত্তি আছে কি?

- জুয়েল রানা
ঢাকা।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় ডান পায়ের স্থান ত্যাগ করা যাবে না কথাটি সঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদার সময় উভয় পা মিলিয়ে রাখতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৩)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৫৫)ঃ আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? উক্ত দায়িত্ব পালন না করলে তারা পরকালে কেমন শাস্তির সম্মুখীন হবেন?

- আল-ওয়ালিদ
খুলনা।

উত্তরঃ আলেমগণ নবীগণের ইলমের ওয়ারিছ *(তিরমিযী, আবু দাঊদ, মিশকাত হা/২১২, সনদ হাসান)*। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হ'ল, মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করা, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের মাঝে এমন একটি দল থাকা চাই যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, ভাল কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর তারাই সফলকাম *(আলে-ইমরান ১০৪)*। তবে অবশ্যই দলীলসহ দাওয়াত দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বলুন! ইহাই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে (দলীল সহ) আহ্বান করে থাকি' *(ইউসুফ ১০৮)*। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হ'লে পরকালে প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৫৬)ঃ আমরা জানি, সুন্নাত ছালাত বাড়ীতে পড়াই উত্তম (ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৭৬)। প্রশ্ন হ'ল, মুয়াযযিন আযানের আগে বাড়ীতে সুন্নাত পড়তে পারবে কি?

- উছমান গণী
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
ভারত।

উত্তরঃ সুন্নাত ছালাত ফরয ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত। যদি সেই ছালাতের সময় হয়ে যায়, তাহলে আযানের আগেও মুওয়াযযিন বাড়ীতে সুন্নাত পড়তে পারবে। কারণ প্রত্যেক ছালাতেরই নির্ধারিত সময় রয়েছে *(নিসা ১০৩)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৫৭)ঃ আমাদের এলাকায় প্রচলিত আছে, জুতা পায়ে দিয়ে কবরে মাটি দেওয়া এবং কবরস্থানে যাওয়া নিষেধ। মাটি দেওয়ার পর কবরের উপর পানি ছিটানোর নিয়মও প্রচলিত আছে। এগুলোর শারঈ কোন ভিত্তি আছে কি?

- আব্দুল্লাহ খান
শ্রীপুর, গাযীপুর।

উত্তর: জুতা পায়ে দিয়ে কবরে মাটি দেওয়া ও কবরস্থানে যাওয়া যাবে *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১২৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুতা পায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করেছেন *(আবুদাঊদ,*

Contents

দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭৬৬)। উল্লেখ্য, যে হাদীছে জুতা খুলে ফেলার কথা বলা হয়েছে সে হাদীছের ব্যাখ্যা হ'ল, ঐ জুতাতে নাপাকি লেগে ছিল বলেই জুতা খুলতে বলা হয়েছিল *(আবুদাঊদ, ইরওয়া হা/৭৬০, ৩/২১১)*। সুতরাং জুতা পরিস্কার থাকলে জুতা খোলার প্রয়োজন নেই।

দাফনের পর পানি ছিটানো যায় *(বায়হাক্বী, সনদ মুরসাল ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৫৫-এর আলোচনা দ্রঃ)*। তবে মাথার দিক থেকে পা পর্যন্ত পানি ছিটাতে হবে এই অংশটুকু যঈফ *(ইরওয়া ৩/২০৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২৫৮)ঃ আমার ছেলে গোপনে বিয়ে করে মেয়ের পিতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ঘুষ দিয়ে সেনাবাহিনীতে চাকরি নিয়েছে। পরবর্তীতে সে তার শ্বশুরকে টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে। আমি কি ছেলের উপার্জন খেতে পারব?

- মমতাজ বেগম
তেরখাদা, খুলনা।

উত্তরঃ ঘুষ দিয়ে চাকরি নিয়ে সে অন্যের হক্ব নষ্ট করেছে। সে ঘুষ না দিলে হয়ত যোগ্য ব্যক্তিই এ কাজে নিয়োগ পেত, যে ঘুষ দিতে পারেনি। সুতরাং এই চাকরি থেকে উপার্জিত অর্থ হারাম বলে গণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) ঘুষ দাতা এবং ঘুষ গ্রহীতা উভয়কেই অভিসম্পাত করেছেন *(আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৫৩, সনদ ছহীহ)*। এছাড়া বিয়ের সময় যৌতুক নিয়ে সে জঘন্য পাপ করেছে।

প্রশ্নঃ (১৯/২৫৯)ঃ ৭০ হাযার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তাদের পরিচয় জানতে চাই।

- আবু শাহীন
চরের হাট, পলাশবাড়ী
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ নবী করীম (ছাঃ) বলেন, পূর্বের নবীগণের উম্মতগণকে আমার সামনে পেশ করা হ'ল। দেখলাম একজন নবী, তাঁর সাথে রয়েছে একজন লোক। অন্য একজন নবীর সাথে রয়েছে দু'জন লোক। অন্য এক নবীর সাথে রয়েছে একদল লোক। একজন নবী এমনও ছিলেন, যাঁর সাথে কোন লোক ছিল না। অতঃপর এক বিরাট জামা'আত দেখলাম যারা দিগন্ত জুড়ে রয়েছে। তখন আকাংখা করলাম, এ জামা'আতটি যদি আমার উম্মত হ'ত! এ সময় বলা হ'ল, এ সব লোক মূসা (আঃ) এবং তার সম্প্রদায়। ..... তারপর আমাকে দিগন্তজোড়া একটি বড় দল দেখানো হল। তাদের অগ্রভাগে ৭০ হাযার লোক রয়েছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ঐ সব লোক যারা অশুভ লক্ষণ মানে না, ঝাড়ফুঁক বা মন্ত্র-তন্ত্রের ধার ধারে না এবং আগুনে পোড়া লোহার দাগ লাগায় না। তারা আপন প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৬)*।

প্রশ্নঃ (২০/২৬০)ঃ 'ইনসান' ও 'নফস' কি একই জিনিস? নাকি ভিন্ন?

- রাসেল আহমাদ
কটিখের, নওগাঁ।

উত্তরঃ 'ইনসান' দ্বারা সমস্ত মানব জাতিকে বুঝায়। আর 'নফস' দ্বারা কেবল মানবাত্মাকে বুঝায়। অতএব, দু'টি এক জিনিস নয়।

প্রশ্নঃ (২১/২৬১)ঃ মসজিদের ইমাম বিভিন্ন বাড়ীতে খান। তাদের অনেকেই হারাম উপার্জন করে। এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, এটা আমার মুজুরী। আর মুজুরীদাতা সেটা হারাম থেকে দিলেও আমার জন্য তা হালাল। একথা কি ঠিক?

- আব্দুল্লাহ
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত ইমামের দাবী সঠিক নয়। কারণ যারা খোলাখুলি হারাম উপার্জনে অভ্যস্ত, তাদের বাড়ীতে খাওয়া যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে শরীর অবৈধ উপার্জনে বৃদ্ধি হয় তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯)*।

প্রশ্নঃ (২২/২৬২)ঃ একটি ইসলামী পত্রিকায় লেখা হয়েছে, ইমাম আবু হানীফার মাযহাব অনুসারে জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া জায়েয নয়। কেউ পড়তে চাইলে তাকবীরে উলার দো'আ হিসাবে পড়তে পারে। কিন্তু হাদীছে রয়েছে, সূরা ফাতিহা ছাড়া কোন ছালাত হয় না। উক্ত বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

- নাজমুল হাসান
বাঁশদহা বাজার, বাঁশদহা
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন *(ছহীহ তিরমিযী হা/১০২৬; মিশকাত হা/১৬৭৩)*। ত্বালহা বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করেছি। তিনি তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। নাসাঈ-র বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি ঐ সাথে আরেকটি সূরা পড়েন এবং সরবে পড়েন, যা আমরা শুনতে পাই। ছালাত শেষে আমি তার হাত ধরে উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করলে *(নাসাঈ হা/১৯৮৯)* তিনি বলেন, এটা এজন্য যাতে তোমরা জানতে পারো যে, এটা সুন্নাত' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৬৫৪)*। উল্লেখ্য

যে, উক্ত সূরা দো'আ হিসাবে পড়তে হবে মর্মে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোন প্রমাণ নেই।

প্রশ্নঃ (২৩/২৬৩)ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সকল সৃষ্টির উপরে মর্যাদা দিয়েছেন নাকি অধিকাংশের উপরে মর্যাদা দিয়েছেন? ফেরেশতাগণ মানুষের চাইতে উত্তম কি-না?

- নূরুল ইসলাম
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সকল সৃষ্টির উপরে মর্যাদা দিয়েছেন। কারণ তিনি আদম সন্তানকে 'জ্ঞান' দান করেছেন এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা অন্যান্য সৃষ্ট জীবের মধ্যে নেই। ফেরেশতাগণ নূরের সৃষ্টি হওয়ায় জন্মগতভাবে মানুষের চেয়ে উত্তম। অন্যায় কাজ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা আল্লাহ তাদের দেননি। পক্ষান্তরে নেককার মুমিন আমলগত কারণে ফেরেশতাগণের চাইতে উত্তম। কেননা তারা অন্যায় করার ক্ষমতা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা করেন না *(দ্রঃ ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম নং ১০৭)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৬৪)ঃ ছালাতুল ইস্তিখারাহ কী? এর পদ্ধতি এবং কোন দো'আ পড়ে ছালাতুল ইস্তিখারাহ পড়তে হয় জানিয়ে বাধিত করবেন?

- শহীদুল ইসলাম
খিরাইকান্দি, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কোন্ কাজটি করা মঙ্গলজনক হবে, সে বিষয়ে আল্লাহর নিকট থেকে ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে যে ছালাত আদায় করা হয়, তাকে 'ছালাতুল ইস্তেখা-রাহ' বলা হয়। কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত না করে এবং ঝোঁক না রেখে বরং নিরপেক্ষ ও সাদা মনে ইস্তেখারার ছালাত আদায় করবে। অতঃপর যেদিকে মন টানবে, সেভাবেই কাজ করবে। এ জন্য দু'রাক'আত ছালাত দিন বা রাতে যেকোন সময়ে পড়া যায়। ফরয ছালাতের জন্য নির্ধারিত সুন্নাত সমূহে কিংবা 'তাহইয়াতুল মসজিদ' দু'রাক'আত ছালাতে বা পৃথকভাবে দু'রাক'আত নফল ছালাতে ইস্তেখা-রার দো'আ পাঠের মাধ্যমে এই ছালাত আদায় করা যেতে পারে। সূরায়ে ফাতিহার পরে যেকোন সূরা পাঠ করবে। এরপর হামদ ও দরূদ পাঠ করবে। অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করবে,

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَاأَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، أَاَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِىْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِىْ أَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ أَمْرِىْ وَآجِلِه فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ- وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرًّا لِىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِىْ أَوْ قَالَ: فِىْ عَاجِلِ أَمْرِىْ وَآجِلِه فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِىْ بِهِ، وَقَالَ : وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ –

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি'ইলমিকা ওয়া আস্তাক্বদিরুকা বি কুদরাতিকা, ওয়া আসআলুকা বিফাযলিকাল 'আযীমি। ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা আক্বদিরু, ওয়া তা'লামু ওয়া লা আ'লামু, ওয়া আংতা 'আল্লা-মুল গুয়ূবি। আল্লা-হুম্মা ইন কুংতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা খায়রুন লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী আও ফী 'আ-জিলি আমরী ওয়া আ-জিলিহী, ফাক্বদিরহু লী ওয়া ইয়াসসিরহু লী; ছুম্মা বা-রিক লী ফীহি। ওয়া ইন কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শার্রুণ লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী আও 'আ-জিলি আমরী ওয়া আ-জিলহি, ফাছরিফহু 'আন্নী ওয়াছরিফনী 'আনহু, ওয়াক্বদির লিয়াল খায়রা হায়ছু কা-না, ছুম্মা আরযিনী বিহী।*

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমারই জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণকর বিষয়টি প্রার্থনা করছি এবং তোমার মুক্তির মাধ্যমে (সেটা অর্জন করার) শক্তি প্রার্থনা করছি। আমি তোমার মহান অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইছি। কেননা তুমিই ক্ষমতা রাখ। আমি ক্ষমতা রাখিনা। তুমি জানো, আমি জানিনা। তুমিই অদৃশ্য বিষয় সমূহের মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো যে, এ কাজটি আমার জন্য উত্তম হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য অথবা আমার ইহকাল ও পরকালের জন্য, তাহ'লে ওটা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও এবং সহজ করে দাও। অতঃপর ওতে আমার জন্য বরকত দান কর। আর যদি তুমি জানো যে, এ কাজটি আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনের জন্য আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য অথবা আমার ইহকাল ও পরকালের জন্য, তাহ'লে এটা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও ওটা থেকে ফিরিয়ে রাখ। অতঃপর আমার জন্য মঙ্গল নির্ধারণ কর, যেখানে তা আছে এবং আমাকে তা দ্বারা সন্তুষ্ট কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩২৩ 'নফল ছালাত' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৩৬-১৩৭)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৬৫)ঃ ঈদের খুৎবা চলাকালে টাকা-পয়সা ছাদাক্বাহ করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ বিন মোশাররফ
ঐতিহ্যবাহী মুসলিম হাইস্কুল

বেরাইদ, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তরঃ করা যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৯, 'ঈদায়েন' অনুচ্ছেদ)*। তবে খুৎবা সমাপ্তির পরেই তা করা যায়। নবী করীম (ছাঃ) বেলালের মাধ্যমে মহিলাদের দান গ্রহণ করেছিলেন খুৎবা দেওয়ার পর *(বুখারী হা/৯৭৮; মুসলিম হা/১১৪১ 'ছালাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৪৬৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬৬)ঃ মুকুল অবস্থায় কিংবা মুকুল আসার পূর্বে অথবা ৪/৫ বছর একসঙ্গে আম বাগান বিক্রি করা যাবে কি?

-আবু ছালেহ
তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসা, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়টি শরী'আত সম্মত নয়। জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ২/৩ বছর কিংবা তদোধিক বছরের জন্য ফলের গাছ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৩৬; মুসলিম নববী সহ ২/১০ পৃঃ)*। অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) ফল (খাওয়ার বা কাজে লাগার) উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৩৯)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৬৭)ঃ কিছুদিন পূর্বে জটিল অপারেশনের কারণে আমি ১৫/১৬ দিন ছালাত আদায় করতে পারিনি। আমি এখন সুস্থ আমার করণীয় কী জানিয়ে বাধিত করবেন?

- নার্গিস
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় পূর্বের ছুটে যাওয়া ফরয ছালাতগুলো আদায় করা যরূরী। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ছালাতের কোন কাফফারা নেই। যখন স্মরণ হবে অথবা ঘুম থেকে জাগবে তখনই ছালাত আদায় করতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৩)*। অনিয়মিতভাবে ছালাত ছুটে গেলে আদায় করা লাগবে না। তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৮/২৬৮)ঃ অধিকাংশ ইমামকে দেখা যায় বিশেষ করে শহরের মসজিদগুলোতে ছালাত শুরুর আগে মাথায় পাগড়ী বেঁধে নেন। আবার ছালাত শেষ হলে খুলে রাখেন। এর ফযীলত সম্বন্ধে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মাহবূবুর রহমান
রাজশাহী কলেজ।

উত্তরঃ পাগড়ী পরে ছালাত আদায় করলে বেশী নেকী হয় মর্মে অনেকগুলো জাল হাদীছ রয়েছে। যার কারণে উক্ত আমল সমাজে চালু হয়েছে। যেমন পাগড়ীসহ দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা পাগড়ী বিহীন সত্তর রাক'আত ছালাত আদায়ের সমান। পাগড়ী পরে ছালাত আদায় করলে দশ সহস্রাধিক বেশী নেকী লেখা হয় ইত্যাদি জাল হাদীছ রয়েছে *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৭-১২৮, ১/২৪৯-২৫৩ পৃঃ)*। পাগড়ী পরে ছালাত আদায় করলে বেশী নেকী হয় মর্মে যত হাদীছ রয়েছে সবগুলোই জাল। এই জাল হাদীছ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (২৯/২৬৯)ঃ জনৈক বক্তা বললেন, রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, হে আমার উম্মত! তোমাদের আমলনামা আমার রওযায় পেশ করা হয়। ভাল আমলকারীর আমলনামা দেখলে আমি খুশী হই এবং খারাপ আমলনামা দেখলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। এর সত্যতা জানতে চাই।

- মেহেদী
ধাপ সাতপাড়া, রংপুর।

উত্তরঃ এধরনের কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩০/২৭০)ঃ জনৈক মাওলানা বলেছেন, নবীর পদ্ধতি ছাড়া কোন ছালাত কবুল হবে না। একথার পক্ষে ছহীহ দলীল আছে কি?

- নাজমুল ইসলাম
হলপাড়া, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ শুধু ছালাত কেন রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতি ছাড়া কোন ইবাদতই কবুল হবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য কর, তোমাদের আমল সমূহ বাতিল কর না' *(মুহাম্মাদ ৩৩)*। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য ও তাঁর দেখানো পদ্ধতি ছাড়া যে কোন আমল বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রশ্নঃ (৩১/২৭১)ঃ প্রশ্নঃ আলেমদেরকে 'মাওলানা' বলা যাবে কি? অনেকে বলেন, এটা বলা কঠিন শিরক।

- সাইফুল ইসলাম
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এটি বলা যাবে এবং এটি শিরক নয়। কেননা 'মাওলা' অর্থ কেবল 'প্রভু' বা 'উপাস্য' নয়। বরং মাওলা অর্থ বন্ধু, সুহৃদ, অভিভাবক, নেতা ইত্যাদি হয়ে থাকে। যা আরবী ভাষায় বহুল প্রচলিত। 'মাওলানা' শব্দটির মাদ্দাহ وَلِيٌّ শব্দটি পবিত্র কুরআনে প্রায় ১০টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন প্রভু *(ইউনুস ৩০)*, সন্তান *(মারিয়াম ৫)*, সাথী, বন্ধু *(কাহফ ১৭)*, নিকটজন *(দুখান ৪১)*, সাহায্যকারী *(মুহাম্মাদ ১১)*, শরীক ইলাহ সমূহ *(যুমার ৩)*, উত্তরাধিকারী *(নিসা ৩৩)*, দ্বীনী বন্ধু *(তওবা ৭১)*, আযাদকৃত দাস *(আহযাব ৫)* ইত্যাদি। এটি আল্লাহর গুণবাচক নামের অন্তর্ভুক্ত নয়। পবিত্র কুরআনে এটি গুণবাচক নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। অতএব কোন দ্বীনী আলেমকে এ শব্দ দিয়ে সম্বোধন করা আপত্তিকর নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা

কেউ বলোনা যে, তোমার রবকে খাওয়াও ও পান করাও। বরং বল যে, আমার নেতা ও অভিভাবককে (سيدى ومولاىَ) খাওয়াও' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৬০)*।

কোন সম্মানী ব্যক্তির জন্য 'মাওলানা' বলার ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তবে কোন ব্যক্তির জন্য নিজের পরিচয় দানে এই শব্দ ব্যাবহার করা অর্থগতভাবে ভুল এবং ক্ষেত্রবিশেষে আত্মপ্রশংসার নামান্তর। অতএব নিজের নামের সাথে এ শব্দটি যুক্ত করা ঠিক হবে না।

প্রশ্নঃ (৩২/২৭২)ঃ জনৈক মাওলানা বলেছেন 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মি'রাজে গিয়ে আল্লাহর আরশের সত্তর হাযার পর্দা অতিক্রম করছিলেন, তখন গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, আবুবকর (রাঃ) বলছেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সাবধান, মহান আল্লাহ এখন ছালাত আদায় করছেন'। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

- হাফেয অহীদুযযামান
পাঁচদোনা বাজার, নরসিংদী।

উত্তরঃ এসমস্ত ঘটনা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। তাছাড়া আবুবকর (রাঃ)-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি গায়েব জানতেন। অথচ এরূপ আক্বীদা পোষণ করা শিরক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি বলে দিন, আসমান ও যমীনের কেউ গায়েবের খবর রাখে না একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত' *(নামল ৬৫, আন'আম ৫৯)*। তাছাড়া আমরা ছালাত আদায় করি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; কিন্তু আল্লাহ কার সন্তুষ্টির জন্য ছালাত আদায় করবেন? সুতরাং প্রত্যেকের উচিত দলীল ভিত্তিক কথা বলা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৭৩)ঃ জনৈক আলেম বলেন, 'গীবত করা যিনা করার চেয়েও বড় পাপ'। হাদীছটি কি ছহীহ?

- আব্দুল মুমিন
সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ হাদীছটি যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮৪৬; যঈফুল জামে' হা/২২০৪; মিশকাত হা/৪৮৭৪)*। তবে গীবত করা বড় পাপ। আল্লাহ তা'আলা একে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার সাথে তুলনা করেছেন *(হুজুরাত ১২; মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৭৪)ঃ 'অসীলা' কী? পীর-ফকীরদের অসীলা ধরা যাবে কি?

-তরীকুল ইসলাম
বর্ষাপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ 'অসীলাহ' অর্থ নৈকট্য। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহর নৈকট্য অনুসন্ধান কর' *(মায়েদাহ ৩৫)*। আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় কী? এ সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেন, 'যে ব্যক্তি তার প্রভুর দীদার লাভ করতে চায়, সে যেন নেক আমল করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১১০)*। অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মাত্র দু'টি। (১) শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাস এবং (২) শরী'আত অনুমোদিত নেক আমল। এর অর্থ কখনোই পীর-ফকীর ধরা নয়, যা বর্তমানে লোকেরা ধরে থাকে।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৭৫)ঃ যে ফেরেশতা মানুষের জান কবয করার জন্য আসেন, মানুষ কি তাকে দেখতে পায়?

- মাহফুয আলম
নীলডহরী, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত ফেরেশতাকে মানুষ দেখতে পায় কি-না সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে মালাকুল মঊত আসার পূর্বে অনেক ফেরেশতা তার পাশে এসে বসেন, তখন সে তার চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত ফেরেশতাগণকে দেখতে পায়। এ সময় মালাকুল মঊত তার মাথার পাশে বসেন *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৬৩০)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৭৬)ঃ কোন আমল করলে সবচেয়ে বেশী নেকী হয়?

- সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ নফল ছিয়াম পালন করলে সবচেয়ে বেশী নেকী হয়। আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে এমন একটি আমলের আদেশ করুন যা দ্বারা আল্লাহ আমার উপকার করবেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তুমি ছিয়াম পালন কর, ছিয়ামের ন্যায় কোন ইবাদত নেই *(ছহীহ ইবনে হিব্বান, তারগীব-তারহীব হা/১৩৯২)*। আবু ওমামা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে একটি আমলের কথা বলে দিন যা দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করব। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি ছিয়াম পালন কর ছিয়ামের সমতুল্য কোন ইবাদত নেই *(নাসাঈ, তারগীব হা/১৩৯২)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৭৭)ঃ মহিলা বক্তা জালসা মঞ্চে বসে মহিলাদেরকে সামনে রেখে মাইকে বক্তব্য দিতে পারে কি?

- আব্দুর রাযযাক
ভবানীপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মহিলা বক্তা মহিলাদের সামনে মাইকে বক্তব্য দিতে পারে এই শর্তে যে, তাদের কণ্ঠ যেন কোন পুরুষ শুনতে

না পায়। কারণ তাদের কণ্ঠও বেগানা পুরুষের জন্য পর্দা স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা নারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বল না। কারণ এতে এমন সব পুরুষদের অন্তরে কুবাসনা জন্মে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে' *(আহযাব ৩২)*। একারণেই ছালাতের মধ্যে ভুল হ'লে মহিলারা সংশোধন করবে হাতের পিঠে তালি দিয়ে, তারা মুখে কথা বলবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৮)*। আর একারণেই হজ্জ পালনের সময় মহিলারা সরবে 'তালবিয়া' পড়তে পারে না। তবে যরূরী কোন কারণ হ'লে মহিলাগণ পুরুষের সাথে কথা বলতে পারেন।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৭৮)ঃ যে ব্যক্তি পুরো জামা'আত পায়নি, সে কি সালাম ফিরানো পর্যন্ত ইমামের সাথে বৈঠকে দো'আগুলো শেষ পর্যন্ত পড়তে থাকবে?

- আসাদুল্লাহ
সাতক্ষীরা সিটি কলেজ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত মুছল্লী ইমামের সাথে সালাম ফিরানো পর্যন্ত দো'আগুলো পড়তে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণের জন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যখন তোমরা ছালাত আদায় করতে আস, তখন ধীরস্থিরভাবে আস। যেটুকু পাও তা পড় আর যেটুকু ছুটে যায় তা পূর্ণ কর' *(বুখারী ১/৮৮ পৃঃ; মিশকাত হা/৬৮৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৭৯)ঃ বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় গাড়ীতে করে লাশ বহন করার প্রচলন বেশী দেখা যাচ্ছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এটি কতটুকু সঠিক?

-হুমায়ুন কবীর
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

উত্তরঃ জানাযার জন্য গাড়ীতে করে লাশ বহন করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। সুন্নাত হচ্ছে পুরুষেরা কাঁধে লাশ বহন করে কবরস্থানে নিয়ে যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৪৬-৪৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা জানাযার অনুগমন কর। তা তোমাদের আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দিবে' *(আলবানী, তালখীছুল জানায়েয, পৃঃ ৪২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জানাযার সাথে ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে চলেন এবং জানাযা শেষে তারা চলে যান। এ কারণে আমি বাহনে সওয়ার হইনি। এখন তারা চলে গেছেন বিধায় সওয়ার হ'লাম' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৬৭২-এর টীকা নং ৪)*। অতএব নিতান্ত বাধ্য না হ'লে কাঁধে করেই লাশ বহন করবে।

প্রশ্নঃ (৪০/২৮০)ঃ প্রশ্নঃ নবীগণ কি নিষ্পাপ ছিলেন? এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে বিষয়টি সুস্পষ্ট করবেন।

-ডাঃ রফীকুল হাসান
সাতক্ষীরা সরকারী হাসপাতাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে এক লক্ষ ২৪ হাযার নবী-রাসূল ছিলেন আল্লাহর বিশেষ মনোনীত বান্দা *(আলে ইমরান ৩৩; মারিয়ম ৫৮)*। আল্লাহ তাদেরকে মানবজাতির নিকট সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন *(আন'আম ৮৯-৯০; আম্বিয়া ৭৩, ৯০; আহযাব ২১)*। তাই তাঁরা স্বভাবগতভাবে নিষ্পাপ ছিলেন। দুনিয়াবী লোভ-লালসা, প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে তারা ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। আল্লাহ বলেন, তারা এমন ছিলেন, যাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন, অতএব আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন *(আন'আম ৮৯-৯০)*। আল্লাহ আরো বলেন, আমি তাদেরকে নেতৃত্ব দান করেছিলাম আমার নির্দেশ অনুসারে পথ-প্রদর্শনকারীরূপে *(আম্বিয়া ৭৩)*। পবিত্র কুরআনের এ সমস্ত আয়াত নবীগণের মানবীয় পূর্ণতা লাভকে নিশ্চিত করে। তাই আহলে সুন্নাতের আক্বীদা অনুযায়ী সমস্ত নবী ও রাসূলগণ ছিলেন নিষ্পাপ। আর এজন্যই তাঁদের আনীত শরী'আতের বিধি-বিধান সমূহের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু'আ ফাতাওয়া ১০/২৮৯-৯৩)*।

এই নিষ্পাপত্বের অর্থ হলো- তারা কখনো কোন ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করেন নি। কখনো হারাম কাজে লিপ্ত হননি এবং উত্তম চরিত্রের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিছুও তাঁদের মাঝে প্রকাশ পায়নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদেরকে সর্বাবস্থায় অন্যায় কর্ম সমূহ থেকে হেফাযত করেছিলেন। এজন্য দুনিয়ার বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে তারা ছিলেন অনুসরণীয় পুরুষ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত নবী ও রাসূলের প্রতি মানুষকে নিঃশর্ত আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন *(বাক্বারাহ ১৩৬, ২৮৫; আলে ইমরান ৮৪)*।

তবে মানুষ হিসাবে সাময়িকভাবে তাদের মধ্যে কিছু কিছু ছগীরা গুণাহ প্রকাশ পেয়েছে যার কথা কুরআনে এসেছে *(ত্বোয়াহা ১১৫, ১২১; হজ্জ ৫২; হূদ ৪৫; ছোয়াদ ৩৪-৩৫; মুহাম্মদ ১৯; ফাতহ ২)*। কিন্তু তাঁরা সাথে সাথে ভুল শুধরে নিয়ে তওবা করেছেন *(বাক্বারাহ ৩৭; তওবা ৪৩; ত্বোয়াহা ১২২; হূদ ৪৭; ক্বাছাছ ১৬)*। তাই সেগুলো তাঁদের নিষ্পাপত্বের পরিপন্থী নয়। কেননা ভুল করা অপূর্ণতার পরিচায়ক নয়; ভুলের উপর অটল থাকাটাই অপূর্ণতা।

আহলে কিতাবগণ নবীগণের নিষ্পাপত্বের ব্যাপারে সীমা লংঘন করেছে। যেমন ইহুদীরা নবীদের উপর জঘন্য অপবাদ সমূহ আরোপ করেছে। পক্ষান্তরে খৃষ্টানরা নবীদের মাঝে একমাত্র ঈসা মসীহ (আঃ)-কেই নিষ্পাপ মনে করে। তাদের মতে, আদম (আঃ)-এর পাপের কারণে পাপিষ্ঠ মানবজাতিকে ঈসা (আঃ) তাঁর আত্মদানের মাধ্যমে পাপমুক্ত করে গেছেন। এই অন্যায় আক্বীদার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের উপর লা'নত করেছেন *(নিসা ১৫৫-১৫৭; মায়েদা ৭০,৭৮-৮১; তওবা ৩০-৩১)*।